

নূরানী পদ্ধতিতে
ব্যবহারিক
নামাজ শিক্ষা

নূরানী পদ্ধতিতে
ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা



নূরানী পদ্ধতিতে ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা

প্রকৌশলী মইনুল হোসেন

সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের
প্রিন্সিপাল
ছোলমাইদ ইমদাদুল উলূম মাদ্রাসা
ভাটারা, ঢাকা

মীনা বুক হাউস

কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ ও সৃজনশীল
ইসলামী সাহিত্য প্রকাশক ও বিক্রেতা

নিচতলা ও ২য় তলা
বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আদর্শ পুস্তক বিপনী
৫ ও ১৩, বায়তুল মোকাররম
ঢাকা-১১০০

প্রকাশক : আবু জাফর

মীনা বুক হাউস

৪৫, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। ফোন : ৭১২১৮৯৩

[স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ২০১৫ ইং

দ্বিতীয় সংশোধিত পরিমার্জিত প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ ইং

হাদিয়া : ৩৫০.০০ টাকা মাত্র

সারা দেশে, বাড়ী বসে বই হাতে পেয়ে মূল্য পরিশোধ করুন :

রকমারি.com

www.rokomari.com/book/99820

বইয়ের নম্বর : 99820

হটলাইন : 16297, 01841-115115

সংকলক : প্রকৌশলী মইনুল হোসেন

মোবাইলঃ ০১৯২২-১৬১৭৮০

E-mail:sujon0127@gmail.com



Moinul Hossain KUET



Books of Moinul Hossain KUET

প্রচ্ছদ ডিজাইন : হামিদুল ইসলাম

বর্ণবিন্যাস : মোঃ বেলায়েত হোসেন, ০১৯১৫৬৮৫৬০৪

মুদ্রণে : সুন্দরবন প্রিন্টার্স

ঢাকা।

Nurani Poddhotitey Baboharic Namaj Shikhkha By Engineer Moinul Hossain, Edited by Mawlana Muhammad Taher, Published by Mina Book House, Book & Computer Complex, Shop No. 208, Ground Floor and First Floor, 45, Banglabazar, Dhaka-1100. Bangladesh. First Edition : April 2015. Mobile : +88-01922-161780, E-mail:sujon0127@gmail.com, www.namajerbishoy.com, www.quranerbishoy.com & www.hadiserbishoy.com

Price : Tk. 350.00, US \$ 4.50 Only.

ISBN : 978-984-8991-15-2

কুরআনের বাণী

আপনি আপনার পরিবার পরিজনকে নামাজের আদেশ দিন

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ
نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ۝

অর্থ : আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাজের আদেশ দিন
এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোন রিযিক
চাইনা। আমিই আপনাকে রিযিক দেই এবং আল্লাহভীরুতার পরিণাম শুভ।

(২০ সূরা তোয়া-হা, আয়াত : ১৩২)

তারা বলবে, আমরা নামাজ পড়তাম না

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۝ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِينَ ۝

অর্থ : বলবে, তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে? তারা বলবে,
আমরা নামাজ পড়তাম না। (৭৪ সূরা আল মুদ্দাসসির, আয়াত : ৪২-৪৩)

সম্পাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। নামাজ জান্নাতের চাবি। শুধু নামাজ শেখার জন্য বইটি লিখা। এই বইয়ে ফরজ (ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা), ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল অর্থাৎ সব ধরনের নামাজ পড়ার বিস্তারিত নিয়ম কানুন আছে। বইটিতে জানাযার নামাজ, তারাবীর নামাজ, ঈদের নামাজ, সালাতুস তসবীহর নামাজ ইত্যাদি নামাজ সম্পর্কেও আলোচনা আছে। বইটিতে নামাজের ফজিলত, জামাতে নামাজ পড়ার ফজিলত, বিভিন্ন সুন্নাত ও নফল নামাজ পড়ার ফজিলত সম্পর্কিত অনেক কুরআনের আয়াত ও হাদীসের বাণী আছে। আশা করছি, বই পড়ে সুধী পাঠকের মধ্যে নামাজ পড়ার আগ্রহ আরো বাড়বে। বইটিতে বিভিন্ন নামাজের তরতীব (ধারাবাহিকতা) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আছে।

বইটিতে অজু, তায়াম্মুম, কসর নামাজ, কাযা নামাজ ইত্যাদি সম্পর্কেও আলোচনা আছে। এই বইয়ে শুধু মাত্র নামাজ এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় ফরজের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নামাজের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু কিছু ছোট ছোট সূরা ও অন্যান্য দোয়াও (আত্তাহিয়াতু, দরুদ শরীফ ইত্যাদি) বইটিতে আছে। এছাড়া দোয়া ও দরুদের উপর আলোচনা আছে।

আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে কিতাবটির পাণ্ডুলিপি পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জন করেছি।

মহান আল্লাহ বইটিকে দ্বীনের জন্য কবুল করুন আমীন!!

১৯ শে মার্চ ২০১৫ইং

মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের
প্রিন্সিপাল, ছোলমাইদ ইমদাদুল
উলুম মাদ্রাসা, ভাটারা, ঢাকা
মোবাইলঃ ০১৭১৮-৯৮০৪৪০

সংকলকের কথা

আল্‌হামদুলিল্লাহ।

আজ আমার লেখা নূরানী পদ্ধতিতে ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা বইটি প্রকাশিত হল। আমার শ্রদ্ধেয় বাবা (জনাব নাজমুল হোসেন) আমাকে শুধু নামাজের উপর একটি বই লিখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। বাজারে নামাজ শিক্ষার উপর অনেক বই আছে। কিন্তু বই গুলি রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি (প্রয়োজনীয় কিন্তু) অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বস্তুতে ভরপুর। ভূগোল বইয়ে যেমন ইতিহাসের আলোচনা থাকে না। তেমনি আমার নামাজ শিক্ষা বইয়ে প্রধানতঃ নামাজের আলোচনাই থাকবে।

ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী হল নামাজ। নামাজ হল জান্নাতের চাবি। নামাজ হল নাজাতের কারণ। নামাজ আল্লাহর কাছে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবাদত। আমাদের নামাজ কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করতে হবে।

বান্দা তখন নামাজ পড়বে, যখন সে জানবে নামাজ পড়লে আল্লাহ তাকে কি কি পুরস্কার দিবেন।

বান্দা তখন নামাজ পড়বে, যখন সে জানবে নামাজ না পড়লে আল্লাহ তাকে কি কি শাস্তি দিবেন।

এজন্য আমি আমার এই বইয়ে নামাজ পড়ার নিয়ম কানূনের আগে, নামাজ পড়ার মহা পুরস্কার এবং নামাজ না পড়ার ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কিত কিছু কুরআনের আয়াত ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছি।

যার ভিতর আল্লাহর ভয় নাই, সে নামাজ পড়তে পারবে না। যার ভিতর আল্লাহর ভয় নাই, সে আজান শুনে মসজিদে যেতে পারবে না। যার ভিতর আল্লাহর ভয় নাই, তার নামাজে আল্লাহর ধ্যান থাকবে না।

আমাদের দায়িত্ব, পরিবারের প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যকে নামাজের জন্য উৎসাহিত করা। আমাদের দায়িত্ব ৭ (সাত) বৎসর বয়স হলেই বাচ্চাদের নামাজের আদেশ করা।

কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেয়া হবে। যার নামাজ ঠিক ঠাক পাওয়া যাবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন, আমার চোখের তৃপ্তি নামাজ।

আল্লাহ নিজেই নামাজীকে জান্নাতে পৌঁছানোর জিম্মাদার।

আসুন, আমরা বিভিন্ন নামাজের নিয়ম কানুন গুলি শিখি। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য রক্তের কোন বিকল্প নাই। জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে নামাজের কোন বিকল্প নাই। আমার নামাজ আমাকেই পড়তে হবে।

মহান আল্লাহ, আমাদেরকে বোঝার ও আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন!

২১ শে মার্চ ২০১৫ইং

প্রকৌশলী মইনুল হোসেন

ফ্ল্যাট-৫/এ, বাড়ী-২৮৯/এ, রোড-১৫,

ব্লক-সি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা-১২২৯।

মোবাইলঃ ০১৯২২-১৬১৭৮০

E-mail:sujon0127@gmail.com

www.namajerbishoy.com

www.quranerbishoy.com

www.hadiserbishoy.com



Moinul Hossain KUET



Books of Moinul Hossain KUET

❑ বইটির মোবাইল অ্যাপ :

Play Store

SEARCH

Learn Namaj in Bangla

❑ বইটির ওয়েব সাইট : www.namajerbishoy.com



নামাজ পড়ার তিনটি বিশেষ ফজিলত

- (১) আল্লাহ নামাজীকে জান্নাতে পৌঁছানোর জিম্মাদার ।
- (২) নামাজ মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে ।
- (৩) নামাজ দৈনন্দিন জীবনে শৃংখলা আনে ।

হাদীসের বাণী

নামাজ জান্নাতের চাবি । (আহমাদ্)

উৎসর্গ

ফাহিমা খানম
আমার তিন সন্তানের মা

নিয়ত

আল্লাহর মেহেরবানীতে, এই বইয়ের মাধ্যমে,
পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে বসবাসকারী বাংলাভাষাভাষী
প্রতিটি মুসলমান ভাই-বোনকে, সহিভাবে নামাজ
পড়া শিখতে সহায়তা করবো, ইন্শাআল্লাহ।










হাদীসের বাণী

নিশ্চয়ই কর্মের প্রতিফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

(বুখারী শরীফ)

লেখকের ওয়েব সাইট ও মোবাইল অ্যাপস সমূহ

নোট : Barcode ব্যবহারের জন্য Barcode Scanner Install- করে নিন।

		Barcode
১. আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত	www.quranerbishoy.com	
২. জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ	www.hadiserbishoy.com	
৩. নূরানী পদ্ধতিতে ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা	www.namajerbishoy.com	
১. নূরানী পদ্ধতিতে ২৭ ঘন্টায় কুরআন শিক্ষা Learn Quran in Bangla with sound	<div>Play store → SEARCH</div> <div>Bangla Quran → (Sl.No.09)</div> <div>Al-Hamdulillah Download 3,00,000+</div>	
২. আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত Bangla Quran Subjectwise	<div>Play store → SEARCH</div> <div>Bangla Quran → (Sl.No.11)</div>	
৩. নূরানী পদ্ধতিতে ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা Namaz Shikkha in Bangla	<div>Play store → SEARCH</div> <div>Bangla Namaj → (Sl.No.23)</div>	
৪. জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ Bangla Quran and Hadith	<div>Play store → SEARCH</div> <div>Bangla Quran → (Sl.No.54)</div>	
৫. আল-কুরআন কলিকাতা ছাপা Bangla Quran Kolkata Kolikata	<div>Play store → SEARCH</div> <div>Bangla Quran → (Sl.No.78)</div>	
৬. আল-কুরআন হাফিজি ছাপা Bangla Quran Hafizi Lahori Lucknow		প্রক্রিয়াধীন

নোট : উপরের Apps গুলি i Phone-এর Apps Store-এ ও পাওয়া যায়।

লেখকের অন্যান্য বই

- * www.rokomary.com/author/22889 হটলাইন : 16297
- (১) জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ (২০০৬ সাল)
 - (২) জান্নাত কি তালাশ মে মু'মিন কী ছে আমল (উর্দূ বই - ২০০৭ সাল)
 - (৩) Six Wooks of Mumin in Search of Heaven (২০০৮ সাল)
 - (৪) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (বই-২০১১ সাল)
 - (৫) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (CD - ২০১২ সাল)
 - (৬) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (ওয়েব সাইট - ২০১৩ সাল)
www.quranerbishoy.com
 - (৭) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (PDF ২০১৩ সাল)
 - (৮) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (Mobile App ২০১৪ সাল)
[Play store](#) → [SEARCH](#) → [Bangla Quran](#) (Sl. No.14)
 - (৯) নূরানী পদ্ধতিতে ২৭ ঘন্টায় কুরআন শিক্ষা (বই ২০১৩ সাল)
 - (১০) নূরানী পদ্ধতিতে ২৭ ঘন্টায় কুরআন শিক্ষা (Mobile App ২০১৪ সাল)
[Play store](#) → [SEARCH](#) → [Bangla Quran](#) (Sl. No.04)
 - (১১) জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ (ওয়েব সাইট ২০১৪ সাল)
www.hadiserbishoy.com
 - (১২) জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ (Mobile App ২০১৪)
[Play store](#) → [SEARCH](#) → [Bangla Quran Hadith](#) (Sl. No.19)
 - (১৩) নূরানী পদ্ধতিতে ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা।
 - (১৪) নূরানী পদ্ধতিতে ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা। (Mobile App ২০১৫ সাল)
[Play store](#) → [SEARCH](#) → [Learn Namaj in Bangla](#)
 - (১৫) নূরানী পদ্ধতিতে ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা। (ওয়েব সাইট ২০১৫ সাল)
www.namajerbishoy.com

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
কুরআন ও হাদীসের আলোকে নামাজ পড়ার গুরুত্ব ও ফজিলত	২৭
দিনে ও রাতে মোট ৫ (পাঁচ) ওয়াক্ত নামাজ পড়া ফরজ	২৭
নামাজ জান্নাতের চাবি	২৭
নামাজী ব্যক্তিকে জান্নাতে পৌঁছানো আল্লাহ তা'আলার দায়িত্ব	২৭
নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ পড়া ফরজ.....	২৮
নামাজ ত্যাগ মানুষকে কুফর ও শিরকের সাথে মিলাইয়া দেয়.....	২৮
নামাজ কত প্রকার ও কি কি?.....	২৯
নামাজ প্রধানত ৪ (চার) প্রকার ।.....	২৯
ফরজ নামাজ আবার দুই প্রকার ।.....	২৯
ওয়াজিব নামাজ ৩ প্রকার ।.....	২৯
সুন্নাত নামাজ ২ প্রকার ।.....	২৯
নফল নামাজ ৯ প্রকার ।	৩০
নামাজকে ৫টি জিনিস দিয়ে ভারী করা প্রয়োজন.....	৩১
ঈমানদার বান্দাগণ নামাজ কয়েম করে	৩১
আমাদের বন্ধু আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সা.) এবং মু'মিনগণ যাহারা নামাজ পড়ে	৩২
যারা নামাজে যত্নবান তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে	৩২
দুর্ভোগ সেসব নামাজীর যারা লোক দেখানো নামাজ পড়ে	৩৩
তাহারাই সফল যাহারা বিনয় ও খুশুর (ধ্যান খেয়ালের) সাথে নামাজ পড়ে	৩৩
নামাজের নকশা	৩৪
কোন নামাজ কত রাকাত (ফরজ নামাজ) টেবিল	৩৫
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন	৩৮
তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না	৩৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	
কুরআন ও হাদীসের আলোকে জামাতে নামাজ পড়ার গুরুত্ব ও ফজিলত....	৩৯
রুক্ককারীদের সাথে (অর্থাৎ জামাতে) নামাজ পড়িতে হইবে	৩৯

বিবরণ	পৃষ্ঠা
জামাতে নামাজ পড়া একাকী নামাজ পড়ার চাইতে	
২৫ (পঁচিশ) গুণ ফজীলত রাখে	৩৯
৮ ব্যক্তির জামাতের নামাজ ১০০ ব্যক্তির পৃথক পৃথক নামাজ হইতে উত্তম	৪০
নিশ্চয়ই নামাজ একটি কঠিন কাজ কিন্তু খুশু-ওয়ালাদের জন্য নহে	৪১
নিশ্চয়ই নামাজ নির্লজ্জ ও অশোভন কাজ হইতে বিরত রাখে	৪১
নামাজ শেষ হইলে আল্লাহর অনুগ্রহ (রিজিক) সন্ধান করিতে	
পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতে হইবে.....	৪১
জামাতে নামাজ পড়া- নবীজির সুন্নত	৪২
ফজর নামাজ	৪৪
এশা ও ফজরের নামাজ জামাতে পড়িলে সারা রাত এবাদত করিবার	
সওয়াব পাওয়া যায়	৪৪
যে ফজরের নামাজ জামাতে পড়ে সে আল্লাহ তা'আলার জিম্মায় থাকে	
নামাজের তরতীব বা ধারাবাহিকতা	৪৪
ফজর নামাজের টেবিল	৪৫
রাসূলুল্লাহ সা. রহমত স্বরূপ	৪৭
আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি	৪৭
সচিত্র নামাজ পড়ার তরতিব ধারাবাহিকতা (ছবি)	৪৮
যোহর ও আসর নামাজের ফজিলত	৪৯
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নামাজ পড়িলে গাছের পাতার মত	
গুনাহ সমূহ বরিয়া পড়ে	৪৯
নিজ সন্তানকে ৭ (সাত) বৎসর বয়স হইলে নামাজের হুকুম করিতে হইবে	৫০
সে ব্যক্তি অধিক সম্মানিত যে সবার্ষিক আল্লাহভীরু	৫১
কিয়ামতের দিন স্তন্যদাত্রী তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে	৫১
যোহর নামাজ টেবিল	৫২
পুরুষ নামাজির বিভিন্ন অবস্থানের (ছবি)	৫৫
জুমার নামাজ	৫৬
যখন তাদের কারও মৃত্যু আসে তখন সে বলে আমাকে পুনরায়	
দুনিয়াতে প্রেরণ করুন	৫৬
মহিলা নামাজীর রুকু ও সিজদা নকশা (ছবি)	৫৭
আসর নামাজ	৫৮
গীবত করা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য	৫৮

বিবরণ	পৃষ্ঠা
মাগরিবের নামাজের টেবিল	৫৯
এশার নামাজের নিয়ম	৬১
বেতের নামাজের টেবিল	৬১
জানাযার নামায	৬৩
জানাযা নামাজে সুন্নাত	৬৩
জানাযার নামায পড়ার নিয়ম	৬৩
ছানা-২	৬৪
দোয়া-১	৬৫
দোয়া-২	৬৫
দোয়া-৩	৬৬
যারা তওবা করে আল্লাহ তাদের গুনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন	৬৬
জানাযার নামাজের টেবিল	৬৭
তৃতীয় অধ্যায়	
কুরআন ও হাদীসের আলোকে জামাতে নামাজ পড়ার গুরুত্ব ও ফজিলত	৬৮
জামাতে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে গিয়া জামাত	
শেষ হইয়া গিয়াছে দেখিবার ফজীলত	৬৮
জামাতে শরীক না হইলে নামাজ কবুল হয়না	৬৮
কোন ব্যক্তির কাজ জুলুম, কুফর ও নেফাক	৬৯
নামাজ শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়	৬৯
ঈদের নামাজ টেবিল	৭০
কাহাদের ঘরবাড়ী রাসূলুল্লাহ (সা.) জ্বালাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন?	৭২
৪০ (চল্লিশ) দিন যাবৎ তকবিরে উলার সাথে নামাজ পড়িবার ফজীলত কি?	৭২
কোন নামাজীর জন্য নেকীর দশ ভাগের এক ভাগ লিখিত হয়?	৭৩
হে অপরাধীরা! আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও	৭৩
তারাবীর নামাজ	৭৪
তারাবির নামাজে দোয়া	৭৪
তারাবীহ্ নামাজের মুনাজাত	৭৪
মানুষ ও জ্বিন কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না	৭৫
নফল নামাজ	৭৬
কোন ব্যক্তির বেহেস্তে প্রবেশের পথে শুধু মৃত্যুই বাধা	৭৬
আয়াতুল কুরসী	৭৬

বিবরণ	পৃষ্ঠা
কে নামাজের মধ্যে চুরি করে	৭৭
নামাজ অন্যায় কাজ হইতে বিরত রাখে	৭৭
কে আল্লাহ তা'আলার মেহমান	৭৮
অন্ধকারে মসজিদে যাতায়াতকারীদের জন্য সুসংবাদ	৭৮
নামাজের অপেক্ষায় বসিয়া থাকা নামাজেরই সমতুল্য	৭৯
আল্লাহ বলেন আমার জান্নাতে প্রবেশ কর	৭৯
তাহাজ্জুদ নামাজ	৮০
তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িতে হইবে	৮০
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন তাহাজ্জুদ নামাজ অবশ্যই পড়িও	৮০
এশরাকের নামাজ	৮১
২ (দুই) রাকাত এশরাক নামাজের সওয়াব, পরিপূর্ণ হজ্জ এবং ওমরার সওয়াবের সমতুল্য	৮১
যোহর, মাগরিব ও এশার ফরজের পরে পড়ার নফল নামাজ	৮২
নফল নামাজ দ্বারা অন্য নামাজের ঘাটতি পূরণ করা হইবে	৮২
আল্লাহ শুধু বলেন হও তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়	৮২
চাশতের নামাজ	৮৩
আওয়াবীন নামাজ	৮৩
৬ (ছয়) রাকাত আওয়াবীন নামাজ পড়িলে ১২ (বার) বৎসর এবাদত করিবার সওয়াব পাওয়া যায়	৮৩
সালাতুল হাজত নামাজ	৮৪
কোন ব্যক্তির কোন চাহিদা দেখা দিলে সে কি করিবে	৮৪
আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি ততক্ষণ মনযোগ নিবদ্ধ রাখেন যতক্ষণ বান্দা নামাজে মনযোগ নিবদ্ধ রাখে	৮৫
তাহিয়াতুল অজুর নামাজ	৮৬
বেলাল (রাঃ)-এর তাহিয়াতুল অযূর নামাজ	৮৬
লাইলাতুল কদরের নামাজ	৮৭
সূরা আল-ক্বাদর	৮৭
শবে কদরের নফল নামাজ	৮৭
জীবনে ১ (এক) বার হইলেও সালাতুত তাসবীহ নামাজ পড়া চাই	৮৮
সে ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম কথা, কার হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে	৮৯
পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করতে হবে	৯০

বিবরণ	পৃষ্ঠা
সালাতুস তাসবীহ্ নামাজের টেবিল	৯১
সালাতুস তাসবীহ্ নামাজের সংক্ষিপ্ত টেবিল	৯৩
নসীহত দ্বীনি আলোচনা ঈমানদারগণকে সুফল প্রদান করে	৯৪
এস্তেখারা করিবার নিয়ম	৯৪
মুসাফিরের নামাজে নিয়ম	৯৫
কাযা নামাজে নিয়ম	৯৫
উমরী কাযা নামাজ আদায়ের বিবরণ	৯৬
জাহান্নামীরা বলবে, আমরা যদি গুনতাম বা বুদ্ধি খাটাতাম	৯৬
চতুর্থ অধ্যায়	
নামাজের নিয়ম কানুন :	৯৭
নামাজ কেয়ামতের দিন নূর হইবে, দলিল হইবে, নাজাতের কারণ হইবে	৯৭
যাহারা অধিক পরিমাণে মসজিদে যাইতে অভ্যস্ত তাহাদেরকে ঈমানদার হিসাবে সাক্ষী দেওয়া যাইবে	৯৮
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামাজ কিরূপ ছিল?	৯৮
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শোকর গুজার বান্দা হওয়া	১০০
নামাজের প্রধান শর্ত	১০২
সূরা ফাতিহা পাঠ	১০২
নামাজের বাহিরে ৭ ফরজ (আহকাম)	১০৩
নামাজের ভেতরে ৬ ফজর (আরকান)	১০৪
নামাজের ওয়াক্ত বা সময়	১০৫
অজুর ফরজ ৪টি	১০৫
গোসলের ফরয ৩টি	১০৬
৩ কারণে গোসল ফরজ	১০৬
২ কারণে ওয়াজিব গোসল হয়	১০৬
নামাজে ফরযসমূহ	১০৬
তায়াম্মুমের ফরজ	১০৬
নামাজে দরকারী দোয়া ও তাসবীহসমূহ	১০৭
জায়নামাজের দোয়া	১০৭
ছানা	১০৭
রুকুর তাসবীহ্	১০৭
তাসমী	১০৮

বিবরণ	পৃষ্ঠা
তাহমীদ	১০৮
সিজদাহর তাসবীহ	১০৮
তাশাহুদ (আত্তাহিয়াতু)	১০৮
দুরুদ শরীফ	১০৯
দোয়া মাসূরা	১১০
দোয়া কুনুত	১১১
নামাজের ওয়াজিবের বর্ণনা	১১২
নামাজ ভঙ্গের কারণসমূহ	১১৩
তায়াম্মুমের ফরজ সমূহ	১১৪
কোন অবস্থায় তায়াম্মুম করা বৈধ	১১৪
অজু ভঙ্গের কারণ	১১৪
পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের নামাজের পার্থক্য	১১৪
পুরুষ ও মহিলাদের নামাজের পার্থক্য টেবিল	১১৬
৯টি জিনিস নবীদের সুন্নাত	১১৭
সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামাজের ফায়দা	১১৮
অসুস্থ ব্যক্তির নামাজ	১১৮
নামাজ ভঙ্গ হওয়ার কারণ সমূহ	১১৯
সহ সিজদার বর্ণনা	১২০
নিয়ত	১২১
কাহার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলিয়া দেয়া হয়	১২২
আযানের বাক্যসমূহ	১২২
আযানের পরে দোয়া	১২৩
ইকামত	১২৪
আযানের জওয়াব	১২৪
পঞ্চম অধ্যায়	
নূন সাকিন বা তানবীন পড়ার নিয়ম ৫টি	১২৫
বাংলা ও আরবী উচ্চারণে চিহ্নের ব্যবহার	১২৫
নামাজে বহু পাঠিত সূরাগুলি	১২৬
হায়েয নেফাছের বিবরণ	১৪৭
ঋতু চলাকালে মহিলারা নামাজ পড়া ও রোজা রাখা বন্ধ রাখবে	১৪৮
ঋতু শেষে মহিলারা রোজা কাযা করবে, নামাজ কাযা করতে হবে না	১৪৮
যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান এনেছে তারাই মসজিদ আবাদ করে	১৪৯
মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতে হবে হেকমত ও উত্তম উপদেশের সাথে	১৪৯

বিবরণ	পৃষ্ঠা
৬ষ্ঠ অধ্যায়	
বেহেশ্তের সুখ-শান্তি	১৫০
কুরআনের বাণী :	১৫১
যাহাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করানো হইবে সেই পরিপূর্ণ সফলকাম হইবে	১৫১
বেহেশ্তীরা থাকিবে আরামের উদ্যানে স্বর্ণখচিত সিংহাসনে	১৫১
বেহেশ্তে থাকিবে কাটাবিহীন বাগান দীর্ঘ ছায়া আর চিরকুমারী রমণীগণ	১৫২
বেহেশ্তীদের বলা হইবে সালাম, তোমরা সুখে থাক	১৫৩
বেহেশ্তীদের অন্তরে কোন দুঃখ থাকিবে না	১৫৩
বেহেশ্তে থাকিবে প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ	১৫৪
যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎ কাজ করিয়াছে তাহাদের জন্য বেহেশ্ত	১৫৫
বেহেশ্তে থাকিবে দুধের নহর, মধুর নহর আর সুস্বাদু শরাবের নহর	১৫৫
বেহেশ্তীদের পান করানো হইবে কাফুর মিশ্রিত পানপাত্র হইতে	১৫৬
বেহেশ্তীদের মুখমণ্ডলে থাকিবে স্বচ্ছন্দ্য ও সজীবতা	১৫৬
বেহেশ্তীরা বেহেশ্তে চিরকাল থাকিবে	১৫৭
বেহেশ্তীদের অন্তরে কোন ক্রোধ থাকিবে না	১৫৭
বেহেশ্তের তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত	১৫৭
বেহেশ্তে থাকিবে সৎ চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ	১৫৮
বেহেশ্তীদের কখনও মৃত্যু হইবে না	১৫৮
আল্লাহ তা'আলা বেহেশ্তীদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট	১৫৯
মতির মত চির কিশোরেরা বেহেশ্তীদের সেবা করিবে	১৫৯
নিশ্চয়ই খোদাভীরুগণ বেহেশ্তে থাকিবে	১৫৯
বেহেশ্তীদের পোশাক হইবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের বস্ত্র	১৬০
বেহেশ্তীদেরকে তাহাদের রবের পক্ষ হইতে বলা হইবে “সালাম”	১৬০
বেহেশ্তীরা সেইখানে কোন অসার বাক্য শুনিবে না	১৬০
বেহেশ্তীরা সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়া বসিবে	১৬১
প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃত কর্মের জন্য দায়ী	১৬১
বেহেশ্তে থাকিবে আনত নয়না রমণীগণ	১৬২
বেহেশ্তীদের সৎ কার্যশীল পিতামাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্তুতিও বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে ।	১৬৩
আল্লাহর ও তাঁর রাসূল সা. এর পূর্ণ আনুগত্য করলে এমন জান্নাতসমূহ পাওয়া যাবে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত	১৬৩

বিবরণ	পৃষ্ঠা
বেহেশতে থাকবে সৎ চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ	১৬৩
আল্লাহ বলেন ‘আমার জান্নাতে প্রবেশ কর’	১৬৪
তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে সালাম	১৬৪
বেহেশতীদেরকে তাদের রবের পক্ষ হতে বলা হবে সালাম	১৬৫
জান্নাতে আছে সালসাবীল নামক ঝর্ণা	১৬৫
জান্নাতে থাকবে প্রবাহিত ঝর্ণা	১৬৫
ঈমানদার ব্যক্তির কৃতকর্মের আপ্যায়ন স্বরূপ জান্নাত	১৬৬
জান্নাতে মন যা চাবে তাই পাওয়া যাবে	১৬৬
যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য বেহেশত	১৬৬
বেহেশতীদের মুখমণ্ডলে থাকবে স্বাচ্ছন্দ্য ও সজীবতা	১৬৭
মুত্তাকীদের জন্য আছে নিয়ামতের জান্নাত	১৬৭
আল্লাহ জান্নাতীদেরকে আয়তলোচনাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিবেন	১৬৭
নিশ্চই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু	১৬৮
সপ্তম অধ্যায়	
দোজখের দুঃখ কষ্ট	
দোযখ হইতে বাঁচিবার দোয়া	১৬৯
কুরআনের বাণী	১৭০
দোজখ খুবই নিকৃষ্ট স্থান	১৭০
দোজখীরা শুধু মৃত্যুকে আহ্বান করিতে থাকিবে	১৭১
দোজখ ঐ সমস্ত লোকদিগকে আহ্বান করিবে, যাহারা আল্লাহর	
গোলামী হইতে মুখ ফিরাইয়াছে	১৭১
দোজখীদের মুখমণ্ডল আগুনে সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া যাইবে	১৭১
দোজখীদেরকে আগুনের কাটা খাওয়ানো হইবে	১৭২
দোজখীরা গলিত পুঁজ ও গলিত রক্ত ছাড়া অন্য কোন খাদ্য খাইবে না	১৭২
দোজখীরা কাটায়ুক্ত জাক্কুম বৃক্ষ হইতে খাদ্য গ্রহণ করিবে	১৭২
দোজখীদের খাদ্য জাক্কুম বৃক্ষের উৎপত্তি জাহান্নামের তলদেশে	১৭৩
দোজখীদেরকে পচা দুর্গন্ধময় ঠাণ্ডা গাছাকা পান করিতে দেওয়া হইবে	১৭৩
দোজখীদেরকে “মৃত্যুর বিভীষিকা” আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে	১৭৩
উত্তপ্ত পানি দোজখীদের নাড়িভুড়িসমূহকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিবে	১৭৪
দোজখীরা তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পানির জন্য ছটফট করিতে থাকিবে	১৭৪

বিবরণ	পৃষ্ঠা
উত্তপ্ত পানিতে দোজখীদের চর্মসমূহ গলিয়া যাইবে	১৭৪
দোজখের ফেরেশতা উপহাস করিয়া বলিবে, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের স্বাদ গ্রহণ করিতে থাক	১৭৫
দোজখীদের চর্মসমূহ খসিয়া পড়িলে সেইখানে নতুন চর্ম	
তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইবে	১৭৫
পাপীষ্ঠ শয়তান দোজখীদেরকে বলিবে তোমরা নিজেদের আত্মাকেই ধিক্কার দাও	১৭৫
দোজখীরা, তাহাদেরকে বিপথে পরিচালনাকারীদেরকে প্রশ্ন করিবে	১৭৬
দোজখীদেরকে বিপথে পরিচালনাকারীরা বলিবে, অদ্য আমাদের ও	
তোমাদের কাহারও কোন রক্ষা নাই	১৭৬
দোজখীরা দোজখের প্রহরীদের প্রতি আবেদন করিবে	১৭৭
দোজখের প্রহরীগণ বলিবে তোমার নিকট কি আল্লাহ তায়ালার	
নবীগণ অকাট্য প্রমাণাদি নিয়া আসেন নাই	১৭৭
দোজখীরা, দোজখের প্রহরীদের সর্দার মালেক ফেরেশতাকে বলিবে	১৭৭
দোজখীরা শেষ পর্যন্ত সরাসরি আল্লাহকে বলিবে মেহেরবানী করিয়া	
আমাদেরকে দোজখের অগ্নি হইতে রক্ষা করুন	১৭৮
আল্লাহ তায়ালা দোজখীদের বলিবেন অনন্তকাল এই অভিশাপে লিপ্ত থাক	১৭৮
তাহাদের অন্তর আছে অথচ তাহারা বুঝে না, চক্ষু আছে অথচ	
দেখে না, কর্ণ আছে অথচ শুনে না	১৭৮
নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না	১৭৯
জাহান্নামীদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না এবং তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না	১৭৯
দোজখীদের ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে	১৮০
জাহান্নামীরা বলবে, আমরা যদি শুনতাম বা বুদ্ধি খাটাতাম	১৮০
যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম	১৮১
তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে	১৮১
পাপীষ্ঠ শয়তান দোজখীদেরকে বলবে তোমরা নিজেদের আত্মাকেই ধিক্কার দাও	১৮১
দোজখীদেরকে বিপথে পরিচালনাকারীরা বলবে, অদ্য আমাদের ও	
তোমাদের কারো কোন রক্ষা নেই	১৮২
তাদের অন্তর আছে অথচ তারা বুঝে না, চক্ষু আছে অথচ দেখে না,	
কর্ণ আছে অথচ শুনে না	১৮৩
বলা হবে বহন শাস্তি আশ্বাদন কর	১৮৩
বলা হবে “এই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে	১৮৪
আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেন	১৮৪

বিবরণ	পৃষ্ঠা
অষ্টম অধ্যায়	
দোয়া	১৮৫
ক্ষমা করুন	১৮৫
হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও	১৮৫
কল্যাণ দিন	১৮৫
হে আল্লাহ আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও	১৮৫
দয়া করুন	১৮৫
হে আল্লাহ! আমাদেরকে দয়া কর তুমিই মহান দাতা	১৮৫
অপরাধী করবেন না	১৮৬
হে আল্লাহ আমাদেরকে অপরাধী করো না	১৮৬
জাহান্নাম থেকে বাঁচান	১৮৬
হে আল্লাহ! আমাদেরকে দোষখের আজাব থেকে রক্ষা কর	১৮৬
হে আল্লাহ আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা কর	১৮৭
হে আল্লাহ আমাদের জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও	১৮৭
হে আল্লাহ আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরীত কর	১৮৮
মন্দকাজ থেকে বাঁচান	১৮৮
হে আল্লাহ আমাদের থেকে মন্দ কার্যগুলি দূরীভূত কর	১৮৮
হে আল্লাহ কিয়ামতের দিন আমাদেরকে অপমানিত করো না	১৮৮
জীবিকা দান করুন	১৮৯
হে আল্লাহ আমাদেরকে জীবিকা দান কর	১৮৯
ধৈর্য দান করুন	১৮৯
হে আল্লাহ আমাদের জন্য ধৈর্যের দ্বার খুলে দাও	১৮৯
প্রার্থনা কবুল কর	১৮৯
হে আল্লাহ আমাদের প্রার্থনা কবুল কর	১৮৯
সরল পথ দেখাও	১৯০
হে আল্লাহ আমাদের সরল সঠিক পথে পরিচালিত কর	১৯০
তুমি শ্রেষ্ঠ দয়ালু	১৯০
হে আল্লাহ তুমিতো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু	১৯০
তওবা কবুল কর	১৯১
হে আল্লাহ আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি	১৯১
হে আল্লাহ যারা তওবা করে তাদেরকে তুমি ক্ষমা কর	১৯১

বিবরণ	পৃষ্ঠা
জান্নাত দান কর	১৯১
হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে	১৯১
পরীক্ষা নিও না	১৯২
হে আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষার পাত্র করো না	১৯২
তুমি মিমাংসাকারী	১৯২
হে আল্লাহ তুমিই মিমাংসাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ	১৯২
হে আল্লাহ তুমি তো জান যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি	১৯৩
দোয়াকারীদের জন্য দোয়া	১৯৩
আর তোমাদেরকে যদি কেউ দোয়া করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দোয়া কর	১৯৩
নবম অধ্যায়	
দোয়ার তাৎপর্য	
দোয়ার শ্রেষ্ঠ সময়সমূহ	১৯৫
আল্লাহর দরবারে দোয়া কবুল হইবার শর্ত	১৯৫
দোয়া কবুল হইবার পথে বাধা	১৯৭
আল-কুরআনে বর্ণিত নবী (আ.) গণের দোয়া	১৯৭
হযরত আদম (আ.)-এর দোয়া	১৯৭
হযরত নূহ (আ.)-এর দোয়া	১৯৭
হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া	১৯৮
সন্তান-সন্তুতি ও পিতা মাতার জন্য ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া	১৯৮
হযরত আইয়ুব (আ.)-এর দোয়া	১৯৮
হযরত লূত (আ.)-এর দোয়া	১৯৯
হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দোয়া	১৯৯
হযরত মুসা (আ.)-এর দোয়া	১৯৯
হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দোয়া	২০০
হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া	২০০
হযরত ঈসা (আ.)-এর দোয়া	২০০
উত্তম চরিত্রের পুত্র পাওয়ার দোয়া	২০১
জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি হওয়ার দোয়া	২০১
উভয় জাহানে কল্যাণ লাভ করার দোয়া	২০১
উদ্দেশ্য মঞ্জুর করানোর দোয়া	২০১
কাফির সম্প্রদায়ের উপর বিষয় অর্জনের দোয়া	২০২

বিবরণ	পৃষ্ঠা
ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া	২০২
কল্যাণকর সন্তান লাভের দোয়া	২০২
মহা প্রভু আল্লাহর রহমত কামনার দোয়া	২০৩
আল্লাহর মহত্ত্ব ও শান উল্লেখ পূর্বক একটি মোনাজাত	২০৩
জাহান্নামের অগ্নি হতে বাঁচার দোয়া	২০৪
ঈমানদারদের সাথে হাসর হওয়ার দোয়া	২০৪
যে দোয়া পাঠ করলে অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি হবে না	২০৪
ইসলামের কাজে গাফলতি প্রকাশ পেলে দোয়া	২০৪
কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা হতে বাঁচার দোয়া	২০৫
যেই দোয়ায় আল্লাহর নেয়ামতের কথা প্রকাশ পায়	২০৬
অত্যাচারি লোকদের জুলুম হতে বাঁচার দোয়া	২০৬
মুমিনদের তালিকায় নাম লিখানোর জন্য দোয়া	২০৬
যালেমদের অন্তর্ভুক্ত না হইবার দোয়া	২০৬
শ্রেষ্ঠ ফায়সালা পাওয়ার জন্য দোয়া	২০৭
ঐখ্য ধারণের ক্ষমতা লাভের দোয়া	২০৭
সকল বিষয় আল্লাহর নিকট সমর্পণ করিবার দোয়া	২০৭
কিয়ামতের দিন পিতা মাতা ও সকল মুমিনের মাগফিরাত কামনার জন্য দোয়া	২০৭
সমস্ত বিষয় সুষ্ঠু ও সঠিকরূপে পাওয়ার দোয়া	২০৮
ঈমান আনয়নের পর ক্ষমা চাওয়ার দোয়া	২০৮
জাহান্নামের অগ্নী থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া	২০৮
স্ত্রী পুত্র ও কন্যাদের জন্য দোয়া	২০৯
মুমিনদের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার দোয়া	২০৯
কাফের কর্তৃক উৎপীড়িত না হওয়ার দোয়া	২০৯
স্বীয় ভ্রাতা ও নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া	২১০
অজ্ঞাত সকল অনিষ্ট হতে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য দোয়া	২১০
পিতা মাতার জন্য দোয়া	২১০
সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দোয়া	২১১
সুস্পষ্ট ভাষী হওয়ার দোয়া	২১১
সদা সর্বদা আল্লাহর সাহায্য লাভের দোয়া	২১১
ভাল আবাসস্থল পাওয়ার দোয়া	২১২
শয়তানের কু-মন্ত্রণা হতে বাঁচার দোয়া	২১২

বিবরণ	পৃষ্ঠা
চল্লিশ হাদীস	২১২
মুমিনদের জন্য জরুরী পাঁচটি অর্থবোধক বাক্য	২১৪
কালিমায়ে তাইয়েব	২১৪
কালিমায়ে শাহাদাত	২১৫
কালিমায়ে তাওহীদ	২১৫
কালিমায়ে তামজীদ	২১৫
দশম অধ্যায়	
হুজুর (স.)-এর প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করিবার গুরুত্ব ও তাৎপর্য	২১৬
দরুদ শরীফ পাঠ না করিবার অপকারিতা	২১৯
শ্রেষ্ঠ দরুদ শরীফ	২২০
দুরুদ শরীফ	২২০
আশি বৎসরের গুনাহ মাফীর দরুদ	২২১
স্বপ্নের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.)কে দেখিবার দরুদ শরীফ	২২১
দরুদ শরীফ	২২১
দৈনন্দিন জীবনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দোয়া	২২২
সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত	২২২
আয়াতুল কুরসীর ফযীলত	২২৩
শয়নকালের দোয়া	২২৫
শয়নের পূর্বে ইস্তিগফার	২২৫
ঈমানের সহিত মৃত্যু হইবার দোয়া	২২৫
খারাপ স্বপ্ন দেখিয়া পড়িবার দোয়া	২২৬
খারাপ স্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইলে পড়িবার দোয়া	২২৬
নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া পড়িবার দোয়া	২২৭
প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে পড়িবার দোয়া	২২৭
খানা খাওয়ার পরের দোয়া	২২৭
দাওয়াত খাইবার পরে দোয়া	২২৮
যানবাহনে আরোহণকালে পড়িবার দোয়া	২২৮
সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পড়িবার দোয়া	২২৮
সফরে থাকাবস্থায় পড়িবার দোয়া	২২৮
নৌকা বা জাহাজে আরোহণের সময় দোয়া	২২৮
গৃহে প্রবেশের সময় পড়িবার দোয়া	২২৯

বিবরণ	পৃষ্ঠা
দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীর সময় এই দোয়া পড়িবে	২২৯
প্রবল বৃষ্টির সময় পড়িবার দোয়া	২২৯
প্রবল ঝড়-তুফানের সময় পড়িবার দোয়া	২৩০
কৃদরের রাত্রিতে পড়িবার দোয়া	২৩০
আয়নায় মুখ দেখিবারকালে পড়িবার দোয়া	২৩০
মুসলমান ভাইকে সালাম দেওয়া	২৩০
সালামের জওয়াব দেওয়া	২৩১
হাঁচির দোয়া	২৩১
মাল-সম্পদ বর্ধিত হইবার দোয়া	২৩১
ঋণ পরিশোধের দোয়া	২৩১
ক্রোধ সংবরণ করিবার দোয়া	২৩১
বাজারে যাইবার সময় পড়িবার দোয়া	২৩২
রোগাক্রান্ত দেখিলে পড়িবার দোয়া	২৩২
ইন্তেকালের পূর্বে পড়িবার দোয়া	২৩২
মুমূর্ষ ব্যক্তির জন্য দোয়া	২৩২
বিপদ মুক্তির একটি পরিক্ষিত দোয়া	২৩৩
গুনাহ্ মাফ হইবার দোয়া	২৩৩
ঋণ পরিশোধ হইবার দোয়া	২৩৪
বিশ লাখ নেকীর দোয়া	২৩৪
শ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজ সংক্রান্ত সূক্ষ্ম আলোচনা	২৩৫
কবর যিয়ারতের দোয়া	২৩৬
মিসওয়াক করিবার তাকীদ	২৩৬
নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করিবার ফযীলত	২৩৭
নামাজ রোজার চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার	২৩৮

হে আল্লাহ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আমাদের
কে নিয়মিত ৫ ওয়াক্ত নামায পড়ার
তৌফিক দান করুন। আমিন!!

সূচনা

যে ভাই বা বোন আমার বইটি হাতে নিয়েছেন, তাকে আমার সালাম জানাই। আসসালামু আলাইকুম। আমার এই বইয়ে আমি নামাজ সম্পর্কিত অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। বইটি মূলত নামাজ শিক্ষা। কিন্তু আমি মনে করি, আমাদের মনে যদি আল্লাহর ভয় না থাকে আমরা নামাজ পড়তে পারবো না। আমরা যখন জানবো নামাজ পড়ার ফজিলত ও নামাজ না পড়ার ভয়াবহ শাস্তি তখন আমাদের নামাজ পড়া সহজ হয়ে যাবে।

আসুন, আজ নিয়ত করি, আমি নামাজ পড়া শিখবো, ইনশাআল্লাহ ৫ (পাঁচ) ওয়াক্ত নামাজ পড়বো। আমীন!!

বিনীত

লেখক ও সম্পাদক

নোট : বইটিতে বিভিন্ন বর্ণনা চলতি ভাষায় এবং কুরআন ও হাদীসের অনুবাদ সাধু ভাষায় দেয়া হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত মিশ্রণের জন্য আমরা দুঃখিত।

প্রথম অধ্যায়

কুরআন ও হাদীসের আলোকে নামাজ পড়ার গুরুত্ব ও ফজিলত :

(১) দিনে ও রাত্রে মোট ৫ (পাঁচ) ওয়াক্ত নামাজ পড়া ফরজ

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ
ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرَيْنِ ﴿١١٨﴾

অর্থ : তুমি নামাজ কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তভাগে ও রাত্রির প্রথম অংশে । সৎকর্ম অবশ্যই অসৎ কর্মকে মিটাইয়া দেয় । যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে ইহা তাহাদের জন্য উপদেশ । (সূরা : হূদ, আয়াত : ১১৪)

ব্যাখ্যা : দিনের প্রথম প্রান্তভাগে ফজরের নামাজ, দ্বিতীয় প্রান্তভাগে যোহর ও আসরের নামাজ এবং রাত্রির প্রথম অংশে মাগরিব ও এশার নামাজ । এইভাবে মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ফরজ । (তাফসীরে ইবন্ কাছীর)

(২) নামাজ জান্নাতের চাবি

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ . رواه أحمد ৩/৩২০

অর্থ : হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, জান্নাতের চাবি হইল নামাজ, আর নামাজের চাবি হইল অযু ।
(মুসনাদে আহমাদ)

(৩) নামাজী ব্যক্তিকে জান্নাতে পৌঁছানো আল্লাহ তা'আলার দায়িত্ব

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَالَ اللَّهُ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنِّي افْتَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهَدْتُ
عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لَوْ قَتَلَتْهُ الْجَنَّةُ فِي

عَهْدِي وَمَنْ لَّمْ يَكَاظِ عَلَيْهِمْ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي كَذَا ﴿٥٠﴾

অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, তোমার উম্মতের উপর আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করিয়াছি এবং আমি এই ওয়াদা করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এই নামাজ সমূহ গুরুত্ব সহকারে সময়মত আদায় করিবে তাহাকে নিজ দায়িত্বে জান্নাতে প্রবেশ করাইব। আর যে ব্যক্তি এই নামাজের প্রতি যত্নশীল হইল না তাহার ব্যাপারে আমার কোন দায়িত্ব নাই। (দূররে মান্ছুর)

(৪) নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ পড়া ফরজ

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ
فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿٥١﴾

অর্থ : যখন তোমরা এই নামাজ সম্পন্ন কর তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করিতে থাক দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও শায়িত অবস্থায়। যখন তোমরা নিশ্চিত হও, তখন নামাজ পড়িতে থাক যথা নিয়মে। নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ পড়া ফরজ। (সূরা : আন-নিসা, আয়াত : ১০৩)

(৫) নামাজ ত্যাগ মানুষকে কুফর ও শিরকের সাথে মিলাইয়া দেয়

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ: بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ. رواه مسلم، باب

بيان إطلاق اسم الكفر رقم: ৩২৮

অর্থ : হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ) কে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, নামাজ ত্যাগ করা মুসলমানকে কুফর ও শিরক পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। (মুসলিম)

নামাজ কত প্রকার ও কি কি?

নামাজ প্রধানত ৪ (চার) প্রকার।

(ক) ফরজ নামাজ (খ) ওয়াজিব নামাজ (গ) সুন্নাত নামাজ
(ঘ) নফল নামাজ

ক) ফরজ নামাজ আবার দুই প্রকার।

(১) ফরজে আইন : পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ অর্থাৎ- ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। এই নামাজ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য পড়া অপরিহার্য। শুক্রবার যোহরের পরিবর্তে জুম্মার নামাজ পড়া অপরিহার্য। ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামাজের সময় সূচির জন্য এই বই-এর শেষে একটি নামাজের চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার দেয়া আছে।

(২) ফরজে কিফায়া : জানাযার নামাজ। এই নামাজ কিছু সংখ্যক মুসলমান পড়ে নিলে, সকল মুসলমানের পক্ষে আদায় হয়ে যাবে।

খ) ওয়াজিব নামাজ ৩ প্রকার।

(১) বেতের নামাজ (২) ঈদুল ফিতরের নামাজ (৩) ঈদুল আজহার নামাজ
ওয়াজিব নামাজ প্রত্যেক মুসলমানকে অবশ্যই পড়তে হবে।

গ) সুন্নাত নামাজ ২ প্রকার।

(১) সুন্নাতে মুয়াক্কাদাঃ ফজরের ফরজের আগে ২ রাকাত সুন্নাত, যোহরের ফরজের আগে ৪ রাকাত সুন্নাত ও পরে ২ রাকাত সুন্নাত, মাগরিবের ফরজের পরে ২ রাকাত সুন্নাত এবং এশার ফরজের পরে ২ রাকাত সুন্নাত নামাজ। এভাবে দৈনিক ১২ রাকাত নামাজ, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এছাড়া রমজান মাসে ২০ রাকাত তারাবীর নামাজ পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এই নামাজ সমূহ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য পড়া জরুরী।

(২) সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদা : আসর ও এশার ফরজ নামাজের আগে পড়া, ৪ রাকাত সুন্নাত নামাজ। এই নামাজসমূহ পড়লে অনেক সওয়াব আছে। এই নামাজ না পড়লে কোন গুনাহ নাই।

ঘ) নফল নামাজ ১০ প্রকার ।

এই নামাজ সমূহ পড়লে অনেক সওয়াব আছে । কিয়ামতের দিন ফরজ নামাজের ঘাটতি নফল নামাজ দ্বারা পূরণ করা হবে ।

ক্রমিক নং	নামাজের নাম	কত রাকাত	নামাজের সময়
১	তাহাজ্জুদ নামাজ	২+২	এশার পরে ও সুবেহ সাদেকের আগে ।
২	এশরাকের নামাজ	২+২	সূর্য উদয়ের ২৩ মিনিট পর থেকে চাশতের নামাজের আগ পর্যন্ত ।
৩	চাশতের নামাজ	৪	এশরাকের পরে মধ্যাহ্নের আগ পর্যন্ত ।
৪	যোহর, মাগরিব ও এশার নামাজের সাথে নফল নামাজ	২	যোহর, মাগরিব ও এশার নামাজের সাথে পড়তে হবে ।
৫	আওয়াবীন নামাজ	২+২+২	মাগরিবের সুন্নাত নামাজের পর পড়তে হয় ।
৬	সালাতুল হাজত নামাজ	২	বিশেষ প্রয়োজন / বিপদ দেখা দিলে পড়তে হয় ।
৭	তাহিয়াতুল অজুর নামাজ	২	অজু করে অন্য কোন এবাদত না করে প্রথমেই এই নামাজ পড়তে হয় ।
৮	লাইলাতুল ক্বদরের নামাজ	২	লাইলাতুল ক্বদরের (২৬ শে রমজানের) রাতে এই নামাজ পড়তে হয় ।
৯	সালাতুস তসবীহ নামাজ	৪	সারা জীবনের সমস্ত গুনাহ মফের নামাজ । প্রত্যেকের জীবনে ১ বার হলেও এই নামাজ পড়া চাই ।
১০	এস্তেখারার নামাজ	২	কোন বড় ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা দ্বন্দে পড়লে, আল্লাহর সাহায্য নিতে, এই নামাজ পড়তে হয় ।

নামাজকে ৫টি জিনিস দিয়ে ভারী করা প্রয়োজন

কেউ কেউ মাঝে মধ্যে বলে বসেন, খালি নামাজ পড়ে কি হবে? ওনারা ঠিকই বলেন। আসলেই খালি নামাজ পড়ে, কোন লাভ নাই। নামাজকে ৫টি জিনিস দিয়ে ভারী বানাতে হবে।

(ক) কলেমাওয়ালা এক্বীন- অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে নামাজ পড়তে হবে।

(৬) ঈমানদার বান্দাগণ নামাজ কায়েম করে

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

অর্থ : নিশ্চয়ই ঈমানদারগণতো এইরূপ হয়, যখন তাহাদের সম্মুখে আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাহাদের অন্তর সমূহ ভীত হইয়া যায়। আর যখন আল্লাহ তা'আলার আয়াত সমূহ তাহাদিগকে পড়িয়া শুনানো হয়, তখন সেই আয়াত সমূহ তাহাদের ঈমানকে আরো বেশী দৃঢ় করিয়া দেয়। আর তাহারা নিজেদের পরওয়ার দিগারের উপরই ভরসা করে, নামাজ কায়েম করে এবং যাহা কিছু আমি তাহাদিগকে দিয়াছি উহা হইতে (আল্লাহর ওয়াস্তে) খরচ করে। ইহারাই সত্যিকার ঈমানদার, তাহাদের জন্য উচ্চ মর্যাদা সমূহ রহিয়াছে তাহাদের রবের নিকট। আর তাহাদের জন্য ক্ষমা রহিয়াছে এবং তাহাদের জন্য সম্মানজনক রিজিক রহিয়াছে।

(সূরা : আল-আনফল, আয়াত : ২-৪)

(খ) মাসায়েল ওয়ালা ত্বরীকা-অর্থাৎ রাসূল (সা.) এর সুন্নাত মোতাবেক নামাজ পড়তে হবে।

(৭) আমাদের বন্ধু আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সা.) এবং মু'মিনগণ যাহারা নামাজ পড়ে

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رُكْعُونَ ۝ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۝

অর্থ : তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সা.) এবং মু'মিনগণ যাহারা নামাজের পাবন্দী করে এবং যাকাত আদায় করে, এই অবস্থায় যে, তাহাদের মধ্যে বিনয় থাকে। আর যে ব্যক্তি বন্ধুত্ব রাখিবে আল্লাহর সহিত এবং তাঁহার রাসূলের সহিত এবং ঈমানদারগণের সহিত, তবে (তাহারা আল্লাহর দলভুক্ত হইল এবং) নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী।

(সূরা : আল-মায়দা, আয়াত : ৫৫-৫৬)

(গ) ফাজায়েল ওয়ালা শওক-অর্থাৎ এই নামাজ আমাকে আল্লাহর মেহেরবানীতে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে পৌঁছে দিবে এই কথার বিশ্বাস থাকতে হবে।

(৮) যারা নামাজে যত্নবান তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُكْعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُكَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ۝

অর্থ : এবং যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে। এবং যারা তাদের সাক্ষ্যদানে সরল-নিষ্ঠাবান। এবং যারা তাদের নামাজে যত্নবান। তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে। (৭০ সূরা আল মা'আরিজ, আয়াত : ৩২-৩৫)

(ঘ) এখলাস ওয়ালা নিয়ত-অর্থাৎ এই নামাজ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পড়ছি, এই কথার নিয়ত থাকতে হবে।

(৯) দুর্ভোগ সেসব নামাজীর যারা লোক দেখানো নামাজ পড়ে

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤْنَ ۝

অর্থ : অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাজীর। যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে বে-খবর। যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে। (১০৭ সূরা মাউন, আয়াত : ৪-৬)

(ঙ) আল্লাহ ওয়ালা ধ্যান-অর্থাৎ নামাজ পড়ার সময় আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এই কথা আমার মনের মধ্যে থাকতে হবে।

(১০) তাহারাই সফল যাহারা বিনয় ও খুশুর (ধ্যান খেয়ালের) সাথে নামাজ পড়ে

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝

অর্থ : অবশ্যই সফল হইয়াছে মু'মিনগণ যাহারা বিনয় ও খুশুর (ধ্যান খেয়ালের) সাথে নামাজ পড়ে। যাহারা অনর্থক কথা বার্তা হইতে বিরত থাকে। (সূরা : আল-মুমিনুন, আয়াত : ১-৩)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
দুটি বাক্য এমন রয়েছে, যা জবানে সহজ, মিজানের পাল্লায় ভারী এবং
করুণাময় আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। আর তা হচ্ছে

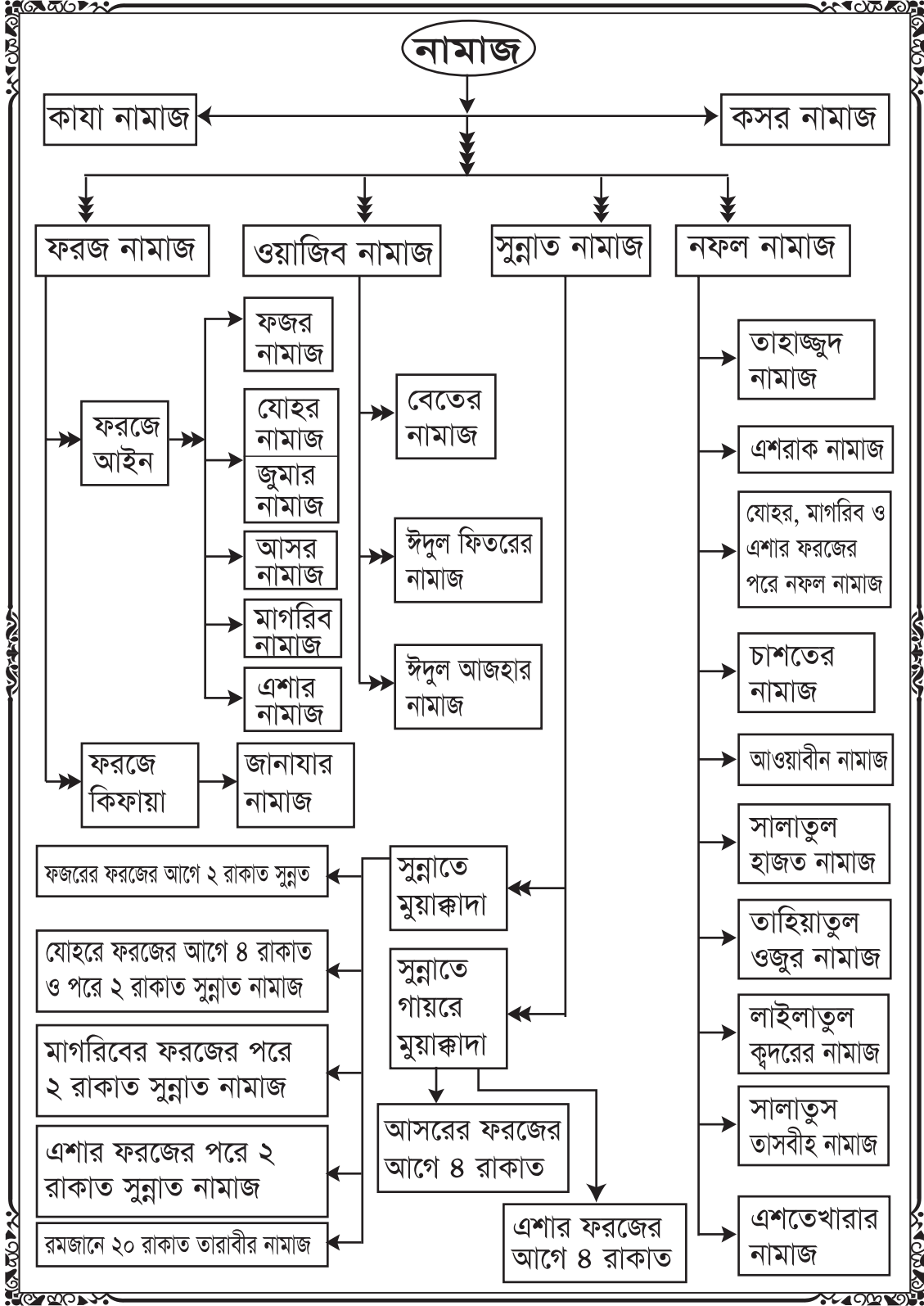
سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

সুবহাঁ-নাল্ল-হিল 'আযী-ম

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِكَمْدِهِ

সুবহাঁ- নাল্ল-হি ওয়াবিহাঁমদিহী

(বুখারী ৭/১৬৮, নং ৬৪০৪, মুসলিম ৪/২০৭২, নং ২৬৯৪)



কোন নামাজ কত রাকাত (ফরজ নামাজ)

ক্রমিক নং	নামাজের নাম	সুন্নাত নামাজ	ফরজ নামাজ	সুন্নাত নামাজ	নফল নামাজ	বেতের অথবা ওয়াজিব নামাজ	নফল নামাজ	মোট কত রাকাত নামাজ	পৃষ্ঠা নম্বর
০১	ফজরের নামাজ	২ রাকাত	২ রাকাত	—	—	—	—	৪ রাকাত	৪৫
০২	যোহরের নামাজ	৪ রাকাত	৪ রাকাত	২ রাকাত	২ রাকাত	—	—	১২ রাকাত	৫২
০৩	আসরের নামাজ	৪ রাকাত	৪ রাকাত	—	—	—	—	৮ রাকাত	৫৮
০৪	মাগরিবের নামাজ	—	৩ রাকাত	২ রাকাত	২ রাকাত	—	—	৭ রাকাত	৫৯
০৫	এশার নামাজ	৪ রাকাত	৪ রাকাত	২ রাকাত	২ রাকাত	৩ রাকাত	২ রাকাত	১৭ রাকাত	৬১
০৬	জুমার নামাজ	৪ রাকাত	২ রাকাত	৪ রাকাত ২ রাকাত	—	—	২ রাকাত	১৪ রাকাত	৫৬
০৭	তারাবীর নামাজ	২ রাকাত, ২ রাকাত করে পড়তে হয়							৭৪

✽ সুন্নাতে গায়েরে মুয়াক্কাদা (পড়লে অনেক সওয়াব আছে না পড়লে গুনাহ নাই)

কোন নামাজ কত রাকাত (ফরজ, ওয়াজিব ও নফল নামাজ)

ক্রমিক নং	নামাজের নাম	ফরজ নামাজ	নফল নামাজ	সুন্নাত নামাজ	নফল নামাজ	বেজের অথবা ওয়াজিব নামাজ	নফল নামাজ	মোট কত রাকাত নামাজ	পৃষ্ঠা নম্বর
০৮	জানায়ার নামাজ	—	—	—	—	—	—	—	৬৭
০৯	ঈদুল ফিতরের নামাজ	—	—	—	—	২ রাকাত	—	২ রাকাত	৭০
১০	ঈদুল আজহার নামাজ	—	—	—	—	২ রাকাত	—	২ রাকাত	৭০
১১	তাহাজ্জুদ নামাজ	—	২ রাকাত	—	২ রাকাত	—	—	৪ রাকাত	৮০
১২	এশরাক নামাজ	—	২ রাকাত	—	২ রাকাত	—	—	৪ রাকাত	৮১
১৩	আওয়াবিন নামাজ	—	২ রাকাত	—	২ রাকাত	—	২ রাকাত	৬ রাকাত	৮৩
১৪	কসর নামাজ	১৫ দিন বা তার কম, ৪৮ মাইল বা তার বেশী সফর অবস্থায় পড়তে হয়।							৯৫

ঈদ ফরজে কিফায়া

● এভাবে যতখুশী পড়া যায়।

কোন নামাজ কত রাকাত (ফরজ ওয়াজিব ও নফল নামাজ)

ক্রমিক নং	নামাজের নাম	ফরজ নামাজ	নফল নামাজ	সুন্নাত নামাজ	নফল নামাজ	বেতের জথাবা ওয়াজিব নামাজ	নফল নামাজ	মোট কত রাকাত নামাজ	পৃষ্ঠা নম্বর
১৫	চাশতের নামাজ	—	৪ রাকাত	—	—	—	—	৪ রাকাত	৮৩
১৬	সালাতুল হাজত নামাজ	—	২ রাকাত	—	—	—	—	২ রাকাত	৮৪
১৭	তাহিয়াতুল ওজুর নামাজ	—	২ রাকাত	—	—	—	—	২ রাকাত	৮৬
১৮	লাইলাতুল কুদরের নামাজ	—	২ রাকাত ২ রাকাত	—	২ রাকাত ২ রাকাত	—	২ রাকাত ২ রাকাত	১২ রাকাত	৮৭
১৯	সালাতুস্ তসবিহ্ নামাজ	—	৪ রাকাত	—	—	—	—	৪ রাকাত	৯১
২০	এশতেখারার নামাজ	—	২ রাকাত	—	—	—	—	২ রাকাত	৯৪
২১	কাযা নামাজ	নামাজ ওয়াক্ত মোতাবেক পড়তে না পারলে, এই নামাজ পড়তে হয়।							৯৫

নোট : নফল নামাজের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ তাহাজ্জুদ নামাজ। (সূরা সাজদাহ, আয়াত : ১৬-১৭) ● যত খুশী পড়া যায়

(১১) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ
اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذَّكَوْرَ ۗ اَوْ يَزْوِجُھُمْ ذَكَرًا اَوْ اِنَاثًا
وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ۚ اِنَّہٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾

অর্থ : নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ তা'আলারই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা-সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র-সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল। (৪২ সূরা শূরা : আয়াত ৪৯-৫০)

(১২) তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ ۚ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٥١﴾
وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرُّكْعٰی ۚ اَتَاْمُرُوْنَ
النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ ۚ اَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٥٢﴾

অর্থ : তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জানা সত্ত্বেও সত্যকে তোমরা গোপন করো না। আর নামাজ কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং রুকু কর রুকুকারীদের সাথে। তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না। (২ সূরা আল বাকারা : আয়াত ৪২-৪৪)

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুরআন ও হাদীসের আলোকে জামাতে নামাজ পড়ার গুরুত্ব ও ফজিলত :

(১) রুকুকারীদের সাথে (অর্থাৎ জামাতে) নামাজ পড়িতে হইবে

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ৞

অর্থ : আর তোমরা কায়েম কর নামাজ এবং দাও যাকাত, আর রুকু কর রুকুকারীদের সাথে। (সূরা : আল-বাক্বারা, আয়াত : ৪৩)

(২) জামাতে নামাজ পড়া একাকী নামাজ পড়ার চাইতে ২৫ (পঁচিশ) গুণ ফজীলত রাখে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَضَعُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ أَرْحَمَهُ وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظَرَ الصَّلَاةَ.

رواه البخارى واللفظ له ومسلم وابو داود والترمذى وابن ماجه كذا فى الترغيب.

অর্থ : হযরত আবু হোরায়ারা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তির নামাজ যাহা জামাতে পড়া হইয়াছে, উহা ঘরে কিংবা

বাজারে একা পড়া নামাজের চাইতে পঁচিশ গুণ ফজীলত রাখে। ইহার কারণ এই যে, মানুষ যখন ভালভাবে অজু করিয়া, শুধু নামাজের উদ্দেশ্যেই মসজিদের দিকে যায় তখন তাহার প্রতি কদমেই একটি করিয়া নেকী বৃদ্ধি পায় এবং একটি করিয়া গুনাহ মাফ হইয়া যায়। নামাজের পর যদি সে সেই স্থানে বসিয়া থাকে তবে যতক্ষণ অজুর সাথে বসিয়া থাকিবে, ততক্ষণ ফেরেশ্তারা তাহার মাগফেরাতও রহমতের জন্য দোয়া করিতে থাকেন আর যতক্ষণ মানুষ নামাজের অপেক্ষায় থাকিবে ততক্ষণ সে নামাজের নেকীই লাভ করিতে থাকিবে। (বুখারী ও মুসলিম)

(৩) ৮ ব্যক্তির জামাতের নামাজ ১০০ ব্যক্তির পৃথক পৃথক নামাজ হইতে উত্তম

عَنْ قُبَّاتِ بْنِ أَشْيَمَ الْيَثِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَوةُ الرَّجُلَيْنِ يَوْمًا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَلَوةِ أَرْبَعَةٍ تَتْرَى وَصَلَوةِ أَرْبَعَةٍ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَلَوةِ ثَمَانِيَةٍ تَتْرَى وَصَلَوةِ ثَمَانِيَةٍ يَوْمَهُمْ أَحَدُهُمْ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَلَوةِ مِائَةٍ تَتْرَى -

رواه البزار والطبرانی باسناد لا بأس به كذا فى الترغيب وفى مجمع الزوائد ورواه البزار والطبرانی فى الكبير ورجال الطبرانی

অর্থ : হযরত হুজুর আকরাম (সা.) বলিয়াছেন-এইরূপ দুই ব্যক্তির নামাজ যার মধ্যে একজন ইমাম হইবে ও অপরজন মুক্তাদি, আল্লাহ তায়ালার নিকট চার ব্যক্তির পৃথক পৃথক নামাজ হইতে অধিকতর প্রিয়। এইভাবে চার ব্যক্তির জামাতে নামাজ, আট ব্যক্তির পৃথক পৃথক নামাজ অপেক্ষা উত্তম। আর আট

ব্যক্তির জামাতের নামাজ, যাদের মধ্যে একজন ইমাম হইবে আল্লাহ পাকের নিকট পৃথক পৃথক একশত ব্যক্তির নামাজ হইতে অধিক পছন্দনীয়। (তিবরানী)

(৪) নিশ্চয়ই নামাজ একটি কঠিন কাজ কিন্তু খুশু-ওয়ালাদের জন্য নহে

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۖ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝
الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلْقُوا رَبِّهِمْ ۖ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

অর্থ : আর সাহায্য প্রার্থনা কর, ধৈর্য ও নামাজ দ্বারা এবং নিশ্চয়ই নামাজ (একটি) কঠিন কাজ কিন্তু খুশুওয়ালাদের জন্য নহে। খুশুওয়ালা তাহরাই যাহারা ধারণা করে যে, নিশ্চয়ই তাহাদের প্রতিপালকের সহিত তাহাদের দেখা হইবে আর ইহাও ধারণা করে যে, তাহারা আপন প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাইবে।

(সূরা : আল-বাক্বারা, আয়াত : ৪৫-৪৬)

(৫) নিশ্চয়ই নামাজ নির্লজ্জ ও অশোভন কাজ হইতে বিরত রাখে

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۖ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۝

অর্থ : হে মুহাম্মদ (সাঃ) যেই গ্রন্থ আপনার প্রতি ওহী করা হইয়াছে, আপনি তাহা পাঠ করিতে থাকুন এবং নামাজের পাবন্দী করুন, নিশ্চয় নামাজ নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ হইতে বিরত রাখে আর আল্লাহর স্মরণই শ্রেষ্ঠতর বস্তু এবং আল্লাহ তোমাদের সকল কার্যই অবগত আছেন। (সূরা : আল-আনকাবূত, আয়াত : ৪৫)

(৬) নামাজ শেষ হইলে আল্লাহর অনুগ্রহ (রিজিক) সন্ধান করিতে পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতে হইবে

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

অর্থ : নামাজ শেষ হইলে, তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিজিক) সন্ধান করিবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করিবে, যাহাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা : জুমআ, আয়াত : ১০)

(৭) জামাতে নামাজ পড়া- নবীজির সুন্নত

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُكَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يَنَادِي بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُكْسِي الطَّهْرَ ثُمَّ يَعْبُدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَكُفِّرُ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ الْنِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُوتَى بِهَا يَهَادِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَافَى فِي الصَّفِّ وَفِي رِوَايَةٍ لَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عَلِمَ نِفَاقَهُ أَوْ مَرِيضٌ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لِيَمْشِيَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন্ মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এই আশা রাখে যে, কাল কিয়ামতের দিনে সে আল্লাহর দরবারে মুসলমান হিসাবে হাজির হইবে, সে যেন এই সমস্ত নামাজকে ঐরূপ স্থানে আদায় করে যেখানে আজান দেয়া হয় (অর্থাৎ মসজিদে) কেননা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রাসূলের কয়েকটি সুন্নত জারী করিয়াছেন যাহা পুরাপুরি হেদায়েত। জামাতে নামাজ পড়া উহাদের অন্যমত। তোমরা যদি অমুক ব্যক্তির মত ঘরে নামাজ পড়িতে আরম্ভ কর তবে রাসূলের সুন্নত ভঙ্গকারী বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইহাও জানিয়া রাখিবে যে, যদি রাসূলের সুন্নত ছাড়িয়া দাও তবে তোমরা নিশ্চিত বরবাদ হইয়া যাইবে। যদি কেহ ভালরূপে অজু করিয়া মসজিদের দিকে যায় তবে তাহার প্রত্যেক কদমেই এক একটা নেকী লেখা হইয়া যাইবে এবং এক একটি গুনাহ তাহার মাফ হইয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জামানায় তো আমরা দেখিতাম একমাত্র প্রকাশ্য মুনাফেক্ ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণ মুনাফেক্ ব্যক্তিগণেরও জামাত ত্যাগ করিবার সাহস হইতো না। কিংবা কেহ কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে উপস্থিত হইত না, যেই ব্যক্তি দুইজনের কাঁধে ভর করিয়া পা হেঁচড়াইয়া চলিতে পারিত তাহাকেও জামাতের কাতারে দাঁড়া করিয়া দেওয়া হইত। (মুসলিম)

وَحَسَفَ الْقَمَرُ * وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ *

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ *

চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। এবং সূর্য ও
চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে- সে দিন মানুষ
বলবে : পলায়নের জায়গা কোথায়?

[আল কুরআন, সূরা কিয়ামাহ : ৮-১০]

ফজর নামাজ

(৮) এশা ও ফজরের নামাজ জামাতে পড়িলে সারা রাত এবাদত করিবার সওয়াব পাওয়া যায়

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ. رواه مسلم، باب فضل

صلاة العشاء والصبح في جماعة، رقم: ১৩৭১

অর্থ : হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ) কে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এশার নামাজ জামাতের সহিত পড়ে, সে যেন অর্ধরাত্রি এবাদত করিল, আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাজও জামাতের সহিত পড়িয়া লয় সে যেন সারারাত এবাদত করিল। (মুসলিম)

(৯) যে ফজরের নামাজ জামাতে পড়ে সে আল্লাহ তা'আলার জিম্মায় থাকে

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَمَنْ أَخْفَرَ ذِمَّةَ اللَّهِ كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ لَوَجْهِهِ. (رواه الطبرانی في الكبير ورجال له رجال الصحيح، مجمع الزوائد ২/২৭৭)

অর্থ : হযরত আবু বাকরাহ (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সহিত আদায় করে সে আল্লাহ তা'আলার জিম্মায় থাকে। (আর) যে কেহ আল্লাহ তা'আলার জিম্মাভুক্ত ব্যক্তিকে কষ্ট দিবে আল্লাহ তা'আলা তাকে উপড় করিয়া দোযখে নিক্ষেপ করিবেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

নামাজের তরতীব বা ধারাবাহিকতা

ফজর নামাজ

ফজর নামাজ	চার রাকাত	দুই রাকাত সুন্নাত	দুই রাকাত ফরজ
-----------	-----------	-------------------	---------------

ক্রমিক	ফজরের ২ রাকাত সুন্নাত নামাজ	ফজরের ২ রাকাত ফরজ নামাজ
১	জায়নামাজের দোয়া	—
২	—	ইকামত হবে (জামাতে নামাজ হলে)
৩	নিয়ত করে আল্লাহ্ আকবর বলে প্রথমে হাত তুলে ও পরে হাত বেধে নামাজ শুরু করবো।	→ (ঐ)
৪	ছানা পড়বো	ছানা পড়বো
↓ প্রথম রাকাত নামাজ শুরু হল		
৫	সূরা ফাতিহা পড়বো	সূরা ফাতিহা পড়বো
৬	অন্য একটি সূরা পড়বো (কমপক্ষে ৩ আয়াত)	→ (ঐ)
৭	আল্লাহ্ আকবর বলে রুকুতে যাব ও ৩ বার রুকুর তাসবীহ পড়বো।	→ (ঐ)
৮	তাসমী পড়তে পড়তে সোজা হয়ে দাঁড়াবো	→ (ঐ)
৯	দাঁড়ানো অবস্থায় তাহমীদ পড়বো	→ (ঐ)
১০	আল্লাহ্ আকবর বলে প্রথম সিজদায় যাব ও ৩ বার সিজদার তাসবীহ পড়বো	→ (ঐ)

ক্রমিক	ফজরের ২ রাকাত সুন্নাত নামাজ	ফজরের ২ রাকাত ফরজ নামাজ
১১	সিজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে এক তাসবীহ্ পরিমাণ বসবো	
১২	আল্লাহ্ আকবর বলে দ্বিতীয় সেজদায় যাবো ও ৩ বার সেজদার তাসবীহ্ পড়বো	→ (ঐ)
	▼ দ্বিতীয় রাকাত নামাজ শুরু হল	
১৩	এখন সিজদা হতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত বেধে সূরা ফাতিহা পড়বো	→ (ঐ)
১৪	এখন ক্রমিক নং ৬ হতে ১২ পর্যন্ত অনুসরণ করে দ্বিতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদায় যাবো।	→ (ঐ)
	▼ আখেরী বৈঠক	
১৫	সোজা হয়ে বসবো	→ (ঐ)
১৬	আন্তাহিয়াতু পড়বো	→ (ঐ)
১৭	দরুদ শরীফ পড়বো	→ (ঐ)
১৮	দোয়া মাসূরা পড়বো	→ (ঐ)
১৯	সালাম ফিরানোর তাসবীহ্ পড়তে পড়তে প্রথমে ডানে ও পরে বামে সালাম ফিরাবো	→ (ঐ)
২০	মুনাজাত (এটা নামাজের অংশ নয়)	→ (ঐ)

নোট :

১. ফজরের ২ রাকাত সুন্নাত নামাজ শুরু করার আগে জায়নামাজের দোয়া পড়তে (ক্রমিক নম্বর ১) যা ফজরের ২ রাকাত ফরজ নামাজে নাই।
২. উপরের পার্থক্য ছাড়া ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত ও ফজরের দুই রাকাত ফরজ নামাজ পড়ার নিয়মকানুন এক।

রাসূলুল্লাহ সা. রহমত স্বরূপ

(১০) আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا
إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠৮﴾

অর্থ : আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি। বলুন, আমাকে তো এ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। সুতরাং তোমরা কি আনুগত্যকারী হবে?

(সূরা : আল আশ্বিয়া, আয়াত : ১০৭-১০৮)

দুনিয়ার এই জীবনতো
খেলা আর তামাশা মাত্র

[সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ৩৬]

সচিত্র নামাজ পড়ার তরতীব (ধারাবাহিকতা)

(১) তাকবীর



আল্লাহ
আকবর

(২) কিয়াম (দাঁড়ানো)



সূরা ফাতিহা
+ অন্য সূরা
+ আল্লাহ আকবর

(৩) রুকু



সুবহানা রব্বিয়াল
আজিম (৩ বার)
সামিআল্লা হুদামান
হামিদ

(৪) রুকু শেষে কিয়াম (দাঁড়ানো)



রুব্বানা
লাকাল হুমদ

(৫) সিজদাহ (প্রথম)



সুবহানা রব্বিয়াল
আজিম (৩ বার)
+ আল্লাহ আকবর

(৬) সোজা হয়ে বসা



আল্লাহ আকবর

(৭) সিজদাহ (দ্বিতীয়)



সুবহানা রব্বিয়াল
আজিম (৩ বার)
+ আল্লাহ আকবর

(৮) আখেরী বৈঠক



আতাহিয়াতু । দরুদ শরীফ
। দোয়া মাসুমা

(৯) সালাম ফিরানো
(ডানে)



আসসালামু
আলাইকুম ওয়া
রহমাতুল্লাহ

(১০) সালাম ফিরানো (বামে)



আসসালামু আলাইকুম ওয়া
রহমাতুল্লাহ

(১১) যোহর ও আসর নামাজের ফজিলত

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
يُبْعَثُ مُنَادٍ عِنْدَ حَضْرَةِ كُلِّ صَلَاةٍ فَيَقُولُ يَا بَنِي آدَمَ قُومُوا فَاطْفِئُوا
مَا أَوْقَدْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيَقُومُونَ فَيَتَطَهَّرُونَ وَيُصَلُّوا الظُّهْرَ
فَيُغْفَرُ لَهُمْ مَا بَيْنَهَا فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا حَضَرَتِ
الْمَغْرِبُ فَمِثْلُ اللَّهِ لَكَ فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَتَمَةُ فَمِثْلُ اللَّهِ لَكَ فَيَنَامُونَ
-فَمَذْلَجٌ فِي خَيْرٍ فِي الْكَبِيرِ كَذَا فِي التَّرغِيبِ-

অর্থ : হুজুরে আকরাম (সা.) এরশাদ ফরমাইয়াছেন : প্রত্যেক নামাজের সময় একজন ফেরেশতাকে প্রেরণ করা হয় যিনি এই ঘোষণা করিতে থাকে যে, হে আদম সন্তান! তোমরা উঠ এবং জাহান্নামের ঐ অগ্নিকে যাহা তোমরা গোনাহের বদৌলতে নিজেদের উপর প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে উহাকে নিভাইয়া দাও। ফলে দ্বীনদার লোকেরা উঠিয়া অজু করে ও যোহরের নামাজ আদায় করে। যার দরুণ ফজর হইতে যোহর পর্যন্ত কৃত সমুদয় পাপ মাফ হইয়া যায়। অতঃপর আসরের সময় তৎপর মাগরিবের সময়, অতপর এশার সময় ঐরূপ হইতে থাকে। এশার পর লোকজন শুইয়া পড়ে। এতে কিছু সংখ্যক লোক সৎকার্য্যে অর্থাৎ নামাজ, অজিফা ও জিকিরে মশগুল হইয়া যায় আর কিছু সংখ্যক লোক মন্দকাজে অর্থাৎ জিনা, চুরি গুনাহ কাজ সমূহে লিপ্ত হইয়া যায়। (তিবরানী)

(১২) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নামাজ পড়িলে গাছের পাতার মত গুনাহ সমূহ ঝরিয়া পড়ে

عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ الْمُسْلِمَ

إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى الصَّلَاةَ الْخَمْسَ، تَكَاثَّرَتْ
خَطَايَاهُ كَمَا يَتَكَاثَّرُ هَذَا الْوَرَقُ، وَقَالَ: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي
النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ ط إِنَّ الْكَسْنَ يُذْهِبَنَّ السَّيَّاتِ ط ذَلِكَ
ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ). {هود: ١١٣} (وهو جزء من الحديث) رواه أحمد ٥/٣٣٤

অর্থ : হযরত সালমান (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন,
মুসলমান যখন উত্তমরূপে অযু করিয়া পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, তখন
তাহার গুনাহসমূহ এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন এই গাছের পাতাগুলি ঝরিয়া
পড়িতেছে। অতঃপর তিনি কুরআন পাকের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ ط إِنَّ الْكَسْنَ
يُذْهِبَنَّ السَّيَّاتِ ط ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ.

(সূরা : হুদ, আয়াত : ১১৪)

অর্থ : (হে মুহাম্মদ) আর আপনি দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে
নামাজের পাবন্দী করুন, নিঃসন্দেহে ভালো কার্যাবলী খারাপ কাজসমূহকে দূর
করিয়া দেয়, ইহা হইতেছে (পরিপূর্ণ) উপদেশ, উপদেশ মান্যকারীদের জন্য।
(মুসনাদে আহমাদ)

(১৩) নিজ সন্তানকে ৭ (সাত) বৎসর বয়স হইলে নামাজের হুকুম
করিতে হইবে

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ
سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ

فِي الْمَضَاجِعِ. رواه أبو داود، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم: ২৭৫

অর্থ : হযরত আমর ইবনে শোয়াইব তাহার পিতা হইতে এবং তিনি তাহার পিতা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, নিজ সন্তানদিগকে সাত বৎসর বয়সে নামাজের আদেশ কর। দশ বৎসর বয়সে নামাজ না পড়িলে তাহাদেরকে প্রহার কর এবং এই বয়সে (ভাইবোনের) বিছানা আলাদা করিয়া দাও। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : প্রহার করিতে ইহার খেয়াল রাখিবে যেন, শারীরিক কোন ক্ষতি না হয়।

(১৪) সে ব্যক্তি অধিক সম্মানিত যে সবার্ধিক আল্লাহভীরু

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٥٠﴾

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত, যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। (৪৯ সূরা আল-হুজুরাত : আয়াত ১৩)

(১৫) কিয়ামতের দিন স্তন্যদাত্রী মা তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۖ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿٥١﴾ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلُّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَهُرٌ بِسُكْرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٥٢﴾

অর্থ : হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী মা, তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার জ্ঞানকে গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয় বস্তুতঃ আল্লাহর আযাব বড় কঠিন। (২২ সূরা হাজ্জ : আয়াত ১-২)

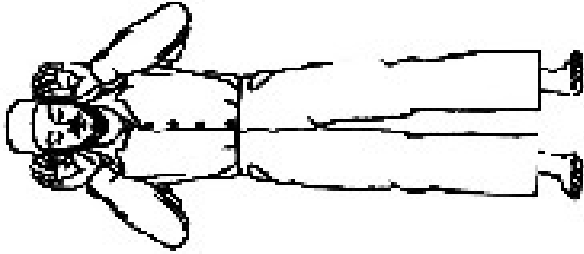

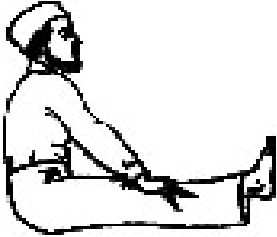

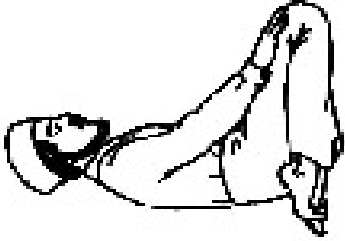
যোহর নামাজ					
যোহর নামাজ	১২ রাকাত	৪ রাকাত সুন্নাত	৪ রাকাত ফরজ	২ রাকাত সুন্নাত	২ রাকাত নফল
ক্রমিক	যোহরের ৪ রাকাত সুন্নাত		যোহরের ৪ রাকাত ফরজ		
১	জায়নামাজের দোয়া		-		
২	-		ইকামত হবে (জামাতে নামাজ হলে)		
৩	নিয়ত করে আল্লাহ্ আকবর বলে প্রথমে হাত তুলে ও পরে বেধে নামাজ শুরু করবো।		ঐ		
৪	ছানা পড়বো		ছানা পড়বো		
	প্রথম রাকাত নামাজ শুরু হল				
৫	সূরা ফাতিহা পড়বো		ঐ		
৬	অন্য একটি সূরা পড়বো (কমপক্ষে ৩ আয়াত)		ঐ		
৭	আল্লাহ্ আকবর বলে রুকুতে যাব ও ৩ বার রুকুর তাসবীহ পড়বো।		ঐ		
৮	তাসমী পড়তে পড়তে সোজা হয়ে দাঁড়াবো		ঐ		
৯	দাঁড়ানো অবস্থায় তাহমীদ পড়বো		ঐ		
১০	আল্লাহ্ আকবর বলে প্রথম রাকাতের প্রথম সিজদায় যাব ও ৩ বার সিজদার তাসবীহ পড়বো।		ঐ		
১১	সিজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে এক তসবীহ পরিমাণ বসবো		ঐ		

ক্রমিক	যোহরের ৪ রাকাত সুন্নাত	যোহরের ৪ রাকাত ফরজ
১২	আল্লাহ্ আকবর বলে প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় সিজদায় যাবো ও ৩ বার সিজদার তাসবীহ পড়বো	ঐ
	দ্বিতীয় রাকাত নামাজ শুরু হল	
১৩	এখন সিজদা হতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত বেধে সূরা ফাতিহা পড়বো	ঐ
১৪	এখন ক্রমিক নং ৬ হতে ১২ পর্যন্ত অনুসরণ করে দ্বিতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদায় যাবো ও ৩ বার সিজদার তাসবীহ পড়বো।	ঐ
	মধ্যবর্তী বৈঠক	
১৫	সোজা হয়ে বসবো	ঐ
১৬	আত্তাহিয়াতু পড়বো	ঐ
	তৃতীয় রাকাত নামাজ শুরু হল	
১৭	আত্তাহিয়াতু পড়া শেষ হলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা পড়বো।	ঐ
১৮	সাথে অন্য ১টি সূরা পড়বো	—
১৯	৭ হতে ১২ নং ক্রমিক অনুসরণ করে তৃতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদায় যাবো ও ৩ বার সিজদার তাসবীহ পড়বো	ঐ
	৪র্থ রাকাত নামাজ শুরু হল	
২০	এখন সিজদাহ হতে দাঁড়িয়ে হাত বেধে সূরা ফাতিহা পড়বো	ঐ

ক্রমিক	৪ রাকাত সুন্নাত	৪ রাকাত ফরজ
২১	সাথে অন্য একটি সূরা পড়বো	—
২২	৭ হতে ১২ নং ক্রমিক অনুসরণ করে ৪র্থ রাকাতের দ্বিতীয় সিজদায় যাবো ও ৩ বার সিজদার তাসবীহ পড়বো	ঐ
আখেরী বৈঠক		
২৩	সোজা হয়ে বসবো আত্তাহিয়াতু পড়বো	ঐ
২৪	দরুদ শরীফ পড়বো	ঐ
২৫	দোয়া মাসূরা পড়বো	ঐ
২৬	সালাম ফিরানোর তাসবীহ পড়তে পড়তে প্রথমে ডানে ও পারে বামে সালাম ফিরাবো	ঐ
২৭	মুনাজাত (এটা নামাজের অংশ নয়)	ঐ

নোট :

১. যোহরের ৪ রাকাত সুন্নাত নামাজ শুরু করার আগে জায়নামাজের দোয়া পড়তে হয় (ক্রমিক নম্বর ১), যা যোহরের ৪ রাকাত ফরজ নামাজে নাই।
২. যোহরের ৪ রাকাত সুন্নাত নামাজের ৩য় ও ৪র্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরা (কমপক্ষে ৩ আয়াত) পড়তে হয়।
৩. যোহরের ৪ রাকাত ফরজ নামাজের ৩য় ও ৪র্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পড়তে হয় না।
৪. উপরের তিনটি পার্থক্য ছাড়া যোহরের চার রাকাত সুন্নাত ও যোহরের চার রাকাত ফরজ নামাজ পড়ার নিয়মকানুন এক।

	(১) তাকবীর
	(২) কিয়াম
	(৩) রুকু
	(৪) সিজদাহ
	(৫) আশেরী বৈঠক

পুরুষ নামাজীর বিভিন্ন অবস্থান

যোহরের ২ রাকাত সুন্নাত নামাজ

ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত নামাজের অনুরূপ [পৃষ্ঠা নং ৪৫]। শুধু মনে মনে যোহরের ২ রাকাত সুন্নাত নামাজ পড়ার নিয়ত করতে হবে।

যোহরের ২ রাকাত নফল নামাজ

ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত নামাজের অনুরূপ [পৃষ্ঠা নং ৪৫] শুধু মনে মনে যোহরের ২ রাকাত নফল নামাজ পড়ার নিয়ত করতে হবে।

জুমার নামাজ

জুমার নামাজ	১৪ রাকাত	৪ রাকাত সুন্নাত	২ রাকাত ফরজ	৪ রাকাত সুন্নাত	২ রাকাত সুন্নাত	২ রাকাত নফল
----------------	-------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------

জুমার ৪ রাকাত সুন্নাত, যোহরের ৪ রাকাত সুন্নাত নামাজের মত [পৃষ্ঠা নং ৫২]। জুমার ২ রাকাত ফরজ, ফজরের ২ রাকাত ফরজ নামাজের মত [পৃষ্ঠা নং ৪৫]। জুমার ২ রাকাত সুন্নাত বা নফল, ফজরের ২ রাকাত সুন্নাত নামাজের মত [পৃষ্ঠা নং ৪৫]।

(১৬) যখন তাদের কারও মৃত্যু আসে তখন সে বলে আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করুন

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۝ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝

অর্থ : (৯৯) যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে : হে আমার পালনকর্তা। আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করুন। (১০০) যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি। কখনই নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। (২৩ সূরা আল মুমিনুন : আয়াত ৯৯-১০০)



মহিলা নামাজের রুকু



মহিলা নামাজের সিজদাহ

আসর নামাজ

আসর নামাজ	৮ রাকাত	৪ রাকাত সুন্নাত*	৪ রাকাত ফরজ
-----------	---------	------------------	-------------

* সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা

আসরের ৪ রাকাত সুন্নাত নামাজ

যোহরের চার রাকাত সুন্নাত নামাজের মত [পৃষ্ঠা নং ৫২]। শুধু মনে মনে আসরের চার রাকাত সুন্নাত নামাজের নিয়ত করতে হবে।

আসরের ৪ রাকাত ফরজ নামাজ

আসরের ৪ রাকাত ফরজ নামাজ, যোহরের ৪ রাকাত ফরজ নামাজের মত। [পৃষ্ঠা নং ৫২]। শুধু মনে মনে আসরের ৪ রাকাত ফরজ নামাজের নিয়ত করতে হবে।

গীবত

(১৭) গীবত করা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْرٌ
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٢﴾

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক অনুমান হতে দূরে থাকো কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা এক অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো এটাকে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

(৪৯ সূরা আল হুজরাত : আয়াত ১২)

মাগরিবের নামাজ

মাগরিবের নামাজ	৭ রাকাত	৩ রাকাত ফরজ	২ রাকাত সুন্নাত	২ রাকাত নফল
-------------------	------------	----------------	--------------------	----------------

ক্রমিক	মাগরিবের ৩ রাকাত ফরজ নামাজ
১	নিয়ত করে আল্লাহ্ আকবর বলে প্রথমে হাত তুলে ও পরে হাত বেধে নামাজ শুরু করবো।
	প্রথম রাকাত নামাজ শুরু হল
২	ছানা পড়বো
৩	সূরা ফাতিহা পড়বো।
৪	অন্য একটি সূরা পড়বো (কমপক্ষে ৩ আয়াত)
৫	আল্লাহ্ আকবর বলে রুকুতে যাব ও ৩ বার রুকুর তাসবীহ পড়বো।
৬	তাসমী পড়তে পড়তে সোজা হয়ে দাঁড়াবো
৭	দাঁড়ানো অবস্থায় তাহমীদ পড়বো
৮	আল্লাহ্ আকবর বলে প্রথম সিজদায় যাব ও ৩ বার সিজদার তাসবীহ পড়বো।
৯	সিজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে এক তাসবীহ পরিমাণ বসবো
১০	আল্লাহ্ আকবর বলে প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় সেজদায় যাবো ও ৩ বার সেজদার তাসবীহ পড়বো
	দ্বিতীয় রাকাত নামাজ শুরু হল
১১	এখন আল্লাহ্ আকবর বলে সিজদা হতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত বেধে সূরা ফাতিহা পড়বো
১২	এখন ক্রমিক নং ৪ হতে ১০ পর্যন্ত অনুসরণ করে দ্বিতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদায় যাবো।
	মধ্যবর্তী বৈঠক
১৩	সোজা হয়ে বসবো

১৪	আত্তাহিয়াতু পড়বো
	তৃতীয় রাকাত নামাজ শুরু
১৫	আত্তাহিয়াতু পড়া শেষ হলে উঠে দাঁড়াবো, হাত বেধে সূরা ফাতিহা পড়বো
১৬	—
১৭	আল্লাহ আকবর বলে রুকুতে যাব ও ৩ বার রুকুর তাসবীহ পড়বো
১৮	এখন ক্রমিক ৬ হতে ১০ অনুসরণ করে তৃতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সেজদায় যাব ও ৩ বার সিজদার তাসবীহ পড়বো।
	আখেরী বৈঠক
১৯	সোজা হয়ে বসবো আত্তাহিয়াতু পড়বো
২০	দরুদ শরীফ পড়বো
২১	দোয়া মাসূরা পড়বো
২২	সালাম ফিরানোর তাসবীহ পড়তে পড়তে প্রথমে ডানে ও পারে বামে সালাম ফিরাবো
২৩	মুনাজাত করবো (এটা নামাজের অংশ নয়)

নোট :

মাগরিবের ৩ রাকাত ফরজ নামাজের ৩য় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সাথে অন্য সূরা পড়তে হয় না।

মাগরিবের ২ রাকাত সুন্নাত নামাজ : ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত নামাজের মত [পৃষ্ঠা নং ৪৫]। শুধু মনে মনে মাগরিবের দুই রাকাত সুন্নাত নামাজের নিয়ত করতে হবে।

মাগরিবের দুই রাকাত নফল নামাজ : ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত নামাজের মত [পৃষ্ঠা নং ৪৫]। শুধু মনে মনে মাগরিবের দুই রাকাত নফল নামাজের নিয়ত করতে হবে।

এশার নামাজ

এশার নামাজ	১৭ রাকাত	৪ রাকাত সুন্নাত	৪ রাকাত ফরজ	২ রাকাত সুন্নাত	২ রাকাত নফল	৩ রাকাত বেতের	২ রাকাত নফল
---------------	-------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------	------------------	----------------

এশার ৪ রাকাত সুন্নাত ও ৪ রাকাত ফরজ : এশার ৪ রাকাত সুন্নাত ও ৪ রাকাত ফরজ যথাক্রমে যোহরের ৪ রাকাত সুন্নাত [পৃষ্ঠা নং ৫২] ও যোহরের ৪ রাকাত ফরজ [পৃষ্ঠা নং ৫২] নামাজের মত। শুধু মনে মনে যেই নামাজ পড়ছি, সেই নামাজের নিয়ত করতে হবে।

এশার দুই রাকাত সুন্নাত ও দুই রাকাত নফল : এশার দুই রাকাত সুন্নাত ও ২ রাকাত নফল নামাজ, ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত নামাজের মত [পৃষ্ঠা নং ৪৫]। শুধু মনে মনে যেই নামাজ পড়ছি, সেই নামাজের নিয়ত করতে হবে।

বেতের নামাজ

ক্রমিক	বেতের ৩ রাকাত ওয়াজিব নামাজ
১	নিয়ত করে আল্লাহ্ আকবর বলে প্রথমে হাত তুলে ও পরে হাত বেধে নামাজ শুরু করবো।
	প্রথম রাকাত নামাজ শুরু হল
২	ছানা পড়বো
৩	সূরা ফাতিহা পড়বো
৪	অন্য একটি সূরা পড়বো (কমপক্ষে ৩ আয়াত)
৫	আল্লাহ্ আকবর বলে রুকুতে যাব ও ৩ বার রুকুর তাসবীহ পড়বো।
৬	তাসমী পড়তে পড়তে সোজা হয়ে দাঁড়াবো
৭	দাঁড়ানো অবস্থায় তাহমীদ পড়বো
৮	আল্লাহ্ আকবর বলে প্রথম রাকাতের প্রথম সিজদায় যাব ও ৩ বার সিজদার তাসবীহ পড়বো।
৯	সিজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে এক তাসবীহ পরিমাণ বসবো
১০	আল্লাহ্ আকবর বলে প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় সিজদায় যাবো ও ৩ বার সিজদার তাসবীহ পড়বো

দ্বিতীয় রাকাত নামাজ শুরু হল	
১১	এখন আল্লাহ্ আকবর বলে সিজদা হতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত বেধে সূরা ফাতিহা পড়বো
১২	এখন ক্রমিক নং ৪ হতে ১০ পর্যন্ত অনুসরণ করে দ্বিতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদায় যাবো।
মধ্যবর্তী বৈঠক	
১৩	সোজা হয়ে বসবো
১৪	আত্তাহিয়াতু পড়বো
তৃতীয় রাকাত নামাজ শুরু	
১৫	আত্তাহিয়াতু পড়া শেষ হলে উঠে দাঁড়াবো, হাত বেধে সূরা ফাতিহা পড়বো
১৬	অন্য একটি সূরা পড়বো (কমপক্ষে ৩ আয়াতের)
১৭	আল্লাহ্ আকবর বলে ১বার হাত তুলে, হাত বাধবো
১৮	দোয়া কুনুত পড়বো
১৯	আল্লাহ্ আবর বলে রুকুতে যাব ও ৩ বার রুকুর তাসবীহ পড়বো
২০	এখন ক্রমিক ৬ হতে ১০ অনুসরণ করে তৃতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সেজদায় যাব ও ৩ বার সিজদার তাসবীহ পড়বো।
আখেরী বৈঠক	
২১	সোজা হয়ে বসবো আত্তাহিয়াতু পড়বো
২২	দরুদ শরীফ পড়বো
২৩	দোয়া মাসূরা পড়বো
২৪	সালাম ফিরানোর তাসবীহ পড়তে পড়তে প্রথমে ডানে ও পারে বামে সালাম ফিরাবো
২৫	মুনাজাত করবো (এটা নামাজের অংশ নয়)

জানাযার নামায

জানাযার নামাজ ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক আদায় করলে সকলেই দায়িত্বমুক্ত হবেন। কিন্তু কেউই যদি আদায় না করে, তবে সকলেই গুনাহগার হবেন।

জানাযার নামাযে দু'টি ফরজ :

ক. চারবার আল্লাহ্ আকবার বলা। এ নামাজে রুকু-সিজদা নেই।

খ. কিয়াম করা, বিনা ওযরে বসে জানাযার নামাজ পড়া যাবে না।

জানাযা নামাজে সুন্নাত

এ নামাজে চারটি সুন্নাত। যথা—

১. প্রথম তাকবীরের পর আল্লাহর হামদ ও সানা পড়া। ২. দ্বিতীয় তাকবীরের পর রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ওপর দুরুদ শরীফ পাঠ করা। ৩. তৃতীয় তাকবীরের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা। ৪. ইমাম মৃত ব্যক্তির বুক বরাবর দাঁড়ানো।

জানাযার নামায পড়ার নিয়ম

জানাযার নামাজে জন্য তিন কাতার হওয়া সুন্নাত। লোক বেশি হলে তিন কাতারের বেশী করা যাবে। কিন্তু কাতার বেজোড় হওয়া ভালো। মাইয়েত বা মৃত ব্যক্তিকে কিবলার দিকে সামনে রেখে তার সিনা বরাবর ইমাম সাহেব দাঁড়াবেন এবং সকলে এ নিয়ত করবেন— ‘আমি কিবলামুখী হয়ে জানাযার ফরজে কিফায়াহ নামাজ চার তাকবীরের সাথে আদায় করছি।’

এরূপ নিয়ত করে একবার ‘আল্লাহ্ আকবার’ বলে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে তাকবীরে তাহরীমার মত হাত বাঁধবে এবং পড়বে—

ছানা-২

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ
وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ-

উচ্চারণ : সুবহানাকাল্লাহুম~ মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা- জাদুকা ওয়া জাল্লা সানাউকা ওয়া লা-ইলা-হা গাইরুকা ।

অর্থ : হে আল্লাহ্, সকল প্রশংসাসহ তুমি সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পাক ও পবিত্র । তোমার নাম মঙ্গল ও বরকতপূর্ণ, তোমার মহত্ত্ব অতি বিরাট, তোমার প্রশংসা অতি মহত্ত্বপূর্ণ এবং তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই ।

উপরের সানা পড়ার পর আবার তাকবীর বলবে কিন্তু হাত উঠাবে না । তারপর নিম্নের দুরুদ শরীফ পাঠ করবে । [নামাজের দরুদ শরীফ]

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ۝ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ۝ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ۝ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ ۝ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝

উচ্চারণ : আল্ল-হুম~ মা ছল্লি 'আলা-মুহাম~মাদিওঁ ~ ওয়া 'আলা - - -
আ-লি মুহাম~মাদ । কামা-ছল্লাইতা 'আলা - - - ইবর-হী-মা ওয়া 'আলা - - -
আ-লি ইবর-হী-মা ইন্-নাকা হামি-দুম্ ~ মাজি - - - দ । আল্ল-হুম~মা বা-রিক
'আলা-মুহাম~মাদিওঁ ~ ওয়া 'আলা - - - আ-লি মুহাম~মাদ । কামা-বারকতা
'আলা - - - ইবর-হী-মা ওয়া 'আলা - - - আ-লি ইবর-হী-মা, ইন্-নাকা
হামি-দুম্ ~ মাজি - - - দ ।

তারপর তাকবীর বলে মৃত ব্যক্তি প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ বা স্ত্রী লোক হলে নিম্নের
দোয়া পড়তে হবে ।

নোট : বস্ত্রের অংশটি নামাজের ছানার মধ্যে নাই ।

দোয়া-১

اَللّٰهُمَّ اَغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا
وَذَكَرِنَا وَآثَنَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاحْيِهِ عَلٰى الْاِسْلَامِ - وَمَنْ
تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلٰى الْاِيْمَانِ - (ترمذی)

উচ্চারণ : আল্লাহুমাগফিরলি হাইয়িনা ওয়া মাইয়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গা-য়িবিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনছালা
আল্লাহুমা মান-আহুয়াইতাহু মিন্না ফা-আহুয়িহি আ'লাল ইসলাম। ওয়ামান
তাওয়াফ ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু আ'লাল ঈমান। (তিরমিযি)

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যারা জীবিত, মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত,
আমাদের ছোট ও বড়, আমাদের পুরুষ এবং নারী সকলের গুনাহ মাফ করে দাও।
হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে জীবিত রেখেছো তাদেরকে ইসলামের ওপর জীবিত
রাখ। আর তুমি যাদের মৃত্যু দাও, তাদের ঈমানের সাথে মৃত্যু দিও। তারপর
চতুর্থ তাকবীর বলে দু'দিকে সালাম ফিরাবে। তাকবীর ইমাম উঁচু স্বরে বলবেন।

মৃত ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্ক (বাচ্চা) ছেলে হয় তাহলে দোয়া-২ পড়তে হবে। মৃত
ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্ক (বাচ্চা) মেয়ে হলে দোয়া-৩ পড়তে হবে।

দোয়া-২

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذَخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا
وَمُشَفَّعًا *

উচ্চারণ : আল্লাহুমা জ'আলহু লানা ফারতাওঁ ওয়াজ'আলহু লানা আজরাওঁ
ওয়া যুখরাওঁ ওয়াজ'আলহু লানা শাফিয়াওঁ ওয়া মুশাফফা'আ-।

অর্থ : হে আল্লাহ! তাকে আমাদের জন্য অগ্রগামী কর, তাকে আমাদের
পুরস্কার ও সাহায্যের উপলক্ষ কর এবং তাকে আমাদের সুপারিশকারী ও সুপারিশ
গ্রাহ্যকারীরূপে বরণ কর।

দোয়া-৩

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرْطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا
شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً ۞

উচ্চারণ : আল্লাহ্মা জ'আলহা লানা ফারতাওঁ ওয়াজ'আলহা লানা আজরাওঁ
ওয়া যুখরাওঁ ওয়াজ'আলহা লানা শাফিয়াওঁ ওয়া মুশাফফা'আহ ।

অর্থ : হে আল্লাহ! তাকে আমাদের জন্য অগ্রগামী কর, তাকে আমাদের
পুরস্কার ও সাহায্যের উপলক্ষ কর এবং তাকে আমাদের সুপারিশকারী ও সুপারিশ
গ্রাহ্যকারীরূপে বরণ কর ।

(১৮) যারা তওবা করে আল্লাহ তাদের গুনাহকে পুণ্য দ্বারা
পরিবর্তন করে দিবেন

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ
حَسَنَاتٍ ۖ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۙ ۞ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ
يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ۙ ۞

অর্থ : কিন্তু যারা তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ
তাদের গুনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন । আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম
দয়ালু । যে তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহর দিকে
ফিরে আসে । (২৫ সূরা আল ফুরকান : আয়াত ৭০-৭১)

নোট : দোয়া-২-এ ৪ “হা”-এর উপরে পেশ আছে ।

দোয়া-৩-এ ৪ “হা”-এর উপরে জবর আছে ।

উপরের পার্থক্য ছাড়া দোয়া-২ ও দোয়া-৩ একই ।

নামাজের তরতীব বা ধারাবাহিকতা জানায়ার নামাজ

জানায়ার নামাজ	চার তাকবীর	জানায়ার নামাজ ফরজে কিফায়া
----------------	------------	-----------------------------

ক্রমিক	প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ বা মহিলা	বাচ্চা ছেলে	বাচ্চা মেয়ে
১	দাঁড়িয়ে নিয়ত করে প্রথম তাকবীর আল্লাহু আকবর বলে প্রথমে হাত তুলে ও পরে হাত বেধে নামাজ শুরু করবো।	ঐ	ঐ
২	ছানা-২ পড়বো	ঐ	ঐ
৩	দ্বিতীয় তাকবীর আল্লাহু আকবর বলবো (হাত উঠবে না, বাধা অবস্থায়ই থাকবে)	ঐ	ঐ
৪	দরুদ শরীফ পড়বো	ঐ	ঐ
৫	তৃতীয় তাকবীর আল্লাহু আকবর বলবো (হাত উঠবে না, বাধা অবস্থায়ই থাকবে)	ঐ	ঐ
৬	দোয়া-১ পড়বো	দোয়া-২ পড়বো	দোয়া-৩ পড়বো
৭	চতুর্থ তাকবীর আল্লাহু আকবর বলবো (হাত উঠবে না, বাধা অবস্থায়ই থাকবে)	ঐ	ঐ
৮	সালাম ফিরানোর তাসবীহ পড়তে পড়তে প্রথমে ডানে ও পরে বামে সালাম ফিরাবো	ঐ	ঐ

নোট : এই নামাজে কোন রুকু বা সিজদা নাই।

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন ও হাদীসের আলোকে জামাতে নামাজ পড়ার গুরুত্ব ও ফজিলত :

(১) জামাতে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে গিয়া জামাত শেষ হইয়া গিয়াছে দেখিবার ফজীলত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوئَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ. رواه أبو داود والنسائي والحاكم.

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করিয়া নামাজ পড়িবার উদ্দেশ্যে মসজিদে যায় এবং সেখানে গিয়া দেখে যে জামাত শেষ, সে জামাতে নামাজ পড়িবার (পূর্ণ) সওয়াব পাইবে এবং ইহার কারণে জামাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সওয়াব বিন্দুমাত্রও কম করা হইবে না। (আবু দাউদ, নাসাঈ, হাকিম)

(২) জামাতে শরীক না হইলে নামাজ কবুল হয়না

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ، قَالُوا وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى.

অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আজান শুনিয়া কোনরূপ ওজর ছাড়াই জামাত ত্যাগ করে (বরং একাকী

নামাজ পড়িয়া লয়) তাহার নামাজ কবুল হয় না। সাহাবারা আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওজর বলিতে কি বুঝায়? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর করিলেন, অসুস্থতা অথবা ভয় ভীতি। - (আবু দাউদ)

(৩) কোন ব্যক্তির কাজ জুলুম, কুফর ও নেফাক

عَنْ مَعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْجَفَاءُ كُلُّ الْجَفَاءِ وَالْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ مَنْ سَمِعَ مُنَادِيَ اللَّهِ يَنَادِي إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يُجِيبُهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّطَبَّرَانِي

অর্থ : হযরত মু'আজ ইবনে আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, ঐ ব্যক্তির কাজ পরিষ্কার জুলুম, কুফর এবং নেফাক ছাড়া আর কিছুই নহে, যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আজান শুনিয়াও জামাতে উপস্থিত হইল না। (আহমাদ)

(৪) নামাজ শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥٠ فَإِذَا قُضِيََتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥١

অর্থ : হে মু'মিনগণ, জুমআর দিনে যখন নামাজের আজান দেয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের পানে তাড়াতাড়ি কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ। অতঃপর নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (৬২ সূরা আল জুমআ : আয়াত ৯-১০)

ঈদের নামাজ

ক্রমিক নং	২ রাকাত ঈদুল ফিতরের ওয়াজিব নামাজ	২ রাকাত ঈদুল আজহার ওয়াজিব নামাজ
১	নিয়ত করে আল্লাহ্ আকবর বলে প্রথমে হাত তুলে ও পরে বেধে নামাজ শুরু করবো।	ঐ
২	ছানা পড়বো	ছানা পড়বো
	প্রথম রাকাত নামাজ শুরু হল	
৩	প্রথম তাকবীর, আল্লাহ্ আকবর বলে হাত তুলে হাত ছেড়ে দিব	
৪	দ্বিতীয় তাকবীর, আল্লাহ্ আকবর বলে হাত তুলে হাত ছেড়ে দিব	
৫	তৃতীয় তাকবীর, আল্লাহ্ আকবর বলে হাত তুলে হাত বেধে ফেলবো	
৬	সূরা ফাতিহা পড়বো	ঐ
৭	অন্য একটি সূরা পড়বো (কমপক্ষে ৩ আয়াত)	ঐ
৮	আল্লাহ্ আকবর বলে রুকুতে যাব ও ৩ বার রুকুর তাসবীহ পড়বো।	ঐ
৯	তাসমী পড়তে পড়তে সোজা হয়ে দাঁড়াবো	ঐ
১০	দাঁড়ানো অবস্থায় তাহমীদ পড়বো	ঐ
১১	আল্লাহ্ আকবর বলে প্রথম রাকাতের প্রথম সিজদায় যাব ও ৩ বার সিজদার তাসবীহ পড়বো।	ঐ
১২	সিজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে এক তসবীহ পরিমাণ বসবো	ঐ
১৩	আল্লাহ্ আকবর বলে প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় সেজদায় যাবো ও ৩ বার সেজদার তসবীহ পড়বো	ঐ

ক্রমিক নং	২ রাকাত ঈদুল ফিতরের ওয়াজিব নামাজ	২ রাকাত ঈদুল আজহার ওয়াজিব নামাজ
	দ্বিতীয় রাকাত নামাজ শুরু হল	
১৪	এখন সিজদা হতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত বেধে সূরা ফাতিহা পড়বো	ঐ
১৫	অন্য একটি সূরা পড়বো (কমপক্ষে ৩ আয়াত)	ঐ
১৬	প্রথম তাকবীর, আল্লাহু আকবর বলে হাত তুলে হাত ছেড়ে দিব	
১৭	দ্বিতীয় তাকবীর, আল্লাহু আকবর বলে হাত তুলে হাত ছেড়ে দিব	
১৮	তৃতীয় তাকবীর, আল্লাহু আকবর বলে হাত তুলে হাত ছেড়ে দিব	
১৯	আল্লাহু আকবর বলে রুকুতে যাব ও ৩ বার রকুর তাসবীহ পড়বে।	ঐ
২০	এখন ক্রমিক ৯ হতে ১৩ পর্যন্ত অনুসরণ করে দ্বিতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদায় যাব ও ৩ বার সিজদার তাসবীহ পড়বো।	ঐ
	আখেরী বৈঠক	
২১	সোজা হয়ে বসবো, আত্তাহিয়াতু পড়বো	ঐ
২২	দরুদ শরীফ পড়বো	ঐ
২৩	দোয়া মাসূরা পড়বো	ঐ
২৪	সালাম ফিরানোর তাসবীহ পড়তে পড়তে প্রথমে ডানে ও পরে বামে সালাম ফিরাবো	ঐ
২৫	ইমাম সাহেব খুতবা পাঠ করবেন	ঐ
২৬	মুনাজাত (এটা নামাজের অংশ নয়)	ঐ

(৫) কাহাদের ঘরবাড়ী রাসূলুল্লাহ (সা.) জ্বালাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন?

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ فِتْيَتِي فَيَجْمَعُ حَزْمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ أَتِي قَوْمًا يَصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأُحَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ. رواه أبو داود، باب التشديد في

ترك الجماعة. رقم: ৫২৭

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, কিছু যুবককে বলি যে, তাহারা অনেকগুলি জ্বালানী কাঠ জোগাড় করিয়া আনে। অতঃপর আমি ঐ সকল লোকদের নিকট যাই যাহারা বিনা ওজরে ঘরে নামাজ পড়িয়া লয় এবং তাহাদের ঘরগুলিকে আগুনে পোড়াইয়া দেই। (আবু দাউদ)

(৬) ৪০ (চল্লিশ) দিন যাবৎ তকবিরে উলার সাথে নামাজ পড়িবার ফজীলত কি?

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ. رواه الترمذی.

অর্থ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ৪০ (চল্লিশ) দিন যাবত প্রথম তাকবীরের সাথে জামাতে নামাজ পড়িবে তাহার জন্য দুইটি পুরস্কার লেখা হয়। একটি দোযখ হইতে নাজাত পাওয়ার ও অপরটি মুনাফেকী হইতে মুক্ত থাকার। (তিরমিজী)

(৭) কোন নামাজীর জন্য নেকীর দশ ভাগের এক ভাগ লিখিত হয়?

عَنْ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عَشْرُ صَلَوَاتٍ تُسَعُّهَا ثُمْنُهَا سُبْعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبْعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا. رواه أبو داود وقال المنذرى.

অর্থ : হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, মানুষ নামাজ পড়িয়া শেষ করে অথচ তাহার জন্য নেকীর দশ ভাগের এক ভাগ লিখিত হয়। এইভাবে কেহ নয় ভাগের এক, কেহ আট ভাগের এক, কেহ সাত ভাগের এক, কেহ ছয় ভাগের এক, কেহ পাঁচ ভাগের এক, কেহ চার ভাগের এক, কেহ তিন ভাগের এক, কেহ দুই ভাগের এক ভাগ নেকী পায়। (আবু দাউদ)

(৮) হে অপরাধীরা! আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও

وَأَمَّا زُورَ الْيَوْمِ أَيُّهَا الْمَجْرُمُونَ ﴿٥٦﴾ أَلَمْ أَعْهَدِ لِيُكْرِمِيَنِي أَدَّ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُرٌّ عَدُوٌّ مَبِينٌ ﴿٥٧﴾ وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٥٩﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

অর্থ : হে অপরাধীরা, আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও। হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? এবং আমার ইবাদত কর। এটাই সরল পথ। শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা বুঝনি? এই সে জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হতো। (৩৬ সূরা ইয়াসিন : আয়াত ৫৯-৬৩)

তারাবীর নামাজ

তারাবীর নামাজ ২০ রাকাত। ২ রাকাত, ২ রাকাত করে পড়তে হয়। প্রতি ৪ রাকাত পরপর তারাবীহ নামাজের দোয়া পড়তে হয়। ২০ রাকাত পড়ার পর মুনাজাত করতে হয়।

তারাবীর নামাজের নিয়ম ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত নামাজের মত [পৃষ্ঠা নং- ৪৫]। শুধুমাত্র মনে মনে তারাবীর নামাজের নিয়ত করতে হবে। খতম তারাবীর নামাজে ঈমাম সাহেব কেঁরাতের মাধ্যমে কুরআন খতম দেবেন। রমজানে খতম তারাবীহ পড়া বিশেষ সওয়াবের কাজ।

তারাবির নামাজে দোয়া

তারাবির নামাজে প্রতি চার (২+২) রাকাত নামাজ শেষে বসে নীচের দোয়াটি পড়তে হয়।

سُبْحَانَ ذِي الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ
وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكَبْرِيَاءِ وَالْجَبْرُوتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ
الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُتُ أَبَدًا أَبَدًا سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ
الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ -

উচ্চারণ : সুবহানা জিল মুলকি, ওয়াল মালাকুতি, সুবহানাজিল ইজ্জাতি ওয়াল আজমাতি ওয়াল হাইবাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়া ওয়াল জাবারুতি, সুবাহানাল মালিকিল হাইয়িল্লাহিজী লাইয়ানামু ওয়ালা ইয়ামূতু আবাদান আবাদা। সুববুহুন কুদুসুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালা যিকাতি ওয়ার রুহ।

তারাবীহ নামাজের মুনাজাত

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّهَارِ يَا خَلِقَ الْجَنَّةِ

وَالنَّارِ - بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيمُ
يَا جَبَّارُ يَا خَلِيقُ يَا بَرُّ - اللَّهُمَّ اجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ يَا مُجِيرُ
يَا مُجِيرُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ -

উচ্চারণ : আল্লাহুমা ইন্না নাস্‌আলুকাল জান্নাতা ওয়া নাউযু বিকা মিনান্নার ।
ইয়া খালিকাল জান্নাতি ওয়ান্নার । বিরাহ্‌ মাতিকা ইয়া আজীজু ইয়া গাফ্‌ফারু
ইয়া কারীমু ইয়া সাত্তারু ইয়া রাহীমু, ইয়া জব্বারু, ইয়া খালিকু ইয়া বা-রু ।
আল্লাহুমা আজিরনা মিনান্নার, ইয়া মুজীরু ইয়া মুজিরু, ইয়া মুজীর । বিরাহ্‌মাতিকা
ইয়া আর আর হামার রাহিমীন ।

(৯) মানুষ ও জ্বিন কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না

قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ
هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ
النَّاسِ الْإِكْفُورًا ۝

অর্থ : বলুন, যদি মানব ও জ্বিন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের
জন্যে জড়ো হয়, এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও
এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না । আমি এই কুরআনে মানুষের বিভিন্ন
উপকার দ্বারা সব রকম বিষয়বস্তু বুঝিয়েছি । কিন্তু অধিকাংশ লোক অস্বীকার না
করে থাকেনি । (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ৮৮-৮৯)

নফল নামাজ

(১০) কোন ব্যক্তির বেহেস্তে প্রবেশের পথে শুধু মৃত্যুই বাধা

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ. رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، رقم: ١٠٠٠، وفي رواية: وَقُلْ هُوَ اللَّهُ

أَحَدٌ رواه الطبراني في الكبير والوسط بأسانيد وأحدها جيد، مجمع الزوائد ١٢٨/١

অর্থ : হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসী (সূরা : আল-বাক্বারা, আয়াত : ২৫৫) পড়িবে তাহার বেহেস্তে প্রবেশ করিতে শুধু মৃত্যুই বাধা হইয়া রহিয়াছে। এক বর্ণনায় আয়াতুল কুরসীর সাথে সূরা এখলাস পড়ার কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ, আমালুল ইয়াউমে ওয়াল লাইলাহ।)

আয়াতুল কুরসী

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ٢٥٥

অর্থ : আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে

যা কিছু আছে, সব তাঁরই। কে আছে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? দৃষ্টির সামনে ও পশ্চাতে যা কিছু রয়েছে সবকিছু সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে কোন কিছুকেই তারা পরিবেষ্টিত করতে পারে না; কিন্তু তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর এতদুভয়কে সংরক্ষণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বমহান। (সূরা বাকারা, আয়াত : ২৫৫)

(১১) কে নামাজের মধ্যে চুরি করে

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْوَأُ النَّاسِ سَرَقَةً الذِّي يَسْرِقُ صَلَوَتَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَوَتَهُ؟ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا. رواه الدارمی.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কাতাদা (রাঃ), তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, চোর হিসাবে সব চাইতে নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি, যে নামাজের মধ্যে চুরি করে। সাহাবারা প্রশ্ন করিলেন [ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)] নামাজের মধ্যে কিভাবে চুরি করে? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর করিলেন, নামাজে রুকু সেজ্জাদা সঠিকভাবে আদায় করে না। (দারেমী)

(১২) নামাজ অন্যায় কাজ হইতে বিরত রাখে

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، فَقَالَ: مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَوَتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ. أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كذا في الدر المنثور.

অর্থ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন : **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى (الاية)**
(সূরা : আল-আনকাবুত, আয়াত : ৪৫)

অর্থঃ : নামাজ যাবতীয় নির্লজ্জ ও অন্যায কাজ হইতে ফিরায এই আয়াতের অর্থ কি? নবী করীম (সাঃ) উত্তর করিলেন, যাহাকে নামাজ নির্লজ্জ ও অন্যায কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে না তাহার নামাজ নামাজই নহে!

ব্যাখ্যা : নিশ্চয়ই নামাজ এমনি একটি সম্পদ, যদি ঠিকভাবে উহা আদায় করা হয় তবে তাহা খারাপ কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখিবেই। যদি কোথাও উহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে বুঝিতে হইবে নামাজ পরিপূর্ণ হয় নাই।

(১৩) কে আল্লাহ তা'আলার মেহমান

عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ. رواه الطبرانی في الكبير وأحد إسنادية رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد ١٣٩/٢

অর্থ : হযরত সালমান (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজ ঘর হইতে উত্তমরূপে অযু করিয়া মসজিদে যায় সে, আল্লাহ তা'আলার মেহমান। (আল্লাহ তা'আলা তাহার মেজবান) আর মেজবানের জিম্মাদারী হইল মেহমানকে সম্মান করা। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

(১৪) অন্ধকারে মসজিদে যাতায়াতকারীদের জন্য সুসংবাদ

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي

الظُّلُمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه أبو داود، باب ما جاء

في المشي إلى الصلوة في الظلم رقم: ৫৭১

অর্থ : হযরত বুরাইদাহ (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যাহারা অন্ধকারে বেশী বেশী পরিমাণে মসজিদে আসা-যাওয়া করে তাহাদিগকে কেয়ামতের দিন পূর্ণ নূরের সুসংবাদ দান করুন। (আবু দাউদ)

(১৫) নামাজের অপেক্ষায় বসিয়া থাকা নামাজেরই সমতুল্য

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتْ الصَّلَاةُ تَكْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ يُحَدِّثْ.

رواه البخارى باب إذا قال: أحدكم أمين رقم: ২২২৭

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ নামাজের নেকী পাইতে থাকে, যতক্ষণ সে নামাজের প্রতীক্ষায় থাকে। ফেরেশতাগণ তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকেন, ইয়া আল্লাহ! এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করিয়া দিন, তাহার উপর রহমত করুন। নামাজ শেষ করিবার পরও যতক্ষণ সে নামাজের স্থানে অযূর সাথে বসিয়া থাকে ততক্ষণ ফেরেশতারা তাহার জন্য এই দোয়াই করিতে থাকেন। (বুখারী)

(১৬) আল্লাহ বলেন আমার জান্নাতে প্রবেশ কর

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتٍ ۖ

অর্থ : হে প্রশান্ত মন। তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। (৮৯ সূরা আল ফজর : আয়াত ২৭-৩০)

তাহাজ্জুদ নামাজ

তাহাজ্জুদ নামাজ ২ রাকাত, ২ রাকাত ৪ রাকাত হিসাবে যত খুশী পড়া যায়। তাহাজ্জুদ নামাজের নিয়ম ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত [পৃষ্ঠা নং-৪৫] নামাজের মত। শুধু মনে মনে ২ রাকাত তাহাজ্জুদ নামাজের নিয়ত করতে হবে।

(১৭) তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িতে হইবে

تَتَجَاوَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٩﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾

অর্থ : রাতে তাহাদের পার্শ্ব বিছানা হইতে পৃথক থাকে। এইভাবে যে, তাহারা আপন রবকে (আযাবের) ভয়ে এবং (সওয়াবের) আশায় ডাকিতে থাকে (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে)। আর আমার দেওয়া সম্পদ হইতে খরচ করে। অতএব কেহ জানে না যে, এই সমস্ত লোকদের জন্য নয়ন জুড়ানো কি কি সামগ্রী গায়েবের ভাভারে মওজুদ রহিয়াছে। ইহা তাহাদের নেক আমলের প্রতিদান। (সূরা : সাজদাহ, আয়াত : ১৬-১৭)

(১৮) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন তাহাজ্জুদ নামাজ অবশ্যই পড়িও

عَنْ إِيَّاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْمَزْنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا بُدَّ مِنْ صَلَاةٍ بَلِيلٍ وَلَوْ حَلَبَ شَاةٌ، وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَهُوَ مِنَ الْبَلِيلِ. رواه الطبرانی في الكبير وفيه : محمد بن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله

ثقات، مجمع الزوائد ৫২১/২ وهو ثقة، مجمع الزوائد ৭২/১

অর্থ : হযরত ইয়াস ইবনে মুয়াবিয়া মুযানী (রহঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, তাহাজ্জুদ (নামাজ) অবশ্যই পড়িও, যদিও উহা বকরীর দুধ দোহন পরিমাণ এত কম সময়ের জন্যই হউক না কেন। আর এশার পর যে নামাজই পড়া হইবে তাহা তাহাজ্জুদ (নামাজ) বলিয়া গণ্য করা হইবে। (তাবরানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

এশরাকের নামাজ

(১৯) ২ (দুই) রাকাত এশরাক নামাজের সওয়াব, পরিপূর্ণ হজ্জ এবং ওমরার সওয়াবের সমতুল্য

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَامَةً تَامَةً تَامَةً. رواه الترمذی وقال: هذا حديث

حسن غريب، باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس ... رقم: ৫৮৬

অর্থ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সা.) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সহিত আদায় করে। অতঃপর সূর্য উঠা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার জিকির করে, অতঃপর দুই রাকাত নফল (এশরাক) নামাজ পড়ে তবে সে হজ্জ এবং ওমরার সওয়াব লাভ করে। এরপর হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সা.) তিন বার এরশাদ করিয়াছেন পরিপূর্ণ হজ্জ এবং ওমরার সওয়াব, পরিপূর্ণ হজ্জ এবং ওমরার সওয়াব, পরিপূর্ণ হজ্জ এবং ওমরার সওয়াব লাভ করে। (তিরমিযী)

এশরাকের নামাজ ২ রাকাত, ২ রাকাত, ৪ রাকাত পড়া যায়। ২ রাকাত এশরাক নামাজ পড়ার নিয়ম ফজরের ২ রাকাত সুন্নাত [পৃষ্ঠা নং-৪৫] নামাজ পড়ার মত। শুধু মনে মনে ২ রাকাত এশরাক নামাজের নিয়ত করতে হবে।

যোহর, মাগরিব ও এশার ফরজের পরে পড়ার নফল নামাজ

(২০) নফল নামাজ দ্বারা অন্য নামাজের ঘাটতি পূরণ করা হইবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
 إِنَّ أَوَّلَ مَا يُكَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ
 صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ خَابَ وَخَسِرَ وَإِنْ انْتَقَصَ
 مِنْ فَرِيضَتِهِ قَالَ الرَّبُّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا
 مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ. رواه الترمذی

وحسنه النسائی وابن ماجه والحاكم وصحیحه كذا فی الدرر فی المنتخب.

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন বান্দার আমল সমূহের মধ্যে প্রথম ফরজ নামাজের হিসাব হইবে। যদি তাহার নামাজ ঠিক হয় তবে সে সফলকাম হইবে ও তাহার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আর যদি তাহার নামাজ ঠিক না হয় তবে সে ব্যর্থ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। যদি ফরজ নামাজে কিছুটা ত্রুটি বাহির হয় তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, এই বান্দার কিছু নফল আছে কি না দেখ, যাহার দ্বারা ফরজের ঘাটতি পূরণ করা যায়। তাহার পর বান্দার বাদবাকী আমলেরও এই নীতিতে হিসাব হইবে। (তিরমিজী)

(২১) আল্লাহ শুধু বলেন হও তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٦﴾

অর্থ : তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, হও তখনই তা হয়ে যায়। (৩৬ সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৮২)

চাশতের নামাজ

চাশতের নামাজ ৪ রাকাত। চাশতের নামাজ যোহরের ৪ রাকাত সুন্নাত নামাজের মত [পৃষ্ঠা নং - ৫২]।

আওয়াবীন নামাজ

আওয়াবীন নামাজ ৬ রাকাত। দুই রাকাত, দুই রাকাত করে পড়তে হয়। আওয়াবীন নামাজ ফজরের ২ রাকাত সুন্নাত নামাজের মত [পৃষ্ঠা নং - ৪৫]। শুধু মনে মনে ২ রাকাত আওয়াবীন নামাজের নিয়ত করতে হবে।

(২২) ৬ (ছয়) রাকাত আওয়াবীন নামাজ পড়িলে ১২ (বার) বৎসর এবাদত করিবার সওয়াব পাওয়া যায়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِّلَ لَهُ بِعِبَادَةٍ ثِنْتَى عَشْرَةَ سَنَةً. رواه الترمذی وقال: حديث أبي هريرة

حديث غريب، باب ما جاء في فضل التطوع رقم: ৮৩৫

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজের পর ছয় রাকাত (আওয়াবীন নামাজ) এইভাবে পড়ে যে, উহার মধ্যে কোন অপ্রয়োজনীয় কথা না বলে, তবে তাহার ১২ (বার) বৎসর এবাদতের সমতুল্য নেকী হয়। (তিরমিযী)

দুনিয়ার এই জীবনতো

খেলা আর তামাশা মাত্র

[সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ৩৬]

সালাতুল হাজত নামাজ

(২৩) কোন ব্যক্তির কোন চাহিদা দেখা দিলে সে কি করিবে

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ أَسْأَلُكَ أَلَّا تَدْعَ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِي ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ أَمْرِ

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا شَاءَ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ. رواه ابن ماجه، باب ما جاء في صلوة الحاجة، رقم: ۱۳۳۸ قال البوصيري: قلت: رواه الترمذي من طريق فائد به دون قوله: ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا إِلَى آخِرِهِ ورواه الحاكم في المستدرک باختصار و زاد بعد قوله: وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وله شاهد من حديث انس. رواه الاصبهاني ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق فائد به... مصباح الزجاجة ۲/۳۶

অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা আসলামী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) আমাদের নিকট আসিলেন এবং এরশাদ করিলেন, যে কোন ব্যক্তির, যে কোন চাহিদা দেখা দেয়, উহার সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার সহিত হউক বা মাখলুকের মধ্যে কাহারো সহিত হউক, তাহার উচিত যে, সে যেন অযু করিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়ে। অতঃপর এই দোয়া করে -

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ

مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، أَسْأَلُكَ أَلَّا تَدَعَ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِي.

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তিনি বড় ধৈর্যশীল অত্যন্ত দয়াবান। আল্লাহ তা'আলা সকল দোষ-ত্রুটি হইতে পবিত্র, আরশে আযীমের মালিক। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি সমস্ত দুনিয়ার পালনকর্তা। আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট ঐ সকল বস্তু চাহিতেছি, যাহা আপনার রহমতকে ওয়াজিব করে এবং যাহা দ্বারা আপনার মাগফিরাত নিশ্চিত হইয়া যায়। আমি আপনার কাছে সকল নেক কাজ হইতে অংশ ও সকল গুনাহ হইতে নিরাপদ থাকার দোয়া করিতেছি। আমি আপনার নিকট ইহাও চাই যে, আমার এমন কোন গুনাহ বাকি না রাখেন, যাহা আপনি মাফ করিয়া না দেন, আর না এমন কোন চিন্তা যাহা আপনি দূর করিয়া না দেন, আর না এমন কোন চাহিদা মিটাইতে বাকি রাখেন যাহাতে আপনার রেজামন্দি রহিয়াছে।

সালাতুল হাজত নামাজ : ২ রাকাত, ২ রাকাত সালাতুল হাজত নামাজ পড়ার নিয়ম ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত [পৃষ্ঠা নং ৪৫] নামাজ পড়ার মত। শুধুমাত্র মনে মনে ২ রাকাত সালাতুল হাজত নামাজ পড়ার নিয়ত করতে হবে।

(২৪) আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি ততক্ষণ মনযোগ নিবদ্ধ রাখেন, যতক্ষণ বান্দা নামাজে মনযোগ নিবদ্ধ রাখে

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ. رواه النسائي، باب التشديد في الالتفات في الصلاة،

অর্থ : হযরত আবু যার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখেন, যতক্ষণ বান্দা নামাজের মধ্যে অন্য কোন দিকে মনোযোগ না দেয়। যখন বান্দা নামাজ হইতে মনোযোগ সরাইয়া লয়, তখন আল্লাহ তা'আলাও মনোযোগ সরাইয়া ফেলেন। (নাসাঈ)

তাহিয়াতুল অজুর নামাজ

(২৫) বেলাল (রাঃ)-এর তাহিয়াতুল অযূর নামাজ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ
الْفَجْرِ: يَا بِلَالُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ
دَنِّي نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ بِلَالٌ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي
أَنْنِي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ
مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ. رواه البخاري، باب فضل الطهور بالليل والنهار..... رقم: ۱۳۹

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, একদিন নবী করীম (সাঃ) ফজরের নামাজের পর হযরত বেলাল (রাযিঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বেলাল, ইসলাম গ্রহণের পর নিজের এমন কোন আমলের কথা বল, যাহাতে তোমার সবচেয়ে বেশী সওয়াবের আশা হয়, কারণ আমি রাতে স্বপ্নে জান্নাতে আমার সামনে, তোমার জুতার (পা ঘসিয়া চলার) শব্দ শুনিয়াছি। হযরত বেলাল (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আমার নিজের আমলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আশা, যে আমলের উপর রহিয়াছে তাহা এই যে, দিনে রাতে যখনই আমি অযূ করিয়াছি তখন সেই অযূ দ্বারা যতখানি আল্লাহ তা'আলা আমাকে তৌফিক দিয়াছেন (তাহিয়াতুল অযূর) নামাজ পড়িয়াছি। (বুখারী)

তাহিয়াতুল অজুর নামাজ ২ রাকাত। অজু করে অন্য কোন ইবাদত না করে প্রথমেই এই নামাজ পড়ে নিতে হয়।

২ রাকাত তাহিয়াতুল অজুর নামাজ ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত নামাজের মত [পৃষ্ঠা নং-৪৫]। শুধু মনে মনে দুই রাকাত তাহিয়াতুল অজু নামাজ পড়ার নিয়ত করতে হবে।

লাইলাতুল ক্বদরের নামাজ

(২৬) সূরা আল-ক্বাদর

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۚ سَلَّمَ تُثْهِى حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۚ

উচ্চারণ : ইন্না- আনযালনা-হু ফী লাইলাতিল ক্বাদরি, ওয়ামা-আদরা-কা মা-লাইলাতুল ক্বাদরি, লাইলাতুল ক্বাদরি খাইরুম মিন আলফি শাহর। তানাব্বা বালুল মালা-ইকাতু ওয়াররুহু ফী-হা বিইযনি রব্বিহিম মিন কুল্লি আমরিন সালা-ম। হিয়া হাত্তা- মাত্বলাইল ফাজরি।

অর্থ : আমি নাযিল করেছি এই (কুরআনকে) ক্বদরের রাতে। তুমি কি জানো, ক্বদরের রাত কি? ক্বদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও অধিক উত্তম। ফেরেশতারা এবং জিবরাঈল এই (রাতে) তাদের রব্ব-এর (প্রতিপালকের) অনুমতিক্রমে (পৃথিবীর জন্য) সকল পরিকল্পনা নিয়ে অবতীর্ণ হয়। এই রাতে পুরোপুরি শান্তি ও নিরাপত্তার অনুগ্রহ বর্ষিত হতে থাকে সূর্য (প্রভাত) উদয়ের আগ পর্যন্ত।

শবে কদরের নফল নামাজ

ক্বদরের রাতে এশার পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত ইবাদত-বন্দেগী করতে হয়। নফল নামাজ পড়া যায়। উমুরী কাযা (অনেক পুরাতন কাযা) পড়া যায়। কুরআন তেলাওয়াত করা যায়। তসবীহ পড়া যায়। জিকির করা যায়। তওবা করা যায়।

এই নামাজ দু'রাকাত : প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে একবার সূরা কদর ও ৩ বার সূরা ইখলাস পড়া যায়।

শবে কদরের নামাজ ২ রাকাত, ২ রাকাত করে ১২ রাকাত। তবে সাধ্য মত যত খুশী বেশী পড়া যায়।

শবে ক্বদরের নামাজ ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত [পৃষ্ঠা নং ৪৫] নামাজের মত। শুধুমাত্র মনে মনে দুই রাকাত শবে কদরের নামাজ পড়ার নিয়ত করতে হবে। শবে ক্বদরের রাত, হাজার মাস হতে উত্তম। এই রাতে ইবাদত করা বিশেষ সওয়াবের কাজ।

(২৭) জীবনে ১ (এক) বার হইলেও সালাতুত তাসবীহ নামাজ পড়া চাই

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ! أَلَا أُعْطِيكَ؟ أَلَا أَمْنُكَكَ؟ أَلَا أَحْبُوكَ؟ أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خَصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَاةً وَعَمْدَةً، صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً سِرَّةً وَعَلَانِيَةً - عَشْرَ خَصَالٍ - أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكَعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرَكَعْتَ فَتَقُولُ لَهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُ لَهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُ لَهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُ لَهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُ لَهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُ لَهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ، فِي كُلِّ رَكَعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَاَفْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمْرِكَ مَرَّةً.

رواه أبو داود باب صلاة التسبيح رقم: ১২৭৮

অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, যে নবী কারীম (সাঃ), হযরত আব্বাস (রাযিঃ) কে বলিলেন, আব্বাস, হে আমার চাচা আমি কি আপনাকে একটি বখশীশ দিব না? একটি হাদিয়া পেশ করিব না? আমি কি আপনাকে এমন আমল বলিয়া দিব না, যখন আপনি উহা করিবেন আপনি দশটি উপকার লাভ

করিবেন ? অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপনার সামনের-পিছনের, নতুন-পুরাতন, জানিয়া অথবা না-জানিয়া, ছোট-বড় এবং গোপনে-প্রকাশ্যে করা সকল গুনাহই মাফ করিয়া দিবেন। সেই আমল এই যে, আপনি চার রাকাত (সালাতুত তাসবীহ নামাজ) পড়িবেন। যখন আপনি প্রথম রাকাতের ক্বেরাত শেষ করিবেন তখন রুকু পূর্বে দাঁড়ানো অবস্থায়

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ۞

পনের বার পড়িবেন। তারপর রুকু করিবেন এবং রুকুতেও এই কলেমাগুলি দশবার পড়িবেন। তারপর রুকু হইতে উঠিয়া দাঁড়ানো অবস্থায় এই কলেমাগুলি দশবার পড়িবেন। তারপর সেজদায় যাইবেন এবং উহাতেও এই কলেমাগুলি দশবার পড়িবেন। এরপর সেজদা হইতে উঠিয়া বসা অবস্থায় এই কলেমাগুলি দশবার পড়িবেন। দ্বিতীয় সেজদায় ও এই কলেমা গুলি দশবার পড়িবেন। অতঃপর দ্বিতীয় সেজদার পর ও দাঁড়াইবার পূর্বে বসিয়া বসিয়া এই কলেমাগুলি দশবার পড়িবেন। চার রাকাত এই পদ্ধতিতে পড়িবেন। এই নিয়মে প্রত্যেক রাকাতে এই কলেমাগুলি পঁচাত্তর বার পড়িবেন (হে আমার চাচা) যদি আপনার দ্বারা সম্ভব হয় তবে দৈনিক একবার এই নামাজ পড়িবেন। আর যদি আপনি ইহাও করিতে না পারেন তবে প্রতি জুমার দিন একবার পড়িবেন, আর যদি ইহাও করিতে না পারেন তবে মাসে একবার পড়িবেন। ইহাও না পারিলে তবে বছরে একবার পড়িবেন। আর যদি ইহাও সম্ভব না হয় তবে সারা জীবনে একবার অবশ্যই পড়িয়া লইবেন। (আবু দাউদ)

(২৮) সে ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম কথা, কার হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝

অর্থ : সে ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম কথা কার হতে পারে, যে লোকদিগকে, আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকে এবং নিজেও নেক আমল করে এবং বলে যে, আমি মুসলমানদের মধ্যে হতে একজন। আর সৎকাজ ও অসৎ কাজ সমান হয় না, অতএব আপনি এবং আপনার অনুসারীগণ সদ্যবহার দ্বারা অসদ্যবহারের প্রত্যুত্তর দিন। অতঃপর সদ্যবহারের পরিণতি এ হবে যে, আপনার সাথে যার শত্রুতা ছিল, সে অকস্মাৎ এমন হয়ে যাবে, যেমন একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে থাকে। এই চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে এবং এই চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান। (সূরা হা-মীম সিজদা : আয়াত ৩৩-৩৫)

ব্যাখ্যা : এই আয়াতের দ্বারা বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার দিকে দাওয়াত দিবে, তার জন্য সহনশীল, ধৈর্যশীল ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া জরুরী।

(২৯) পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করতে হবে

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ
لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ ۝٣٠ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ
ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝٣١ رَبُّكُمُ عَلِيمٌ بِمَا فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ إِنَّ
تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۝٣٢

অর্থ : তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা মাতার সাথে সদ্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদেরকে “উহঃ শব্দটিও বলো না (অর্থাৎ বিরক্তি, উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ক্রোধ ও ঘৃণাসূচক কোন কথা, বলো না) এবং তাদেরকে ধমক দিও না, তাদেরকে সম্মানসূচক কথা বলো। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর, যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে, তা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি তাওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল। (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ২৩-২৫)

সালাতুস তাসবীহ নামাজ

ক্রমিক	৪ রাকাত সালাতুস তাসবীহ
১	জায়নামাজের দোয়া
২	নিয়ত করে আল্লাহ্ আকবর বলে প্রথমে হাত তুলে ও পরে বেধে নামাজ শুরু করবো।
৩	ছানা পড়বো
	প্রথম রাকাত নামাজ শুরু হল
৪	সূরা ফাতিহা পড়বো
৫	অন্য একটি সূরা পড়বো (কমপক্ষে ৩ আয়াত)
৬	১৫ বার সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালাইলাহা ইল্লাল্লাহু আলাহু আকবর
৭	আল্লাহ্ আকবর বলে রুকুতে যাব ও ৩ বার রুকুর তাসবীহ পড়বো।
৮	১০ বার সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালাইলাহা ইল্লাল্লাহু আলাহু আকবর
৯	তাসমী পড়তে পড়তে সোজা হয়ে দাঁড়াবো
১০	দাঁড়ানো অবস্থায় তাহমীদ পড়বো
১১	১০ বার সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালাইলাহা ইল্লাল্লাহু আলাহু আকবর
১২	আল্লাহ্ আকবর বলে প্রথম সিজদায় যাব ও ৩ বার সিজদার তাসবীহ পড়বো।
১৩	১০ বার সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালাইলাহা ইল্লাল্লাহু আলাহু আকবর
১৪	সিজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে এক তসবীহ পরিমাণ বসবো
১৫	১০ বার সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালাইলাহা ইল্লাল্লাহু আলাহু আকবর
১৬	আল্লাহ্ আকবর বলে দ্বিতীয় সিজদায় যাবো ও ৩ বার সিজদার তসবীহ পড়বো
১৭	১০ বার সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালাইলাহা ইল্লাল্লাহু আলাহু আকবর
১৮	আল্লাহ্ আকবর বলে সোজা হয়ে বসবো।
১৯	১০ বার সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালাইলাহা ইল্লাল্লাহু আলাহু আকবর

ক্রমিক	দ্বিতীয় রাকাত নামাজ শুরু হল
২০	এখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত বেধে সূরা ফাতিহা পড়বো
২১	এখন ক্রমিক নং ৫ হতে ১৯ পর্যন্ত অনুসরণ করে দ্বিতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদা শেষে সোজা হয়ে বসে ১০ বার তাসবীহ পড়বো।
	মধ্যবর্তী বৈঠক
২২	আত্তাহিয়াতু পড়বো
	তৃতীয় রাকাত নামাজ শুরু হল
২৩	আত্তাহিয়াতু পড়া শেষ হলে সোজা হয়ে দাঁড়াবো।
২৪	৫ হতে ১৯ নং ক্রমিক অনুসরণ করে তৃতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদা শেষে সোজা হয়ে বসে ১০ বার তাসবীহ পড়বো।
	৪র্থ রাকাত নামাজ শুরু হল
২৫	সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত বেধে সূরা ফাতিহা পড়বো
২৬	৫ হতে ১৯ নং ক্রমিক অনুসরণ করে ৪র্থ রাকাতের দ্বিতীয় সিজদা শেষে সোজা হয়ে বসে ১০ বার তাসবীহ পড়বো।
	আখেরী বৈঠক
২৭	আত্তাহিয়াতু পড়বো
২৮	দরুদ শরীফ পড়বো
২৯	দোয়া মাসূরা পড়বো
৩০	সালাম ফিরানোর তাসবীহ পড়তে পড়তে প্রথমে ডানে ও পরে বামে সালাম ফিরাবো
৩১	মুনাজাত (এটা নামাজের অংশ নয়)
নোট	প্রতি রাকাতে ৭৫ বার তাসবীহ পড়তে হয়।

সালাতুস তাসবীহ নামাজের সংক্ষিপ্ত টেবিল

১.	কেরাত শেষে	১৫ বার
২.	রুকুতে	১০ বার
৩.	রুকু হতে দাঁড়িয়ে	১০ বার
৪.	প্রথম সিজদায়	১০ বার
৫.	প্রথম সিজদা হতে বসে	১০ বার
৬.	দ্বিতীয় সিজদায়	১০ বার
৭.	দ্বিতীয় সিজদা হতে বসে	১০ বার
*	প্রতি রাকাতে তাসবীহ	৭৫ বার

(৩০) নসীহত দ্বীনি আলোচনা ঈমানদারগণকে সুফল প্রদান করে

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُتَنَفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

অর্থ : হে নবী, আপনি বুঝাতে (দ্বীনি আলোচনা করতে) থাকুন,
কেননা বুঝানো (দ্বীনি আলোচনা) ঈমানদারগণকে সুফল প্রদান করে।
আমি মানুষ ও জিন জাতিকে আমার ইবাদত করার জন্যেই সৃষ্টি করেছি।
(৫১ সূরা আয যারিয়াত : আয়াত ৫৫-৫৬)

এস্তেখারা করিবার নিয়ম

রাত্রিবেলা নিদ্রা যাইবার পূর্বে অঙ্গু করে পাক-পবিত্র পোশাক পরিধান করে খালেছ দিলে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করিবো। অতঃপর নিম্নের দোয়াটি পাঠ করিয়া উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া কেবলামুখী কাত হইয়া নিদ্রা যাইবো। আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমতে কার্যের ফলাফল স্বপ্নের মাধ্যমে জানিতে পারিবো। এক রাত্রিতে কাংখিত বিষয় ফলাফল জানিতে না পারিলে তিন রাত্রি পর্যন্ত এস্তেখারা করিতে হইবে।

দোয়াটি এই :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ
فَضْلِكَ الْعَظِيمِ - فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ أَنْتَ عَلَّامُ
الْغُيُوبِ - اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي
وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - فَقَدِّرهْ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ -
وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -
فاصْرِفهْ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ -

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বি'ইলমিকা ওয়াস্তাক্বাদিরুকা
বিক্বদরাতিকা ওয়াসয়ালুকা মিন ফাদ্বলিকাল আযীম। ফা ইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা-
আক্বদিরু ওয়া তা'লামু ওয়া লা আলামু ওয়া আস্তা আল্লামুল ওইয়ুব। আল্লা-হুম্মা
ইন্ কুনঁতা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা খাইরুল্লী ফী দ্বীনি ওয়া মাআশী ওয়া
'আ-ক্বিবাতু আমরী; ফাক্বাদিরহু লী ওয়া ইয়া-স্সিরহু লী, ছুম্মা বারিক লী ফীহি।
ওয়া ইন্ কুনঁতা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা শাররুল্লী ফী দ্বীনি ওয়া মা'আ-শী
ওয়া 'আক্বিবাতু আমরী; ফাছরিফহু 'আন্নী ওয়াছরিফনী 'আনহু, ওয়াক্বদির লিল
খাইরা হাইছু কা-না ছুম্মার দ্বি-নী বিহী।

এস্তেখারা নামাজ : ২ রাকাত এস্তেখারার নামাজ ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত
নামাজের মত [পৃষ্ঠা-৪৫] শুধু মাত্র মনে মনে ২ রাকাত এস্তেখারা নামাজ পড়ার
নিয়ত করতে হবে।

মুসাফিরের নামাজে নিয়ম / কসর নামাজের নিয়ম

যদি কোন ব্যক্তি সফরের নিয়তে ১৫ দিন বা তার চেয়ে কম সময়ের জন্য নিজ বাড়ী হইতে ৪৮ মাইল দূরত্বের বা উহার বেশী পথ যাইবার জন্য রওনা করে, তবে নিজ এলাকা অতিক্রম করিবার পর হইতে সে মুসাফির বলিয়া গণ্য হইবে।

সফরে বাহির হইবার পর মুসাফির ব্যক্তিকে চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাজ কসর করিয়া দুই রাকাত আদায় করিতে হইবে। যেহেতু ইহা আল্লাহর হুকুম। অতএব মুসাফিরী অবস্থায় চার রাকাত ফরজ নামাজ দুই রাকাত কসর করা ফরজ। মুসাফির ব্যক্তি চার রাকাত নামাজ আদায় করিলে তাহার নামাজ আদায় হইবে না। তিন রাকাত বিশিষ্ট নামাজ তিন রাকাতই আদায় করিতে হইবে। বিতির নামাজ যথারীতি ৩ রাকাত পড়িতে হইবে।

তবে মুসাফির ব্যক্তি মুকীম ইমামের পিছনে মুক্তাদী হইয়া চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ আদায় করিলে উহা চার রাকাতই আদায় করিতে হইবে। আর মুসাফির ব্যক্তি ইমাম হইলে, মুকীম ব্যক্তি মুক্তাদী হইলে, ইমামের সালাম ফিরাইবার পরে সে আল্লাহ আকবার বলিয়া দাঁড়াইয়া সূরা কেরাত পাঠ না করিয়া বাকী দুই রাকাত নামাজ কিছু সময় দাঁড়াইয়া থাকিয়া রুকু সিজদা করিয়া বৈঠকে বসিয়া যথারীতি সালাম ফিরাইয়া নামাজ শেষ করিবো।

কাযা নামাজে নিয়ম

ভুল বশতঃ বা দ্বীনের বুঝ না থাকার কারণে কোন ওয়াক্তের নামাজ ছুটিয়া গেলে, এই নামাজ পরবর্তীতে আদায় করাকে কাযা নামাজ বলা হয়। কাহারো ফরজ কিংবা ওয়াজিব নামাজ ছুটিয়া গেলে, উহার কাযা আদায় করিতেই হইবে। কিন্তু সুন্নাত নামাজের কাযা আদায় করিবার বিধান নাই। তবে ফজরের নামাজ কাযা হইলে উহা ঐ দিন যোহরের পূর্বে কাযা আদায় করিলে সুন্নাতসহ আদায় করার নিয়ম আছে।

উমরী কাযা নামাজ আদায়ের বিবরণ

কাহারো অনেক দিনের নামাজ কাযা হয়েছে, যার ওয়াক্তের সংখ্যা অজানা, এটাকে উমরী কাযা বলে। যেমন ধরা যাক কোন ব্যক্তির বয়স ৪৬ সে সারা জীবন বেনামাজীর মত জীবন যাপন করেছে। হয়তো জুমার সে পড়েছে, বেশী ভাগ নামাজই সে পড়ে নাই। আজ হয়তো আল্লাহ তাকে দ্বীনের বুঝ দিয়েছেন, সে আজ হতে নামাজ পড়ার নিয়ত করেছে। তার জন্য উমরী কাজা নামাজ পড়তে হবে। কোন ফরজ নামাজই অনাদায়ী থাকা অনুচিত। এর জন্য আল্লাহর দরবারে কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ হবে। হাদীসে আছে, আল্লাহর দরবারে সর্বপ্রথম নামাজ সম্পর্কেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং উমরী কাযা আদায় করা অত্যাবশ্যিক। এরূপ নামাজে কোন সময় নির্ধারিত নেই। যে তিন সময়ে নামাজ পড়া নাজায়েয, তা বাদে যেকোন সময় পড়া যায়। এমনকি কয়েক ওয়াক্তের কাযাও এক সাথে পড়া যায়। উমরী কাযা পড়তে এরূপ নিয়ত করবো আমার জীবনের প্রথম ফজর বা যোহরের কাযা আদায় করতেছি। এভাবে যে ওয়াক্তের কাযা পড়বে, সে ওয়াক্তের নাম বলবো। আশা করা যায়, আল্লাহ তা'আলা ওয়াক্তমত নামাজ না পড়ার অপরাধ মাফ করে দেবেন।

(৩১) জাহান্নামীরা বলবে, আমরা যদি শুনতাম বা বুঝি খাটাতাম

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ۖ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ؕ
إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۝ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي
أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ فَأَعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ ۖ فَسُكِّتَ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝

অর্থ : তারা বলবে, হাঁ আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ তা'আলা কোন কিছু নাযিল করেননি। তোমরা মহাবিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ। তারা আরও বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বুঝি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না। অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামীরা দূর হোক। (৬৭ সূরা আল মুলক : আয়াত ৯-১১)

চতুর্থ অধ্যায়

নামাজের নিয়ম কানুন :

(১) নামাজ কেয়ামতের দিন নূর হইবে, দলিল হইবে, নাজাতের কারণ হইবে

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَقَالَ : مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ، وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبِي بَنْ خَلْفٍ . رواه أحمد والطبرانی في الكبير والأوسط، ورجال أحمد

ثقات، مجمع الزوائد ২/২

অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাজের আলোচনা প্রসঙ্গে এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি নামাজের এহতেমাম করিবে এই নামাজ কেয়ামতের দিন তাহার জন্য আলো হইবে, তাহার (প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার) প্রমাণ হইবে এবং কেয়ামতের দিন শাস্তি হইতে বাঁচিবার উপায় হইবে। যে ব্যক্তি নামাজের এহতেমাম করে না তাহার জন্য কেয়ামতের দিন কোন আলো হইবে না, তাহার (ঈমানদার হওয়ার) কোন প্রমাণ থাকিবে না, আর না শাস্তি হইতে বাঁচিবার কোন উপায় থাকিবে। সে কেয়ামতের দিন ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালাফের সাথে থাকিবে। (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

(২) যাহারা অধিক পরিমাণে মসজিদে যাইতে অভ্যস্ত তাহাদেরকে ঈমানদার হিসাবে সাক্ষী দেওয়া যাইবে

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ). رواه

الترمذی وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة التوبة.

অর্থ : হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমরা কাহাকেও অধিক পরিমাণে মসজিদে আসিতে অভ্যস্ত দেখ তখন তাহার ঈমানদার হওয়ার সাক্ষ্য দাও। আল্লাহ তা'আলার এরশাদ -

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .

(সূরা : আত-তওবা, আয়াত : ১৮)

অর্থাৎ মসজিদ সমূহকে ঐ সমস্ত লোকেরাই আবাদ করে, যাহারা আল্লাহ তা'আলা ও কেয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে। (তিরমিযী)

(৩) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামাজ কিরূপ ছিল?

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً وَهُوَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَدِينَةِ قَالَ: فَقُمْتُ أُصَلِّي وَرَاءَهُ يُخَيِّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ، فَاسْتَفْتَمُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَقُلْتُ إِذَا جَاءَ مِائَةَ آيَةٍ رَكَعَ، فَجَاءَهَا فَلَمْ يَرَكَعَ، فَقُلْتُ إِذَا جَاءَ مِائَتَيْنِ آيَةٍ رَكَعَ، فَجَاءَهَا فَلَمْ يَرَكَعَ، فَقُلْتُ إِذَا خَتَمَهَا رَكَعَ، فَخَتَرَ فَلَمْ يَرَكَعَ، فَلَمَّا خَتَرَ قَالَ:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، وَثَرَأُثْرُ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ،
 فَقُلْتُ إِنَّ خَتَمَهَا رَكَعَ، فَخَتَمَهَا وَلَمْ يَرْكَعْ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ
 الْحَمْدُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَةَ الْمَائِدَةِ، فَقُلْتُ: إِذَا خَتَمَ رَكَعَ
 فَخَتَمَهَا فَرَكَعَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَيَرْجِعُ شَفْتِيهِ
 فَأَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَجَدَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّي
 الْأَعْلَى، وَيَرْجِعُ شَفْتِيهِ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا أَفْهَمُ غَيْرَهُ ثُمَّ
 افْتَتَحَ سُورَةَ الْأَنْعَامِ فَتَرَكَتُهُ وَذَهَبَتْ. رواه عبد الرزاق في مصنفه ١٣٤/٢

অর্থ : হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট গেলাম। তিনি মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে নামাজ পড়িতেছিলেন। আমিও তাঁহার পিছনে নামাজ পড়িতে দাঁড়াইয়া গেলাম। আমার ধারণা ছিল যে, তিনি জানেন না যে, আমি তাঁহার পিছনে নামাজ পড়িতেছি। তিনি সূরা বাকারা শুরু করিলেন, আমি মনে মনে ভাবিলাম, হয়ত একশত আয়াতের পর রুকু করিবেন। কিন্তু তিনি যখন একশত আয়াত পড়িয়া রুকু করিলেন না তখন ভাবিলাম, দুইশত আয়াত পড়িয়া রুকু করিবেন। কিন্তু তিনি যখন দুইশত আয়াত পড়িয়া রুকু করিলেন না তখন আমি ভাবিলাম, হয়ত সূরা শেষ করিয়া রুকু করিবেন। যখন তিনি সূরা শেষ করিলেন তখন তিনবার اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ পড়িলেন। অতঃপর সূরা আলে ইমরান শুরু করিলেন। আমি ধারণা করিলাম যে, এই সূরা শেষ করিয়া তো রুকু করিবেনই। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই সূরা শেষ করিলেন, কিন্তু রুকু করিলেন না, বরং তিন বার اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ পড়িলেন। অতঃপর সূরা মায়েদাহ আরম্ভ করিয়া দিলেন। আমি চিন্তা করিলাম, সূরা মায়েদাহ শেষ করিয়া রুকু করিবেন। সুতারাং

তিনি সূরা মায়দাহ শেষ করিয়া রুকু করিলেন। আমি তাঁহাকে রুকুতে **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ** পড়িতে শুনিলাম এবং তিনি নিজের ঠোট মোবারক নাড়াইতেছিলেন। (যাহাতে) আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি উহার সহিত আরও কিছু পড়িতেছেন। অতঃপর তিনি সেজদা করিলেন। আমি তাঁহাকে সেজদাতে **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** পড়িতে শুনিলাম এবং তিনি তাঁহার ঠোট মোবারক নাড়াইতেছিলেন। যাহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি উহার সাথে আরও কিছু পড়িতেছেন যাহা আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম না। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আনআম শুরু করিলে আমি তাহাকে নামাজরত অবস্থায় ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম। [কারণ, আমি নবী করীম (সাঃ) এর সহিত আর নামাজ পড়িতে সাহস করিতে পারিলাম না।] (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক)

(৪) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শোকর গুজার বান্দা হওয়া

عَنْ عَطَاءٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَخْبِرِيْنِي بِأَعْجَبَ مَا رَأَيْتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ : وَأَيُّ شَأْنِهِ لَمْ يَكُنْ عَجَبًا ؟ إِنَّهُ أَتَانِي لَيْلَةً فَدَخَلَ مَعِيَ لِحَافِي ثُمَّ قَالَ : ذَرِينِي أَتَعَبَّدُ لِرَبِّي ، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي ، فَبَكَى حَتَّى سَالَتْ دُمُوعُهُ عَلَى صَدْرِهِ ، ثُمَّ رَكَعَ فَبَكَى ثُمَّ سَجَدَ فَبَكَى ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَبَكَى ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى جَاءَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا يُبْكِيكَ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قَالَ : أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ، وَلِمَ لَا أَفْعَلُ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ

هَذِهِ اللَّيْلَةُ : (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ) الْآيَاتِ

أَخْرَجَهُ ابْنُ حَبَانَ فِي صَكِّهِ، إِقَامَةُ الْحُجَّةِ ص ۱۱۳

অর্থ : হযরত আতা (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে আমি হযরত আয়শা (রাযিঃ) এর নিকট আরজ করিলাম, নবী করীম (সাঃ) এর কোন আশ্চর্য বিষয়, যাহা আপনি দেখিয়াছেন, আমাকে শুনাইয়া দিন। হযরত আয়শা (রাযিঃ) বলিলেন, নবী করীম (সাঃ) এর কোন জিনিস আশ্চর্যজনক নয়। এক রাতে তিনি আমার কাছে ছিলেন, এবং আমার সাথে আমার লেপের ভিতর শায়িত ছিলেন। তাহার পর বলিলেন, ছাড় আমি আমার রবের প্রার্থনা করিবো। এই বলিয়া তিনি শয্যা হইতে উঠিলেন, অয়ু করিলেন, এরপর নামাজের জন্য দাড়াইয়া গেলেন এবং ত্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমনকি চোখের পানি সীনা মোবারকের উপর বহিতে লাগিলো। অতপর রুকু করিলেন উহাতেও এই ভাবে কাঁদিলেন। অতঃপর সেজদা করিলেন উহাতেও এইভাবে কাঁদিলেন। অতঃপর সেজদা হইতে উঠিলেন এবং এইভাবে কাঁদিলেন। অবশেষে হযরত বেলাল (রাযিঃ) আসিয়া ফজরের নামাজের জন্য ডাক দিলেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ তা'আলা যখন আপনার সামনের ও পিছনের সকল গুনাহ (যদি হইয়াও থাকে) মাফ করিয়া দিয়াছেন তখন আপনি এত কেন কাঁদিতেছেন? তিনি এরশাদ করিলেন, তবে কি আমি শোকরগুজার বান্দা হইব না? আর আমি এরূপ কেন করিব না, যখন আজ আমার উপর إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

(সূরা : আলে-ইমরান, আয়াত : ১৯০)

হইতে সূরা আলে ইমরানের শেষ পর্যন্ত আয়াতসমূহ নাযিল হইয়াছে। (ইবনে হিব্বান, একামাতুল হুজাত)

নামাজের প্রধান শর্ত

নামাজের প্রধান শর্ত ঈমান। যার ঈমান নেই, তার নামাজ পড়ে লাভ নেই। কাজেই কুরআন হাদীসে ঈমান আনতে হবে। ঈমান অর্থ বিশ্বাস। কিন্তু শরীয়ত বিধানে ঈমান মানে- (১) আন্তরিক বিশ্বাস (২) মৌখিক অঙ্গীকার (৩) এবং তদানুযায়ী আমল।

অন্তরে বিশ্বাস রেখে মুখে বলবো-

أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَأْتُكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرَهُ
وَشَرَّهُ وَالْمَوْتَ وَالْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ -

উচ্চারণ- আ-মানতু বিল্লাহি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী ওয়ালা ইয়াওমিল আ-খিরি ওয়ালা কাদরি খাইরিহী ওয়া শাররিহী ওয়ালা মাওতে ওয়ালা বাআসি বাআদাল মাওতে ওয়ালা জান্নাতির ওয়ান্না-র।

অর্থ- আমি (১) আল্লাহর উপরে (২) তাঁর ফেরেশতাগণ (৩) তাঁর কিতাবসমূহ (৪) তাঁর রসূলগণ (৫) পরকাল (৬) ভাগ্যের ভাল ও মন্দ (৭) মৃত্যু (৮) মৃত্যুর পর পুনরুত্থান (৯) জান্নাত ও (১০) জাহান্নামের বিশ্বাস করলাম। (মুসলিম ও মিশকাত)

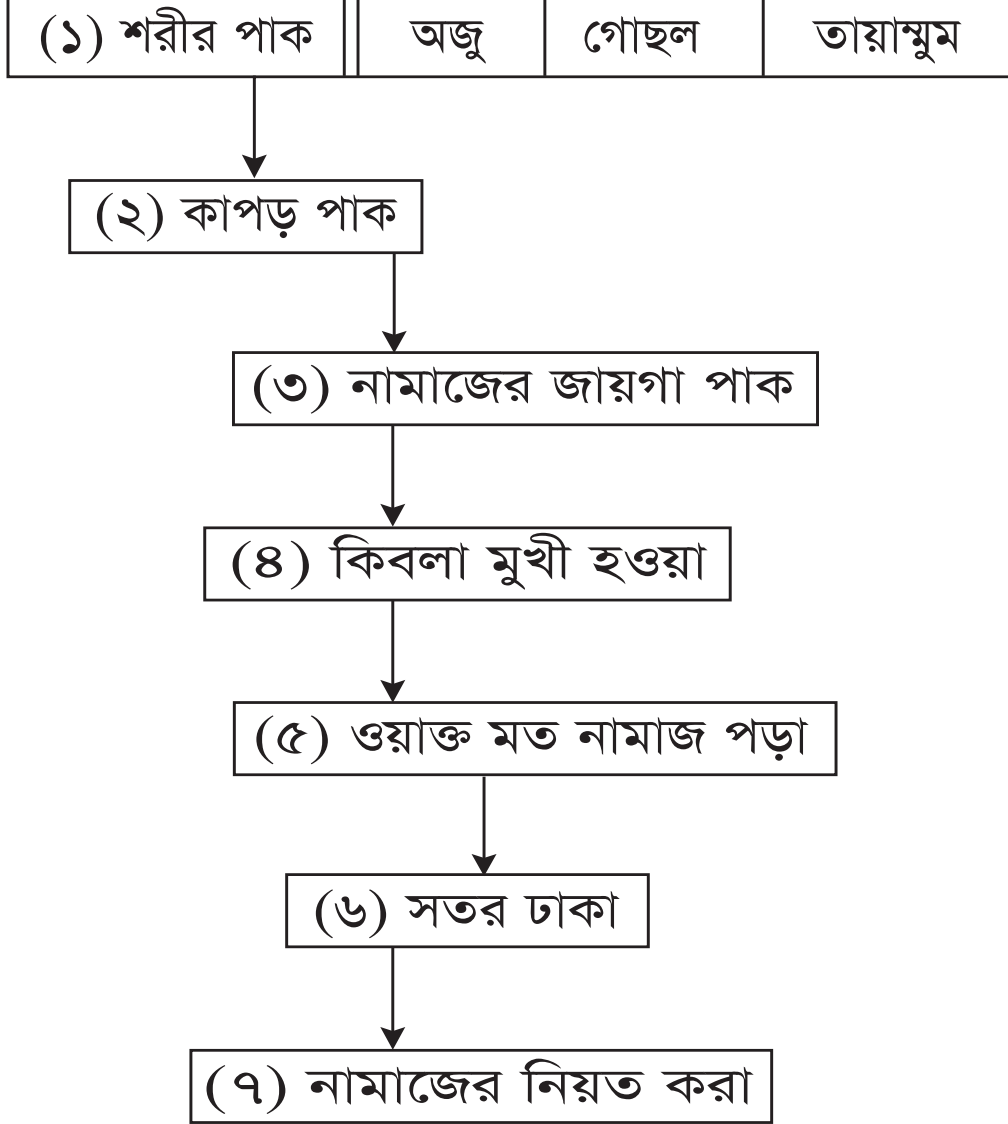
সূরা ফাতিহা পাঠ

প্রত্যেক নামাজে প্রত্যেক রাকাতে প্রত্যেক মুসল্লীর সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরজ [একাকী নামাজ পড়া অবস্থায়] (বুখারী)। রাসূলে আকরাম (সা.) বলেছেন-

لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ *

অর্থ- যে ব্যক্তি নামাজে সূরা ফাতিহা (আলহামদু সূরা) পড়ে না, তার নামাজ হয় না। (বুখারী ৭৫৬, মুসলিম ৩৯৪, তিরমিযী ২৪৭, আবু দাউদ ৮২২, ইবনে মাজাহ ৮৩৭, মিশকাত ৮২২)

নামাজের বাহিরে ৭টি ফরজ (আহকাম)



নোট : পুরুষদের সতর নাভীর উপর হতে হাটুর নীচ পর্যন্ত এবং মহিলাদের সতর মুখমণ্ডল ছাড়া সমস্ত শরীর।

নামাজের ভিতর ৬টি ফরজ (আরকান)

(১) আল্লাহ্ আকবর বলে নামাজ শুরু করা



(২) দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া



(৩) কেরাত পড়া



(৪) রুকু করা



(৫) সিজদা করা



(৬) আখেরী বৈঠক

নামাজের ওয়াক্ত বা সময়

আল্লাহ তা'য়ালা জিবরাইল ফিরিশ্তাকে পাঠিয়ে আপন নবীকে হাতে ধরিয়ে নামাজের ওয়াক্ত দেখিয়ে শিখিয়ে দিয়েছেন।

১. ফজর : রাত শেষে পূর্বাকাশে সাদা আলোর রেখা দেখা দেয়, এটাকে সুবহে ছাদেক বলে। সুবহে ছাদেক হওয়ার পর হতে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ফজরের নামাজের সময়।

২. যোহর : সূর্য ঠিক মাথার উপর হতে পশ্চিম দিকে হেলেছে বুঝা যাওয়ার পর হতে কোন বস্তুর সম পরিমাণ ছায়া হওয়া পর্যন্ত যোহারের নামাজের উত্তম সময়। কোন বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্তও যোহর পড়া যায়।

৩. আসর : কোন বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর হতে সূর্য লাল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আসরের উত্তম সময়। সূর্যের রং লাল হওয়ার পরও অনিবার্য কারণ বশতঃ আসর পড়া যায়।

৪. মাগরিব : সূর্য অস্ত যাওয়া মাত্রই মাগরিবের ওয়াক্ত হয় এবং পশ্চিম দিক লাল থাকা পর্যন্ত ওয়াক্ত থাকে।

৫. এশা : পশ্চিম আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকলে অর্থাৎ লালও নেই, সাদাও নেই, তখন এশার ওয়াক্ত হয় এবং রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত ভাল ওয়াক্ত থাকে। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর থেকে সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত এশার নামাজ পড়া যায়।

নোট : বইটির শেষে নামাজের চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার দেয়া আছে।

অজুর ফরজ ৪টি

অজুর মধ্যে চারটি ফরজ। যথা— (১) সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল একবার ধৌত করা। (২) উভয় হাত কনুইসহ একবার ধৌত করা (৩) মাথার এক চতুর্থাংশ একবার মাছেহ করা (ভিজা হাত দিয়ে মোছা)। (৪) উভয় পা টাখনুসহ একবার ধৌত করা। এই ফরজ সমূহের যে কোন একটি বাদ পড়িলে অজু শুদ্ধ হইবে না।

গোসলের ফরজ ৩টি

গোসলের মধ্যে তিনটি ফরজ, যথা : (১) গরগরার সহিত কুলি করা, কিন্তু রোযা রাখাবস্থায় গরগরা করা নিষেধ। (২) নাকের ভিতরের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌঁছানো, (৩) মাথা হইতে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছাইয়া ধৌত করা। উপরোক্ত তিনটি ফরজ সমূহের কোন একটি বাদ পড়িলে গোসল শুদ্ধ হইবে না।

৩ কারণে গোসল ফরজ

(১) যে কোন কারণে বীর্য হয় নির্গত হইলে, (২) স্বপ্ন দোষ হইলে, (৩) সহবাস করিলে। এছাড়া মহিলাদের হায়েজ ও নফাসের পরে গোসল করা ফরজ।

২ কারণে ওয়াজিব গোসল হয়

(১) কোন কাফের লোক নাপাক অবস্থায় মুসলমান হইলে তাহার জন্য গোসল করা ওয়াজিব হইবে। (২) মুর্দা ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া ওয়াজিব।

নামাজে ফরজসমূহ

নামাজে বাহিরে ও ভিতরে মোট ১৩টি ফরজ। নামাজে বাহিরে মোট ৭টি ফরজ এইগুলিকে নামাজে আহকাম বলা হয়। যথা : (১) শরীর পাক হওয়া, (২) পরিধানের কাপড় পাক হওয়া, (৩) নামাজে জায়গা পাক হওয়া, (৪) সতর ঢাকা অর্থাৎ কাপড় পরিধান করিয়া নামাজ পড়া। (৫) কেবলামুখী হইয়া নামাজ পড়া, (৬) ওয়াক্ত মত নামাজ পড়া এবং (৭) নামাজের নিয়ত করা।

নামাজে ভিতরে ৬টি ফরজ। এইগুলিকে নামাজে আরকান বলা হয়। যথা - (১) আল্লাহ্ আকবর বলে নামাজ শুরু করা, (২) দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া, (৩) কেরাত পড়া, (৪) রুকু করা, (৫) সিজদাহ করা, (৬) শেষ বৈঠকে বসা।

তায়াম্মুমের ফরজ

(১) তায়াম্মুমের নিয়ত করা। (২) তায়াম্মুমের বস্তুর উপর হাত দুইটি ঘসে সমস্ত মুখমণ্ডল একবার মাছেহ করা, (৩) তায়াম্মুমের বস্তুর উপর হাত ঘসে প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত কনুই পর্যন্ত মাছেহ করা।

নামাজে দরকারী দোয়া ও তাস্বীহসমূহ জায়নামাজের দোয়া

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ *

উচ্চারণ : ইন্-নি- ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী-ফাতরস্ সামা-ওয়া-তি
ওয়াল আরদ্ব হানী-ফাওঁ ~ ওয়ামা-আনা মিনাল মুশরিকী - - - ন।

অর্থ : যিনি আসমান ও জমীন সৃষ্টি করেছেন, নিশ্চয় আমি আমার মুখমণ্ডল
তাঁর দিকে ফিরিলাম। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

ছানা

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ
غَيْرُكَ *

উচ্চারণ : সুবহাঁ-নাকা ল্ল-হুম-মা ~ ওয়া বিহাম্দিকা ওয়া তাবা-রকাসমুকা ওয়া
তায়্যা'-লা- জাদুকা ওয়া লা - - - ইলা-হা গইরুকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি পাক ও পবিত্র। আপনারই জন্য প্রশংসা। আপনার
নাম সমূহ বরকতময়। আপনার মর্যাদা অনেক উচ্চে। আপনি ব্যতীত কোন
ইলাহ নেই। (মুসলিম-৯১৮)

রুকুর তাসবীহ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ○

উচ্চারণ : সুবহাঁ-না রব্বিইয়াল 'আযী - - - ম।

অর্থ : আমার মহান রব যাবতীয় দোষ ত্রুটি হতে মুক্ত, তিনি মহান।

তাসমী

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ *

উচ্চারণ : সামি'আল্ল-হু লিমান হামিদাহ।

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, তিনি তাহা শুনে।

তাহমীদ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ *

উচ্চারণ : রব্বানা-লাকাল হাম্দ।

অর্থ : আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু পবিত্র।

সিজদাহর তাসবীহ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى *

উচ্চারণ : সুব্হা-না রব্বিইয়াল আ'লা-।

অর্থ : আল্লাহ অতি মহান ও পবিত্র।

তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যাতু)

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ - السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ - السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ *
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ *

উচ্চারণ : আত্ভাহিয়া-তু লিল্লা-হি ওয়াছ্ছলা-ওয়া-তু ওয়াত্ত্বইবা-তু, আস্সালা-মু 'আলাইকা আইয়ুহান্ ~ নাবিয়ু ওয়া রহ্মাতুল্ল-হি ওয়া বারকা-তুহ্। আস্সালা-মু 'আলাইনা- ওয়া 'আলা-'ইবা-দিল্লা-হিছ্ ছ-লিহী - - - ন। আশ্হাদু আল লা- - - ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়া আশ্হাদু আন ~ না মুহাম~মাদান 'আব্দুহু-ওয়া রসূ-লুহ্।

অর্থাৎ মৌখিক, শারীরিক, আর্থিক সমস্ত এবাদত ও পবিত্রতা আল্লাহ তা'আলার জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষিত হউক। আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতিও শান্তি বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ মা'বুদ নাই এবং ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

দুরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ۝ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى
اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ ۝ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ
عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ۝ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى
اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ ۝ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝

উচ্চারণ : আল্ল-হুম~ মা ছল্লি 'আলা-মুহাম~মাদিওঁ ~ ওয়া 'আলা - - - আ-লি মুহাম~মাদ। কামা-ছল্লাইতা 'আলা - - - ইবর-হী-মা ওয়া 'আলা - - - আ-লি ইবর-হী-মা ইন্-নাকা হামি-দুম্ ~ মাজি - - - দ। আল্ল-হুম~মা বা-রিক 'আলা-মুহাম~মাদিওঁ ~ ওয়া 'আলা - - - আ-লি মুহাম~মাদ। কামা-বারকতা 'আলা - - - ইবর-হী-মা ওয়া 'আলা - - - আ-লি ইবর-হী-মা, ইন্-নাকা হামি-দুম্ ~ মাজি - - - দ।

অর্থ : হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি সেইরূপ শান্তি বর্ষণ করুন, যেইরূপ আপনি ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি বর্ষণ করিয়াছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত। হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন, যেইরূপ আপনি ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।

দোয়া মাসূরা

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا * وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ
اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ * مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ * اِنَّكَ اَنْتَ
الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ *

উচ্চারণ : আল্ল-হুম~ মা ইন~ নি- যলামতু নাফসী- যুলমাৎ~ ~ কাছীরাওঁ~
ওয়ালা- ইয়াগ্ ফিরুজ্জুনু-বা ইল্লা - - - আৎ~ ~ তা ফাগফির লী-মাগফিরতাম্~
মিন্ 'ইৎ~~ দিকা ওয়ারহামনী- ইন্~ নাকা আৎ~~ তাল গফু-রুর রহী - - - ম।

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমি আমার নফসের (দেহ ও আত্মার) উপর অনেক জুলুম করিয়াছি, আর আপনি ছাড়া গুনাহ মাফ করার কেহ নাই। অতএব হে আল্লাহ অনুগ্রহ পূর্বক আপনি আমার গুনাহ মাফ করুন এবং আমার উপর দয়া করুন। নিশ্চয়ই আপনি দয়াময় ও পাপ মার্জনাকারী।

দোয়া কুনুত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغِيْثُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَیْكَ
وَنُثْنِیْ عَلَیْكَ الْخَیْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ
مَنْ یَّفْجُرُكَ * اَللّٰهُمَّ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّیْ وَنَسْجُدُ
وَ اِلَیْكَ نَسْعٰی وَنَخْفِیْ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰی عَذَابَكَ اِنَّ
عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ *

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্ ~ মা ইন্ ~ না নাস্তা'ই-নুকা ওয়া নাস্তাগ্ফিরুকা ওয়া
নু'মিনুবিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু 'আলাইকা ওয়া নুছনী- 'আলাইকাল খই-র, ওয়া
নাশ্কুরুকা ওয়ালা- নাক্ফুরুকা ওয়া নাখ্লাউ' ওয়া নাত্ৰুকু মাই-ইয়াফজুরুকা ।
আল্ল-হুম্ ~ মা ইয়া-কা না'বুদু ওয়া লাকা নুছললী- ওয়া নাস্জুদু, ওয়া ইলাইকা
নাসা'আ- ওয়া নাহ ফিদু ওয়া নারজু- রহমাতাকা ওয়া নাখশা-'আযা-বাকা, ইন ~
না 'আযা-বাকা বিল্ কুফ্ফা-রি মুলহিক্ ।

অর্থ : হে আল্লাহ্! আমরা আপনার কাছে সাহায্য চাহিতেছি এবং ক্ষমা
প্রার্থনা করিতেছি। আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি, আপনার প্রতি
নির্ভর করিতেছি, আপনার গুণগান প্রকাশ করিতেছি এবং আপনার প্রতি
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি এবং আপনাকে অস্বীকার করিতেছি না। যে
আপনার হুকুমের বিরুদ্ধে চলে তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতেছি এবং
ত্যাগ করিতেছি। হে আল্লাহ্! আমরা আপনারই উপাসনা করিতেছি, আপনার
জন্যই নামাজ আদায় করিতেছি এবং আপনাকেই সিজদা করিতেছি। আমরা
আপনাকে ভয় করিতেছি! আপনার সামনে হাজির আছি, আপনার রহমতের
আকাংখা করি এবং আপনার শাস্তিকে ভয় করিতেছি, আর কাফেরদের প্রতিই
আপনার আযাব পতিত হইবে।

নামাজের ওয়াজিবের বর্ণনা

নামাজের ওয়াজিব ১৪টি।

১। সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করা।

২। সূরায়ে ফাতেহার সাথে অন্য সূরা* পাঠ করা।

৩। নামাজের তরতীব তথা ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা।

৪। রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৫। সেজদার সময় নাক ও কপাল উভয় অঙ্গকে মাটিতে রাখা।

৬। সেজদার ক্ষেত্রে উভয় পায়ের কোন এক অংশ অন্তত এক তাসবীহ পরিমাণ মাটিতে রাখা।

৭। উভয় সেজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা।

৮। রুকু সেজদাগুলো এমনভাবে আদায় করা যেন, অঙ্গসমূহ যথাস্থানে স্থির হয়ে যায়।

৯। প্রথম বৈঠক করা অর্থাৎ দুই রাকাত নামাজ আদায় করার পর বসা।

১০। উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যা তু পাঠ করা।

১১। ফরজ নামাজের মাগরিব, ইশার প্রথম দুই রাকাতে, জুমার নামাজে, উভয় ঈদের নামাজে তারাবীহ্ ও রমজান মাসের বিতিরের নামাজে ইমামের উচ্চস্বরে কেরাত পড়া, জোহর, আছর ও মাগরিবের শেষ রাকাতেও ইশার শেষ দুই রাকাতে ইমামের কুরাত আস্তে পাঠ করা।

১২। বেতের নামাজে দোয়ায়ে কুনুত পড়া।

১৩। উভয় ঈদের নামাজে ‘ছয়’ তাকবীর বলা।

১৪। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ বলে নামাজ শেষ করা।

* কমপক্ষে ৩ আয়াত।

নামাজ ভঙ্গের কারণসমূহ

নামাজ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য যেমন কিছু শর্ত রয়েছে, তেমনিভাবে নষ্ট হওয়ার জন্যও কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। নিম্নোক্ত কারণে নামাজ নষ্ট হয়ে যায়। যেমন—

১. নামাজে মধ্যে কথা বলা।
২. নামাজে মধ্যে সালাম দিলে।
৩. নামাজে মধ্যে এমন করলে যা দূর থেকে দেখলে মনে হয় যে, লোকটি নামাজ পড়ছে না।
৪. ইমাম ব্যতীত অন্যকে লোকমা দেয়া।
৫. দুঃখসূচক শব্দ (উহ্, আহ্) উচ্চারণ করা।
৬. নামাজের ফরজ ছুটে গেলে।
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব ছেড়ে দিলে।
৮. নামাজে অউহাসি দিলে।
৯. কিরাত ভুল করলে।
১০. নেশাগ্রস্ত অবস্থা নামাজ পড়লে।
১১. নামাজীর সিনা কেবলার দিক থেকে অন্য দিকে ঘুরে গেলে।
১২. সালামের উত্তর দিলে।
১৩. নামাজে ক্বিরায়াত দেখে দেখে পড়লে।
১৪. নামাজী মহিলা বাচ্চাকে দুধ পান করালে।
১৫. ডানে বামে চলাফেরা করলে।
১৬. অপবিত্র স্থানে সিজদা করলে।
১৭. হাঁচির জবাব দিলে।
১৮. অপ্রাসঙ্গিক কিছু (ইনালিল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ ইত্যাদি) বললে।

নামাজে নিষিদ্ধ সময়

১. সূর্য উদয়ের সময়।
২. ঠিক দুপুরের সময়।
৩. সূর্যাস্তের সময়।

তায়াম্মুমের ফরজ সমূহ

তায়াম্মুমের ফরজ তিনটি, (১) নিয়ত করা (২) সমস্ত মুখমণ্ডল মাসেহ করা (যতটুকু ওজুতে ধুতে হয়) (৩) উভয় হাতের কনুইসহ মাসেহ করা।

কোন অবস্থায় তায়াম্মুম করা বৈধ

- (১) এক মাইলের মধ্যে পানি না পেলে।
- (২) অসুস্থ অবস্থায় পানি ব্যবহারের প্রতি অক্ষম হলে অথবা পানি ব্যবহার করলে মৃত্যু রোগ বৃদ্ধি কিংবা রোগ সৃষ্টির আশংকা থাকলে তায়াম্মুম করা বৈধ।
- (৩) যানবাহনের আরোহানবস্থায় যদি পানি না পাওয়া যায় এবং পানি আনতে গেলে গাড়ি ছেড়ে দেয়ার ভয় থাকলে।

অজু ভঙ্গের কারণ

- (১) পায়খানা পেশাব করলে অথবা পেশাব বা পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু (বায়ু / বীর্য) বের হলে।
- (২) শরীরের কোন স্থান হতে রক্ত, পুঁজ বা পানি বের হয় গড়িয়ে পড়লে।
- (৩) মুখ ভরে বমি করলে।
- (৪) থুথুতে রক্তের পরিমাণ সমান বা বেশী হলে।
- (৫) চিৎ কাত বা উপুর হয়ে নিদ্রা গেলে।
- (৬) পাগল, মাতাল বা অজ্ঞান হলে।
- (৭) নামাজে উচ্চস্বরে হাসলে।

পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের নামাজের পার্থক্য

পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের নামাজ প্রায়ই এক রকম, মাত্র কয়েকটি বিষয় পার্থক্য।

১. তাকবীরে তাহরিমার সময় পুরুষ চাদর হতে হাত বের করে কান পর্যন্ত উঠাবে। স্ত্রীলোক হাত বের করবে না, কাপড়ের ভিতর রেখে কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে।

২. তাকবীরে তাহরিমা বলে পুরুষ নাভীর নীচে হাত বাঁধবে। স্ত্রীলোক বুকের উপর হাত বাঁধবে।

৩. পুরুষ হাত বাঁধার সময় ডান হাতের বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুল দ্বারা হাল্কা বানিয়ে বাম হাতের কজি ধরবে এবং ডান হাতের অনামিকা, মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুল বাম হাতের কলাইর উপর বিছিয়ে রাখবে। আর স্ত্রীলোক শুধু ডান হাতের পাতা বাম হাতের পাতার পিঠের উপর রেখে দিবে, কজি ধরবে না।

৪. রুকু করার সময় পুরুষ এমনভাবে ঝুঁকবে যেন মাথা পিঠ এবং কোমর এক বরাবর হয়। স্ত্রীলোক এই পরিমাণ ঝুঁকবে যাতে হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে।

৫. রুকুর সময় পুরুষ হাতের আঙ্গুলগুলি মিলিয়ে হাত হাঁটুর উপর রাখবে। স্ত্রীলোক আঙ্গুল হাঁটু পর্যন্ত শুধু পৌঁছাবে।

৬. রুকুর সময় পুরুষ কনুই পাজর হতে ফাঁক রাখবে। আর স্ত্রীলোক কনুই পাজরের সাথে মিলিয়ে রাখবে।

৭. সেজদার সময় পুরুষ পেট উরু হতে এবং বাজু বগল হতে পৃথক রাখবে। আর স্ত্রীলোক পেট রানের (উরুর) সাথে এবং বাজু বগলের সাথে মিলিয়ে রাখবে।

৮. সেজদার সময় পুরুষ কনুই মাটি হতে উপরে শূন্যে রাখবে। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোক কনুই মাটির সাথে মিলিয়ে রাখবে।

৯. সেজদার মধ্যে পুরুষ লোক পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলার দিকে মুড়িয়ে রেখে তার উপর ভর দিয়ে পায়ের পাতা দু'খানা খাড়াভাবে রাখবে। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোক উভয় পায়ের পাতা ডানদিকে বের করে মাটিতে বিছিয়ে রাখবে।

১০. বসার সময় পুরুষ ডান পায়ের আঙ্গুল কেবলার দিকে মুড়িয়ে রেখে তার উপর ভর দিয়ে ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখবে এবং বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে তার উপর বসবে। আর স্ত্রীলোক পায়ের পাতার উপর বসবে না চোতর (নিতম্ব বা পাছা) মাটিতে লাগিয়ে বসবে এবং উভয় পায়ের পাতা ডান দিকে বের করে দিবে এবং ডান রান বাম রানের উপর এবং ডান নলা বাম নলার উপর রাখবে।

১১. স্ত্রীলোকের জন্য আযান, এক্বামত, ইমামত, জুমা ও ঈদের নামাজ নেই। এতদ্ব্যতীত উচ্চৈঃস্বরে কিরাত পড়ার ও তাকবীর বলার প্রয়োজন নেই। তারা সর্বদা নামাজের কিরাত চুপে চুপে পড়বে এবং একাকী পড়বে।

পুরুষ ও মহিলাদের নামাজের পার্থক্য
[টেবিলের সাহায্যে]

ক্রমিক	বিষয়	একাকী পুরুষের নামাজ	একাকী মহিলার নামাজ
১	তাকবীরে তাহরিমা	পুরুষরা জোরে বলবে	মহিলার আস্তে বলবে
		হাত কানের লতি পর্যন্ত তুলবে	হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলবে
২	হাত বাঁধা	পুরুষরা হাত নাভীর নীচে বাঁধবে	মহিলারা হাত সিনার উপর বাঁধবে
৩	অন্যান্য তাকবীর	পুরুষরা ফজর, মাগরিব ও এশার ফরজ নামাজ জোরে বলবে	মহিলারা সব নামাজ আস্তে বলবে
৪	পোষাক	পুরুষরা সতর ঢেকে নিবে। অর্থাৎ নাভীর উপর হতে হাটুর নীচ পর্যন্ত অবশ্যই ঢেকে নিবে।	মহিলার সতর ঢেকে নিবে। অর্থাৎ মুখমণ্ডল বাদে সমস্ত শরীর শাড়ীর আচল বা চাদর দিয়ে ঢেকে নিবে।
৫	ক্হরাত পড়া	পুরুষরা জোরে পড়বে*	মহিলারা আস্তে পড়বে
৬	কিয়াম করা	পুরুষরা নামাজে দাঁড়ানোর সময় দুই পায়ের মাঝে কমপক্ষে ৪ আঙ্গুল ফাঁক রাখবে।	মহিলারা নামাজে দাঁড়ানোর সময় দুই মিলিয়ে রাখবে।
৭	রুকু করা	পুরুষরা রুকু করার সময় দুই হাত ও দুই পা দেহ হতে ফাঁকা রাখবে। পিঠ ও মাথা বরাবর সমান থাকবে।	মহিলারা রুকু করার সময় দুই হাত ও দুই পা দেহের সাথে মিলিয়ে রাখবে। পিঠ ও মাথা বরাবর সমান থাকবে।

ক্রমিক	বিষয়	পুরুষের নামাজ	মহিলার নামাজ
৮	সিজদাহ করা	পুরুষরা সিজদা করার সময় মাথা ও দুই হাত আলাদা রাখবে। দুই হাতের কনুই জায়নামাজের উপরে থাকবে।	মহিলারা সেজদা করার সময় মাথা ও দুই হাত মিলানো থাকবে। দুই হাতের কনুই জায়নামাজের উপর বিছানো থাকবে।
৯	মধ্যবর্তী বা আখেরী বৈঠক	পুরুষরা বাম পায়ের পাতার উপর বসবে এবং ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখবে।	মহিলারা উভয় পায়ের পাতার উপর বসবে।

* ফজর, মাগরিব, এশা ও জুমার ফরজ নামাজে।

৯টি জিনিস নবীদের সুন্নাত

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسَّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ: مُصَبَّبٌ وَنَسِيَ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةُ -

হযরত আয়েশা (রা.) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা.) বলিয়াছেন, ৯টি জিনিস নবীদের সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। (১) গৌফ কাটা, (২) দাড়ি লম্বা রাখা, (৩) মেসওয়াক করা। (৪) নাকে পানি দিয়া পরিষ্কার করা, (৫) নখ কাটা, (৬) মানুষের জোড়াগুলি ভালোভাবে ধোয়া, (৭) বগলের চুল পরিষ্কার করা (৮) লজ্জা স্থান পরিষ্কার করা, (৯) প্রস্রাব করার পর পানি ব্যবহার করা। দশম জিনিসটি ভুলিয়া গিয়াছি। আমার মনে হয় দশম জিনিস কুলি করা। (মুসলিম)

সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামাজের ফায়দা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ صَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ -

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত ১২ রাকাত নামাজ আদায় করিবে, মহান আল্লাহ তাহার জন্য জান্নাতে প্রসাদ তৈয়ার করাইবেন। এই ১২ রাকাত নামাজ হইতেছে যোহরের নামাজের শুরুতে ৪ রাকাত সুন্নত, যোহরের পরের ২ রাকাত সুন্নত, মাগরিবের পর ২ রাকাত সুন্নত, এশার পর ২ রাকাত সুন্নত এবং ফজরের আগের ২ রাকাত সুন্নত। (নাসাঈ)

অসুস্থ ব্যক্তির নামাজ

কারও অসুখ বা রোগ হলেও তার হুঁশ থাকা পর্যন্ত নামাজ মাফ হবে না। এটা আল্লাহ্ পাকের বড়ই মেহেরবানী কারণ ঐ অসুখে মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। কাজেই মৃত্যুর সময় আল্লাহকে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তবে সে যে অবস্থায় সহজে নামাজ পড়তে পারে সে রূপে নামাজ আদায় করবে।

যদি দাঁড়াতে পারে তবে কষ্ট হলেও দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে। কারণ দাঁড়ানো নামাজের মধ্যে পুরুষ, স্ত্রী সকলের জন্য ফরজ। আর দাঁড়াতে না পারলে বা রোগ বাড়ার সম্ভাবনা থাকলে বসে বসে নামাজ আদায় করবে। আর রুকু সিজদা করতে অক্ষম হলে ইশারা দ্বারা রুকু সিজদা আদায় করে নামাজ পড়বে। সিজদার সময় একটু বেশী ঝুঁকবে। আর যদি কোন ব্যক্তি দাঁড়াতে ও বসতে পারে কিন্তু রুকু সিজদা করতে পারে না, তাহলে যে কোন অবস্থায়ই ইশারার দ্বারা নামাজ পড়তে পারে তবে বসে পড়া ভাল কারণ বসে ইশারা করলে সিজদার নিকটবর্তী হওয়া যায় যা আল্লাহ্র নিকট নামাজের মধ্যে অধিক পছন্দনীয় কাজ।

আর যদি কেউ বসতেও না পারে, তবে সে পশ্চিম দিকে পা দিয়ে পূর্ব দিকে মাথা দিয়ে মাথা বালিশের উপর রেখে মাথার দ্বারা ইশারা করে নামাজ পড়বে। তাছাড়া উত্তর দিকে মাথা রেখে ডান কাতে অথবা দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে বাম কাতে মাথার ইশারায় নামাজ পড়বে তবে প্রথম অবস্থায়ই উত্তম।

আর যদি মাথার দ্বারা ইশারা করার ক্ষমতা না থাকে তবে নামাজ পড়বে না। যদি ঐ অবস্থা ৫ ওয়াক্ত পর্যন্ত থাকে তবে ক্ষমতা আসলে নামাজ ক্বাযা করতে হবে। আর যদি ঐ অবস্থা ৫ ওয়াক্তের বেশী সময় থাকে, তবে নামাজ মাফ হয়ে যাবে। ঐরূপ যদি কেউ বেহুঁশ হয়ে ২৪ ঘণ্টার চেয়ে বেশী বেহুঁশ থাকে, তবে নামাজ মাফ হয়ে যাবে।

নামাজ ভঙ্গ হওয়ার কারণ সমূহ

নিম্নলিখিত কারণসমূহের দ্বারা নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। যথা—

- (১) নামাজের মধ্যে কথা বললে (২) নামাজের মধ্যে আহ্, উহ্, হায়! ইস্! ইত্যাদি বললে। (৩) উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করলে (অবশ্য বেহেশ্ত দোজখের কথা স্মরণ করে কাঁদলে নামাজ ভঙ্গ হবে না। (৪) প্রয়োজন ব্যতীত গলা খাঁকরালে। (৫) কারও হাঁচি শুনে নামাজের মধ্যে **يَرْحَمُكَ اللَّهُ** “ইয়ার হামুকাল্লাহঃ বললে। (৬) নামাজের মধ্যে কুরআন শরীফ দেখে পড়লে। (৭) নামাজের সময় সিনা বা বুক ক্কালা হতে ঘুরে গেলে, (৮) কারও সালামের জওয়াব দিলে (৯) কাউকে সালাম করলে। (১০) নামাজে চুল বাঁধলে (১১) কিছু খেলে (১২) কিছু পান করলে (১৩) কোন জিনিস দাঁতে আটকালে তা গিলে ফেললে (১৪) নামাজের মধ্যে পান মুখে চিবিয়ে রাখলে, যার পিক হলকের মধ্যে যাচ্ছে। (১৫) কোন খোশ খবরী শুনে **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ** “আল হামদু লিল্লাহঃ বললে। (১৬) মৃত্যুর খবর শুনে **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** “ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউনঃ পড়লে। (১৭) কোন স্ত্রীলোকের নামাজের সময় তার সন্তান স্তন হতে দুধ পান

করলে। (১৮) **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** “আল্লাহু আকবারঃ বলার সময় আল্লাহু **اَلِف** আলিফ বা আকবরের **اَلِف** বা আকবারের **ب** বা টেনে বললে। (১৯) নামাজের সময় কোন বই বা কিতাবের দিকে নজর করে এক দু’টি বাক্য পাঠ করলে (২০) নামাজের অবস্থায় আগে পিছে সরার সময় ছিনা কেবলা হতে ঘুরে গেলে।

সহ্ সিজদার বর্ণনা

ভুলের পরিবর্তে যে সিজদা করা হয় তাকে সহ্ সিজদা বলে।

১. নামাজের মদ্যে যতগুলো ওয়াজিব আছে, তার একটি বা কয়েকটি যদি ভুলবশতঃ ছুটে যায় তবে তার ক্ষতি পূরণের জন্য সহ্ সিজদা করা ওয়াজিব। ওয়াজিব ছুটার কারণে নামাজের যতটুকু ক্ষতি হয়েছিল, সহ্ সিজদার দ্বারা তা পূরণ হয়ে যাবে এবং নামাজ দূরস্ত হয়ে যাবে। যদি সহ্ সিজদা না করে তবে নামাজ পুনরায় পড়তে হবে।

২. যদি নামাজের মধ্যে কোন ফরজ ভুলে ছুটে যায় বা কোন ওয়াজিব ইচ্ছা পূর্বক ছেড়ে দেয়, তবে তা ক্ষতি পূরণের কোনই উপায় নেই। সহ্ সিজদার দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ হবে না, নামাজ পুনরায় পড়তে হবে।

৩. সহ্ সিজদা করার নিয়ম এই যে, শেষ রাকআতে ‘আত্তাহিয়্যাতু’ পড়ে ডান দিকে এক সালাম ফিরাবে এবং আল্লাহু আকবার বলে নিয়ম মত দু’টি সিজদা করবে। তারপর আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ, দোয়া সব পড়ে উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবে। সালাম না ফিরিয়ে শুধু আল্লাহু আকবার বলে সহ্ সিজদা করলেও আদায় হবে।

৪. ভুলবশতঃ কেউ যদি দুই রুকু বা তিন সিজদা করে ফেলে, তবে সহ্ সিজদা করা ওয়াজিব। যদি কেউ শুধু সূরা পড়ে বা প্রথমে সূরা পড়ে পরে আলহামদু (সূরা ফাতিহা) পড়ে বা শুধু আলহামদু পড়ে, তবে সহ্ সিজদা করা ওয়াজিব হবে।

১১. কুরআন শরীফের মধ্যে চৌদ্দটি সিজদার আয়াত আছে। নিম্নলিখিত সূরাগুলোর মধ্যে সিজদার আয়াত রয়েছে :

(১) الْأَعْرَافُ (২) الرَّعْدُ (৩) النَّحْلُ (৪) بَنِي إِسْرَائِيلَ (৫)
 مَرْيَمُ (৬) الْحَجُّ (৭) الْفُرْقَانُ (৮) النَّملُ (৯) الْأَمْرُ تَنْزِيلُ
 (১০) ص (১১) حَمْرُ سَجْدَةٍ (১২) انْشِقَاقُ (১৩) الْأَعْلَقُ.

সূরা হজে দু'টি সিজদা আছে। এর প্রথম আয়াত তিলাওয়াতের সিজদা, দ্বিতীয়টিতে রুকু ও সিজদার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

নিয়ত

নামাজ পড়তে নিয়ত করতে হবে। নিয়ত করার জন্য আরবী অথবা বাংলায় নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়। কিন্তু মন স্থির করা জরুরী।

আমরা ৪টি বিষয়ে মনস্থির করবো।

(১) কোন নামাজ পড়ছি? অর্থাৎ- ফজর, যোহর?

(২) কি ধরনের নামাজ পড়ছি? অর্থাৎ- ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত বা নফল।

(৩) কত রাকাত নামাজ পড়ছি? অর্থাৎ- দুই রাকাত, তিন রাকাত না চার রাকাত।

(৪) ইমামের পিছনে পড়ছি কিনা? পড়ছি অথবা পড়ছি না।

যে নামাজ পড়ছি সে নামাজের জন্য মনস্থির করতে হবে। ধরা যাক আমি ফজরের ২ রাকাত ফরজ নামাজ মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে আদায় করছি। তাহলে আমার মনে মনে নিয়ত হবে।

নিয়ত : আমি কেবলামুখী হয়ে ^১ ফজর-এর ^২ ফরজ নামাজ ^৩ দুই রাকাত এই ইমামের পিছনে আদায় করতে নিয়ত করছি আল্লাহ্ আকবর।

উপরের ৪টি বিষয় নামাজী নামাজের আগে মন স্থির করে আল্লাহ্ আকবর বলবে। এটাই তার নিয়ত।

অতএব প্রত্যেক নামাজের আরবী নিয়ত মুখস্ত করার প্রয়োজন নাই।

(৫) কাহার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলিয়া দেয়া হয়

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ
أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ -

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (স.) বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ যদি মোস্তহাব এবং আবদবসমূহের প্রতি লক্ষ্য করো উত্তমরূপে অজু করে, তারপর এই কালেমা পাঠ করে-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدٌ
وَرَسُولُهُ *

অতএব আল্লাহর আদেশে তাহার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়।
যে কোন দরজা দিয়ে সে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে।

আজান

اللَّهُ أَكْبَرُ - اللَّهُ أَكْبَرُ - اللَّهُ أَكْبَرُ - اللَّهُ أَكْبَرُ *

উচ্চারণ : আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার - ৪ বার।

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ *

উচ্চারণ : আশহাদু আল লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ - ২ বার।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই।

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ *

উচ্চারণ : আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ - ২ বার।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।

অতঃপর ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে (বুক নয়) বলবে :

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ *

উচ্চারণ : হাইয়া 'আলাছ ছালা-হ - ২ বার।

অর্থ : নামাজের দিকে তাড়াতাড়ি আস।

অতঃপর বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার বলবে :

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ *

উচ্চারণ : হাইয়া 'আলাল ফালা-হ - ২ বার।

অর্থ : মঙ্গলের দিকে আস।

অতঃপর কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার বলবে :

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ *

উচ্চারণ : আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু।

অর্থ : আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ; তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই।

ফজরের নামাজের আজানে হাইয়া আলাল ফালাহ বলার পর বলতে হবে-

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ - الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ *

উচ্চারণ : আছছলাতু খইরুম ~ মিনান নাউম- ২ বার।

অর্থ : ঘুম হতে নামাজ উত্তম।

আজানের পরে দোয়া

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ أَتِ مُحَمَّدًا
الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَأَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ *

إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ مِيعَادَ *

উচ্চারণ : আল্লহুমা~ রব্বা হাজিহিদ দা'ওয়াতি ভান্মাতি ওয়াছ ছলা-তিল ক্বইমাতি আ-তি মুহা-ম্মাদানিল ওয়াসি-লাতা ওয়াল ফাযী-লাতা ওয়াব'আছুহু মাক্ব-মাম ~ মাহমু-দা নিল্লাযী- ওয়া 'আদতাহ। ইন্ ~ নাকা লা-তুখলিফু মি-'আ - - - দ।

অর্থ : হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং উপস্থিত নামাজের আপনিই প্রভু। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)কে উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং তাঁকে প্রশংসিত স্থানে পৌছান যার প্রতিশ্রুতি আপনি দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনি ভঙ্গ করেন না অঙ্গীকার।

ইকামত

নামাজের জামাত আরম্ভ হবার পূর্বে ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে আজানের শব্দগুলো তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করাকে ইকামত বলে। আজান ও ইকামতের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই; তবে হাইয়া 'আলাল ফালাহর পরে কদ ক্ব-মাতিছ ছ-লাহ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتْ দুই বার বেশি বলতে হবে।

আজানের জওয়াব

পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক, আজান শুনামাত্র তার জবাব দেয়া ওয়াজিব। সুতরাং আজানের বাক্যগুলো শুনামাত্র সকল কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করে মনোযোগ দিয়ে আজান শুনতে হবে ও মুয়াজজিনের চুপে চুপে সেই কালামগুলো বলতে হবে। মুয়াজজিন যখন হাইয়া আলাছ ছালাহ বলবেন, শ্রোতাগণ তখন বলবেন : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

উচ্চারণ : লা-হাওলা ওয়ালা- ক্বওয়াতা ইল্লা- বিল্লাহ।

আর মুয়াযযিন যখন হাইয়া- আলাল ফালাহ বলবেন, শ্রোতাগণ তখন বলবেন- مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ *

উচ্চারণ : মা-শা - - - আল্লহু কা-না ওয়ামা- লাম ইয়াশা- লাম ইয়াকুন।

আর ফজরের আজানের সময় মুয়াজজিন যখন বলবেন, আচ্ছালাতু খাইরুম মিনান- নাউম শ্রোতাগণকে তখন বলতে হবে, ছদাকতা ওয়া বারারতা।

পঞ্চম অধ্যায় নূন সাকিন বা তানবীন পড়ার নিয়ম ৫টি

গ্রুপ	সংখ্যা	হরফ	নুন সাকিন বা তানবীনের পরের হরফ							
টাইপ-এ	১টি	ইকলাব	ب							
টাইপ-বি	৪টি	ইদগামে বা-গুন্নাহ	ن	و	ا	ي				
টাইপ-সি	২টি	ইদগামে বেলা-গুন্নাহ	ل				ر			
টাইপ-ডি	৬টি	ইজহার	خ	غ	ح	ع	ا	ء		
টাইপ-ই	১৫টি	ইখফা	ش	س	ز	ذ	د	ج	ث	ت
			ص	ض	ط	ظ	ف	ق	ك	–

বাংলা ও আরবী উচ্চারণে চিহ্নের ব্যবহার

ক্রমিক নং	চিহ্ন	কি করতে হবে	ক্রমিক নং	চিহ্ন	কি করতে হবে
১।	-	১ আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে	৪।	~	গুন্নাহ করতে হবে
	১ টি টান			১টি পেচানো টান	
২।	---	৩ আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে	৫।	~~	নাকের গুন্নাহ করতে হবে
	৩ টি টান			২টি পেচানো টান	
৩।	----	৪ আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে	৬।	~	৩ আলিফ মাদ পড়তে হবে
	৪ টি টান			আরবী	
			৭।	—	৪ আলিফ মাদ পড়তে হবে
				আরবী	

এই ৮টি (ر خ ق غ ط ظ ص ض) হরফে জবর দিলেও আকার উচ্চারণ না হয়ে সেই হরফটিই উচ্চারণ হবে। যেমন : ق-এর উচ্চারণ “ক্ব” خ-এর উচ্চারণ “খ”।

নোট : আল-কুরআন পড়া শিখতে পড়ে দেখতে পারেন : লেখকের অন্য একটি বই : নূরানী পদ্ধতিতে ২৭ ঘন্টায় কুরআন শিক্ষা [www.quranerbishoy.com]

নামাজে বহু পঠিত সূরাগুলি

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ① الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ② مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ③
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ④ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ⑤ صِرَاطَ
الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ⑥ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ⑦

উচ্চারণ : (১) আল্‌হাম্‌দুলিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামী- - - ন। (২) আর রহ্‌মা-
নির রহী- - - ম। (৩) মা-লিকি ইয়াওমিদ্ দী- - - ন। (৪) ইয়া-কা না'বুদু
ওয়াই ইয়া-কা নাস্তা'ই- - - ন। (৫) ইহ্‌দিনাছ ছির-ত্বল মুস্তাক্বী- - - ম।
(৬) ছির-ত্বল ল্লাযি-না আন'আমতা 'আলাইহিম, (৭) গইরিল মাগদু-বি
'আলাইহিম ওয়ালাদ্ব- - - - ললী- - - ন।

অর্থ : (১) সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের
প্রতিপালক। (২) যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। (৩) তিনি কিয়ামত দিনের
মালিক। (৪) আমরা কেবল আপনার ইবাদত করি এবং কেবল আপনারই
নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। (৫) আপনি আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন।
(৬) ঐসব লোকের পথ যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন। (৭) তাদের পথ নয়
যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট।

সূরা নাস

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ② اِلٰهِ النَّاسِ ③ مِنْ شَرِّ
الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④ الَّذِيْ يُّوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ⑤ مِنْ
الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥

উচ্চারণ : (১) কুল্ আ'উ-যুবিরবিন্ না- - - স। (২) মালিকিন্ না- - - স। (৩) ইলা-হিন্ না- - - স। (৪) মিৎ~ শার্লিল্ ওয়াসওয়া-সিল খন্ না- - - স। (৫) আল্লাযী- ইয়ুওয়াসভিসু ফী-ছুদু-রিন্ না- - - স। (৬) মিনাল জিন্ নাতি ওয়ান্ না- - - স।

অর্থ : (১-৩) বলুন আমি আশ্রয় চাই মানুষের রবের। মানুষের মালিকের। মানুষের ইলাহের। (৪) তার অনিষ্ট হতে যে কুমন্ত্রণা প্রদান করে। (৫) আর যে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা প্রদান করে। (৬) জিন হোক আর মানুষ হোক।

সূরা ফালাক্ব

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۲ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝۳ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝۴ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝۵

উচ্চারণ : (১) কুল্ আ'উযুবিরবিল ফালাক্ব। (২) মিৎ~ শার্লিমা-খলাক্ব। (৩) ওয়া মিৎ~ শার্লি গ-সিক্বিন্ ইযা- ওয়াক্বব্। (৪) ওয়া মিৎ~ শার্লিন্ নাফফা-ছা-তি ফীল'উক্বদ্। (৫) ওয়া মিৎ~ শার্লি হাঁ-সিদিন্ ইযা- হাঁসাদ্।

অর্থ : (১-২) বলুন আমি আশ্রয় চাই প্রভাতের রবের। তার সৃষ্টির অনিষ্ট হতে। (৩) আর অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট হতে যখন তা গভীর হয় (৪) এবং গিরায় ফুঁক দানকারিনীর অনিষ্ট হতে। (৫) হিংসাকারীর হিংসার অনিষ্ট হতে।

সূরা ইখলাছ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝۱ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝۲ لَمْ يَلِدْهُ وَلَمْ يُولَدْ ۝۳ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝۴

উচ্চারণ : (১) কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ্। (২) আল্ল-হুহু ছমাদ্। (৩) লাম ইয়ালিদ্, ওয়ালাম ইয়ু-লাদ্। (৪) ওয়ালাম ইয়াকুল্ লাহু- কুফুওয়ান্ আহাদ্।

অর্থ : (১) (হে নবী) বলুন আল্লাহ এক। (২) আল্লাহ কাহার মুখাপেক্ষী নন (সবই তাঁহার মুখাপেক্ষী)। (৩) আল্লাহ কাউকে জন্ম দেন নাই, আর কেহ আল্লাহকে জন্ম দেয় নাই। (৪) আল্লাহর সমকক্ষ কেহই নাই।

সূরা লাহাব

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَّا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلَىٰ
نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ
مَّسَدٍ ۝

উচ্চারণ : (১) তাব্বাত্ ইয়াদা- - - আবী- লাহাবিও~ ওয়াতাব্। (২) মা- - - আগ্না- 'আনহু মা-লুহু- ওয়ামা- কাসাব। (৩) সাইয়াহুলা- না-রৎ~ যা-তা লাহাব্। (৪) ওয়ামরাতুহু- হাম্- মা-লাতাল হাত্ব্। (৫) ফী- জী-দিহা- হাব্বলুম~ মিম্- মাসাদ্।

অর্থ : (১) ধ্বংস হোক, আবু লাহাবের দুই হাত। আর সে নিজেও ধ্বংস হোক। (২) তার ধন সম্পদ কোন কাজে আসবে না। (৩) শীঘ্রই সে আগুনের লেলিহান শিখায় প্রবেশ করবে। (৪) সাথে থাকবে তার স্ত্রী, যে কাঠ বহনকারিণী। (৫) তার গলায় থাকবে পাকানো রশি।

সূরা নসর

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ
اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۝ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

উচ্চারণঃ ইয়া-জা- - - আ নাসরুল্লা-হি ওয়াল ফাতহু। ওয়ারআইতান~ না-সা ইয়াদখুলু-না ফী-দী-নিলা-হি আফওয়া-জা-। ফাসাব্বিহু বিহাম্দি রব্বিকা ওয়াস্ তাগ্ফিরহু। ইন~নাহু- কা-না তাও ওয়া-বা-।

অর্থ : যখন আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় আসিবে, তখন আপনি দেখিবেন যে, মানুষ দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তখন আপনি নিজ প্রভুর প্রশংসাসহ তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিবেন এবং তাহার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিবেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যাধিক ক্ষমাশীল।

সূরা কাফিরুন

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا
 أَعْبُدُ ۝ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ
 دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝

উচ্চারণ : কুল্ ইয়া - - - আইযূহাল্ কা-ফিরু - - - ন। লা - - - আ'বুদু
 মা- তা'বুদু - - - ন। ওয়ালা- - - আৎ~ তুম 'আ-বিদু-না মা - - - আ'বুদ।
 ওয়ালা- - - আনা 'আ-বিদুম~ মা-'আবাতুম। ওয়ালা- - - আৎ~ তুম 'আ-বিদু-না
 মা- - - আ'বুদ। লাকুম্ দী-নুকুম ওয়ালিয়া দ্বী - - - ন।

অর্থ : বলুন (হে মুহাম্মদ (সা.) হে অবিশ্বাসীগণ! আমি তাহার ইবাদত করি না,
 তোমরা যাহার ইবাদত কর, তোমরা তাঁহার ইবাদতকারী নও আমি যাঁহার ইবাদত
 করি। আমি তাহার উপাসক নই তোমরা যাহার উপাসনা কর। তোমরাও তাঁহার
 ইবাদত কর না, যাঁহার ইবাদত আমি করি। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং
 আমার জন্য আমার ধর্ম।

সূরা কাওরাস

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْكُرُ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

উচ্চারণ : ইন্ ~ না - - - আ'ত্বইনা- কাল কাওছার। ফাছল্লি লি রব্বিকা
 ওয়ানহার। ইন্ ~ না শা-নিয়াকা হুওয়াল্ আব্তার।

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওসার প্রদান করিয়াছি, অতএব আপনি
 নিজ প্রভুর উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় করুন এবং কোরবানী করুন। নিশ্চয়ই যে
 আপনাকে হিংসা করে, সে নিঃসন্তান।

সূরা মাউ'ন

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ
وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَنْ
صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ يَرَاءُونَ ۖ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۙ

উচ্চারণ : আরয়াইতাল্লাযী- ইয়ুকাযযিবু বিদী - - - ন। ফাযা-লি কাল্লাযী-
ইয়াদু'উল্ ইয়াতী - - - ম। ওয়ালা-ইয়াল্লুদু 'আলা- ত্ব'আ-মিন্ মিসকী - - - ন।
ফাওয়াইলুল্লিল্ মুছল্লী - - - ন। আল্লাযী-না হুম্ 'আনছলা-তিহিম্ সা-হু - - - ন।
আল্লাযী-না হুম্ ইয়ুর - - - - উ - - - ন। ওয়া ইয়াম্নাউ'-নাল্ মা-উ' - - - ন।

অর্থ : আপনি কি দেখিয়াছেন? যে ব্যক্তি বিচার দিবসকে মিথ্যা জানে। ফলতঃ
সে ঐ ব্যক্তি যে, পিতৃহীনকে বিতাড়িত করে এবং গরীবকে খাদ্য দানে উৎসাহ
দেয় না। অতঃপর এসবই সমস্ত নামাযীদের জন্য দুঃখ, যাহারা নিজ নামাযে
অমনোযোগী। আর যাহারা শুধু মানুষকে দেখাইবার জন্য নামায আদায় করে ও
দরকারী জিনিসপত্র সাহায্য দিতে নিষেধ করে।

সূরা কুরাইশ

لَا يَلِفُ قُرَيْشٍ ۚ الْفِهُمُ رِحْلَةَ الْشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۚ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ
هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۚ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۙ

উচ্চারণ : লিই-লা-ফি কুরাইশিন, ই-লা-ফিহিম রিহ্লাতাশ্ শিতা - - - ই-
ওয়াছ ছই-ফ। ফাল ইয়া'বুদু - রব্বা হা-যাল বাই-ত। আল্লাযী - - -
আত্ব 'আমাহুম্ মিৎ~ যু-য়ি'ওঁ~ ওয়া আ-মানামাহুম্ মিন্ খউ-ফ।

অর্থ : যেহেতু সুবিধা ভোগ করে কুরায়েশরা অভ্যস্ত হয়েছে। তাদের পছন্দনীয়
এ সুবিধা বাণিজ্য যাত্রায় শীতকালে (দক্ষিণে) আর গ্রীষ্মকালে (উত্তরে)। কাজেই
তাদের তো কর্তব্য হলো শুধু এই 'ঘরের' রব্ব-এর ইবাদত করা। যিনি তাদেরকে
ক্ষুধা থেকে রক্ষা করে খাবার দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান
করেছেন (তাদের বাণিজ্য কাফেলাগুলোর)।

সূরা আল-ফীল

الْمَرَّ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝۱ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ
فِي تَضْلِيلٍ ۝۲ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝۳ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ
سِّجِيلٍ ۝۴ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۝۵

উচ্চারণ : আলাম তার কাইফা ফা'আলারব্বুকা বিআছহাঁ-বিল ফী - - - ল।
আলাম ইয়াজ'আল কাইদাহুম ফী- তাদলী - - - ল। ওয়া আরসালা 'আলাইহিম
তইরন্ আবাবী - - - ল। তারমী-হিম~বিহিজা-রতিম ~মিং~~সিজ্জী - - - ল।
ফাজা'আলাহুম কা'আছফিম্ ~ মা'কু - - - ল।

অর্থ : আপনি কি দেখেন নাই আপনার রব্ব হাতিওয়ালাদের সাথে কি
করেছেন ? তিনি কি তাদের চেষ্টা-কৌশলকে সম্পূর্ণ নিষ্ফল করে দেননি ? আর
তিনি তাদের ওপর পাঠিয়ে দিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি যারা তাদের ওপরে পাথর
কুচি নিক্ষেপ করেছিল। অতপর তাদের অবস্থা এমন করে দিলেন, যেন জন্তু-
জানোয়ারের ভক্ষণ করা ভূষি।

সূরা হুমাযাহ্

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝۱ الَّذِي جَمَعَ مَا لَا وَعَدْدَةَ ۝۲ يَحْسَبُ أَنَّ
مَا لَهُ أَخْلَدَهُ ۝۳ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝۴ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝۵
نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝۶ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْآفِئْدَةِ ۝۷ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ
مُؤَصَّدَةٌ ۝۸ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ۝۹

উচ্চারণ : ওয়াইলুল লিকুল্লি হুমাযাতিল লুমাযাহ। আললাযী-জামাআ
মা-লাওঁ ওয়া'আদাহ। ইয়াহসাবু আন~ না মা-লাহ্ - - - আখলাদাহ। কাল্লা-
লাইউম~ বাযান~ না ফিল হুতমাহ। ওয়ামা - - - আদ্র-কা মাল হুতমাহ।
না-রুহুল-হিল মু-ক্বদাতু ল্লাতী- তাত্বালি'উ 'আলাল আফইদাহ। ইন~ নাহা-
'আলাইহিম মু'ছদাহ। ফী- 'আমা-দিম্ ~ মু মাদ্ দাদাহ।

অর্থ : (১) নিশ্চিত ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে (সামনা-সামনি) লোকদের গালাগাল দেয় এবং (পেছনে) নিন্দা রটাতে অভ্যস্ত। (২) যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ জমা করেছে এবং তা গুণে গুণে রেখেছে (তার জন্যও ধ্বংস)। (৩) সে মনে করে যে, তার এই ধন-সম্পদ চিরকাল তার কাছে থাকবে। (৪) কখনোই নয়; সেই ব্যক্তি তো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানে (হুতামার মধ্যে) নিক্ষিপ্ত হবে। (৫) আর তুমি কি জানো সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানটা কি? (৬) আল্লাহর জ্বালানো আগুন— প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত-উৎক্ষিপ্ত, (৭) যা অন্তর পর্যন্ত স্পর্শ করবে। (৮) কেননা সেটাকে তাদের ওপর দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হবে। (৯) ভিতরে আগুনের শিখাগুলো (এমন অবস্থায় যে) তা উঁচু উঁচু স্তম্ভে (পরিবেষ্টিত হবে)।

সূরা আল-আছর

وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۖ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣

উচ্চারণ : ওয়াল 'আছরি, ইন-নাল ইৎ-সা-না লাফী-খুসর। ইল্লাল্লাযী-না আ-মানু-ওয়া 'আমিলুছ ছ-লিহাঁ-তি ওয়া তাওয়া-ছওবিল হাক্বি; ওয়া তাওয়া-ছওবিছ ছবরি।

অর্থ : কালের শপথ, মানুষ আসলে বড়ই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত (অর্থাৎ সে নিজেই তার সর্বনাশ করে যাচ্ছে); সেই লোকদের ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, প্রচার করেছে উৎসাহিত করেছে এই মহাসত্যকে গ্রহণ করতে এবং প্রেরণা যুগিয়েছে এই সত্যের পথে চলতে যত বাধা-বিঘ্ন, অত্যাচার-নির্যাতন, দুঃখ-কষ্ট আসুক না কেন— বুক পেতে সয়ে নিয়ে এপথেই অনড়-অটল-অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে।

সূরা আত্ তাকাসুর

الْهٰكُمُ التَّكٰثُرُ ۝۱ حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝۲ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝۳
 ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝۴ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْیَقِیْنِ ۝۵
 لَتَرَوُنَّ الْجَحِیْمَ ۝۶ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عِیْنَ الْیَقِیْنِ ۝۷ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ
 یَوْمَئِذٍ النَّعِیْمَ ۝۸

উচ্চারণ : আল্‌হা-কুমুত তাকা-ছুরূ হাভা- যুরতুমুল মাক্ব-বির । কাল্লা- সাওফা
 তা'লামূ-না ছুম~মা কাল্লা- সাওফা তা'লামূ- - - ন । কাল্লা-লাও তা'লামূ-না
 'ইলমাল ইয়াক্বী - - - ন । লাতারউন~ নাল জাহী - - - ম । ছুম~মা লাতার
 উন~না হা- 'আইনাল ইয়াক্বী - - - ন । ছুম~মা লাতুসআলুন~না ইয়াওমাইযিন
 'আনি ন~না 'ই- - - ম ।

অর্থ : (১) তোমাদেরকে বেশি বেশি ও অপরের তুলনায় অধিক পার্থিব
 সুখ-সম্পদ লাভের চিন্তা চরম গাফিলতির মধ্যে নিমজ্জিত করে রেখেছে।
 (২) এমন কি (এই চিন্তায়ই আচ্ছন্ন হয়ে) তোমরা কবর পর্যন্ত গিয়ে
 পৌঁছে যাও। (৩) কখনোই নয়! খুব শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।
 (৪) আবার (শোনো), কখনোই নয়! খুব শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (৫)
 কখনোই এমনটা নয়! তোমরা যদি নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে (এ আচরণের
 পরিণতি) জানতে, (তাহলে তোমরা এমন আচরণ কখনোই করতে না)। (৬)
 অবশ্যই অবশ্যই তোমরা দেখতে পাবে জাহান্নাম। (৭) আবার বলছি (শোনো),
 তোমরা ওটাকে দেখতে পাবে। (৮) এরপর অবশ্য অবশ্যই তোমাদের কাছে
 জবাব চাওয়া হবে সেই দিন, সেই সব সম্পর্কে- যে সব অনুগ্রহ তোমাদের ওপর
 করা হয়েছিল (আর তা দিয়ে তোমরা কি কি করেছ)।

সূরা আল-কাহিআহ

الْقَارِعَةُ ۝۱ مَا الْقَارِعَةُ ۝۲ وَمَا اَدْرٰیكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝۳ یَوْمَآ یَكُوْنُ النَّاسُ
 كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝۴ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْثِ ۝۵

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۖ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ
مَوَازِينُهُ ۖ فَأَمَّهُ هَاوِيَةٌ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ۖ نَارٌ حَامِيَةٌ ۖ

উচ্চারণ : আলক্ব-রি'আতু মালক্ব-রিআহ। ওয়ামা - - - আদর-কা মালক্ব-রিআহ। ইয়াওমা ইয়াক্ব-নুন~নাসু কালফার-শিল মাবছু- - - ছ। ওয়া তাক্ব-নুল জিবা-লু কাল 'ইহনিল মাং~~ ফু- - - শ। ফাআম~ মা মাং~ ~ ছাকুলাত মাওয়া-যী-নুহ- ফাহওয়া ফী- 'ই-শাতির র-দ্বিয়াহ। ওয়া আম~মা মান্ন খফফাত মাওয়া-যী-নুহ- ফাউম~ মু হু- হা-ভয়াহ। ওয়ামা- - - আদর- কামা-হিয়াহ। না-রুন হাঁ-মিয়াহ।

অর্থ : (১) ভয়াবহ দুর্ঘটনা। (২) কি সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা? (৩) তুমি কি জানো সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি কি? (৪-৫) সে দিন যখন মানুষ হয়ে যাবে বিক্ষিপ্ত কীট-পতঙ্গের মতো এবং পাহাড়গুলো হয়ে যাবে রং-বেরং-এর ধূনা পশমের মতো। (৬-৭) অতপর যার পাল্লা ভারী হবে সে থাকবে আরাম-আয়েশ আর চির সন্তুষ্টির মধ্যে। (৮-৯) আর যার পাল্লা হালকা হবে, গভীর গহ্বরই হবে তার আশ্রয়স্থল। (১০) আর তুমি কি জানো সেটি কি জিনিস? (১১) (সেটি) জ্বলন্ত আগুন।

সূরা আল-আদিআত

وَالْعَدِيَّتِ صَبَكًا ۖ فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا ۖ فَالْمُغِيرَتِ صَبَكًا ۖ
فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا ۖ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۖ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۖ
وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۖ وَإِنَّهُ لَكَبَّ الْحَيْرِ لَشَدِيدٌ ۖ أَفَلَا يَعْلَمُ
إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۖ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۖ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ
يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۖ

উচ্চারণ : ওয়াল 'আ-দিইয়া-তি দ্বাব্বহান। ফালমু-রিইয়া-তি ক্বদ-হান। ফালমুগ্বি-র-তি সুবহাঁ-। ফাআছারনা বিহি- নাক্ব'আন। ফাওয়াসাত্বনা বিহি-

জামআ'-। ইন~নাল ইং~ ~ সা-না লিরবিহি- লাকানু- - - দ। ওয়া ইন~নাহ্-
'আলা- যা-লিকা লাশাহী- - - দ। ওয়া ইন্~নাহ্- লিহ্বিল খইরি লাশাদী- -
- দ। আফালা- ইয়া'লামু ইয়া- বু'সিরা মা-ফিলকুবু- - - র। ওয়া হুঁহছিলা মা-
ফিহুদু- - - র। ইন~না রব্বাহুম~ বিহিম ইয়াওমাইযিল লাখবী - - - র।

অর্থ : (১) শপথ সেই (ঘোড়া) গুলোর- ছুটে চলে হেযা-ধ্বনি করতে করতে।
(২) আর (নিজেদের ক্ষুর দিয়ে) অগ্নিস্কুলিঙ্গ ছিটাতে ছিটাতে। (৩) তারপর অতি
প্রত্যুষে আকস্মিক আক্রমণ চালায় (৪-৫) আর এ সময় ধুলো-ধূয়া উড়ায় (তার
ক্ষুরের আঘাতে) এবং এমন অবস্থায়ই কোনো ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে।
(৬) বস্তুত মানুষ তার রব্ব-এর প্রতি চরম অকৃতজ্ঞ। (৭) আর সে নিজেই
এর সাক্ষী। (৮) নিঃসন্দেহে সে ধন-সম্পদের লালসায় তীব্রভাবে আক্রান্ত।
(৯-১০) তাহলে সে কি সেই সময়ের কথা জানে না, যখন কবরে যা কিছু
(সমাহিত) আছে, তা বের করা হবে এবং বুকে যা কিছু (লুকিয়ে) আছে,
তা বাইরে এনে যাচাই-পরখ করা হবে? (১১) নিঃসন্দেহে, তাদের রব্ব
(সৃষ্টিকর্তাপ্রতিপালকের) সেদিন তাদের সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকবেন!

সূরা যিলযাল

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝ وَقَالَ
الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ تُكَذِّبُ أَخْبَارَهَا ۝ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝
يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

উচ্চারণ : ইয়া- যুলযিলাতিল আরদু যিলযা-লাহা-। ওয়া আখরজাতিল
আরদু আছক্ব-লাহা। ওয়া ক্ব-লাল ইং~ ~ সা-নু মা-লাহা-। ইয়াওমায়িযিং~ ~
তুহাদিহু আখবা-রহা-। বি আন্~ না রব্বাকা আওহাঁ- লাহা-। ইয়াওমাইযিই
~ ইয়াহুদুর নু~না-সু আশতা-তাল লিইউরও 'আমা-লাহুম। ফামা ই~ইয়া'মাল
মিছক্ব-লা যাররতিন খইরই~ ইয়ারহ্। ওয়া মাই~ ইয়া'মাল মিছক্ব-লা
যাররতিং ~ ~ শাররই~ ইয়ারহ্।

অর্থ : (১) যখন পৃথিবীকে প্রচণ্ড বেগে দোলায়ে দেওয়া হবে, (২) আর জমিন নিজের মধ্যকার সমস্ত বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে (৩) এবং মানুষ বলে উঠবে- এর (পৃথিবীটার) কি হয়েছে ? (৪) সেদিন তা (পৃথিবী নিজের ওপর সংঘটিত) সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করবে। (৫) কেননা তোমার রব্ব তাকে (এরূপ করার) নির্দেশ দিয়ে থাকবেন। (৬) সেদিন মানুষ ছিন্ন-ভিন্ন অবস্থায় ফিরে আসবে, যেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে দেখানো যায়। (৭) অতপর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণও ভালো কিছু করে থাকবে- সে তা দেখতে পাবে। (৮) এবং যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণও মন্দ কিছু করে থাকবে- সেও তা দেখতে পাবে।

সূরা আল-ক্বাদর

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۚ سَلَّمَ تُذْهِبُ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۚ

উচ্চারণ : ইন্- না- - - আং ~ ~ যালনা-হু ফী- লাইলাতিল ক্বদরি, ওয়ামা - - - আদর-কা মা-লাইলাতুল ক্বদরি, লাইলাতুল ক্বদরি খইরুম- মিন আলফি শাহর। তানাঝ ঝালুল মালা- - - - ইকাতু ওয়াররু-হু ফী-হা- বিইযনি রব্বিহিম মিং ~ ~ কুল্লি আমরিং ~ ~ সালা-ম। হিয়া হাতা- মাত্বলা'ইল ফাজর।

অর্থ : আমি নাযিল করেছি এই (কুরআনকে) ক্বদরের রাতে। তুমি কি জানো, ক্বদরের রাত কি? ক্বদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও অধিক উত্তম। ফেরেশতারা এবং জিবরাঈল এই (রাতে) তাদের রব্ব-এর অনুমতিক্রমে (পৃথিবীর জন্য) সকল পরিকল্পনা নিয়ে অবতীর্ণ হয়। এই রাতে পুরোপুরি শান্তি ও নিরাপত্তার অনুগ্রহ বর্ষিত হতে থাকে ফযর (প্রভাত) উদয়ের আগ পর্যন্ত।

সূরা আত্ তীন

وَالْتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۚ وَطُورِ سِينِينَ ۚ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۚ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۚ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۖ فَمَا
يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ ۚ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكَمِينَ ۝

উচ্চারণ : (১) ওয়াত্ তী-নি ওয়ায যাইতুনি। (২) ওয়াতু-রি ছি-নি-না। (৩) ওয়া- হা-যাল বালাদিল আমি - - - ন। (৪) লাক্বদ খলাকনাল ইং ~ ~ সানা ফি - - - আহসানি তাক্ব উই - - - ম। (৫) ছুম~মা রদাদ না-হু আছফালা সা-ফিলি - - - ন। (৬) ইল্লাল লাযি-না আ-মানু- ওয়া 'আমিলুছ ছ-লিহা-তি ফালা-হুম আজরুন গইরু মামনু - - - ন। (৭) ফামা-ইয়ু কায যিবুকা বা'দুবিদ্দি- - - ন। (৮) আলাই সল্ল হুবি আহকামিল হা-কিমী - - - ন।

অর্থ : (১) শপথ! ডুমুর ও ডুমুর গাছ এবং যয়তুন ও যয়তুন গাছের (২) শপথ! সিনাই পর্বতের। (৩) এবং এই শান্তিময় শহর (মক্কা)-এর শপথ। (৪) আমি মানুষকে অতীব উত্তম কাঠামোয় সুবিন্যাস্ত করে সৃষ্টি করেছি। (৫) অতপর নামিয়ে দিয়েছি আমি তাকে নিকৃষ্টতার সর্বনিম্ন পর্যায়ে; (৬) তবে সেই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে। তাহলে তাদের জন্য এমন পুরস্কার রয়েছে যার ধারাবাহিকতা কখনোই বিচ্ছিন্ন হবে না। (৭) অতএব (হে রাসূল!) এমন অবস্থায় পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে আপনাকে কে মিথ্যা মনে করে অমান্য করতে পারে? (৮) আল্লাহ কি সকল বিচারকের চাইতে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

সূরা আল-ইনশিরাহ

الْمَرُّ نَشَرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۚ
ظَهَرَ كَ ۖ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۚ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ إِنَّ مَعَ
الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۚ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

উচ্চারণ : (১) আলাম~ নাশ রহলাকা ছদরক। (২) ওয়া ওয়া দ্ব'না- 'আনকা উইজরক। (৩) আল্লাযী - - - আং ~ ~ ক্বদা যহরক। (৪) ওয়ার- ফা'

না-লাকা যিকরক। (৫) ফাইন্ ~ না মা'আল 'উসরি উসরন। (৬) ইন্ ~ না মা'আল উসরি উসর-। (৭) ফাইয়া- ফারগতা ফাং ~~ সব। (৮) ওয়া ইলা-রব্বিকা ফারগব।

অর্থ : (১) (হে নবী!) আমি কি আপনার বক্ষদেশ আপনার জন্য উন্মুক্ত করে দেইনি? (২-৩) আপনার ওপর থেকে সেই দুর্বহ বোঝা নামিয়ে দিয়েছি যা আপনার কোমর ভেঙে দিচ্ছিল। (৪) আর আপনারই জন্য আপনার খ্যাতির কথা সুউচ্চ করে দিয়েছি। (৫) প্রকৃত কথা এই যে, সংকীর্ণতার সঙ্গে প্রশস্ততাও রয়েছে। (৬) নিঃসন্দেহে সংকীর্ণতার সঙ্গে আছে প্রশস্ততাও। (৭) অতএব যখনই আপনি অবসর পাবেন, তখনই ইবাদাত-বন্দেগীর কঠোর শ্রমে আত্মনিয়োগ করবেন (৮) এবং আপনার রব্ব-এর প্রতিই গভীরভাবে মনোযোগ দিন।

সূরা আদ-দোহা

وَالضُّحَىٰ ۝۱ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝۲ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَآ قَلَىٰ ۝۳
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝۴ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝۵ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝۶ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝۷ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝۸
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝۹ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝۱০ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝۱১

উচ্চারণ : (১) ওয়াদ দুহা-। (২) ওয়াল লাইলি ইয়া- সাজা-। (৩) মা-ওয়াদ্দা'আকা রব্বুকা ওয়ামা- ক্বলা-। (৪) ওয়ালাল আ-খিরতু খইরুল লাকা মিনাল উ-লা-। (৫) ওয়া লাসাওফা ইয়ু'ত্বিকা রব্বুকা ফাতারদ্ব-। (৬) আলাম ইয়াজিদকা ইয়াতিমাং ~ ফাআ-ওয়া-। (৭) ওয়াওয়াজাদাকা দ্ব - - - - ল্লাং ~ ফাহাদা-। (৮) ওয়াওয়াজাদাকা 'আ - - - - ইলাং ~ ফাআগনা-। (৯) ফাআম-মাল ইয়াতি-মা- ফালা- তাক্ব হার। (১০) ওয়া আম ~মাস সা - - - - ইলা ফালা-তানহার। (১১) ওয়া আম ~ মা- বিনি'মাতি রব্বিকা ফাহাদিস।

অর্থ : (১-২) শপথ! উজ্জ্বল দিনের এবং শপথ! রাতের, যখন তা প্রশান্তির সাথে নিরুন্ম হয়ে যায়। (৩) (হে রাসূল!) আপনার রব্ব আপনাকে কখনোই পরিত্যাগ করেননি, না তিনি আপনার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। (৪) নিঃসন্দেহে আপনার জন্য পরবর্তী অবস্থা প্রথম অবস্থার তুলনায় উত্তম ও কল্যাণময়। (৫) আর খুব শীঘ্রই আপনার রব্ব আপনাকে এতকিছু দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। (৬) তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম পাননি এবং তারপর আশ্রয় যোগাড় করে দেননি? (৭) তিনি আপনাকে পথহারা পেয়েছেন, তারপর পথনির্দেশ দান করেছেন। (৮) আর তোমাকে নিঃস্ব-দরিদ্র অবস্থায় পেয়েছেন, তারপর সচ্ছল বানিয়ে দিয়েছেন? (৯) অতএব আপনি ইয়াতীমের সাথে কখনো দুর্ব্যাবহার করবেন না। (১০) এবং আপনার কাছে যদি কেউ কিছু চাইতে আসে— ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেবেন না। (১১) আর এই যে পরম প্রাচুর্যের অনুগ্রহ (ওহি) আপনার রব্ব আপনার ওপর হয়েছেন, এখন মানুষের কাছে তা বলতে থাকুন।

সূরা-মূলক, আয়াত : ১-১১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম

تَبَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ①
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ②
الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ
فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ③ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ
يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ④ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا
بِمِصَابِيرٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ⑤
وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بَرَّ بِهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑥ إِذَا أُلْقُوا

فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۖ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۚ كُلَّمَا أُلْقِيَ
 فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۚ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا
 نَذِيرُهُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ؕ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ
 كَبِيرٍ ۚ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝
 فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ ۖ فَسُكِّتَا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝

উচ্চারণঃ (১) তাবা-রকা ল্লাযী- বিইয়াদিহিল মূলকু, ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি
 শাইয়িং~ ~ ক্বদী - - - র। (২) আল্লাযী-খলাক্বল মাওতা ওয়াল হাঁইয়া-তা
 লিইয়াবলুওয়াকুম আইয়ুকুম আইসানু 'আমালা-; ওয়াহুওয়াল 'আব্বী-ঝুল
 গফু- - - র। (৩) আল্লাযী- খলাক্ব সাবআ' সামা-ওয়া-তি~ ~ ত্বিবা-ক্ব-;
 মা-তার- ফী- খলক্বির রহমা-নি মিৎ~~তাফা-ভূত; ফারজি'ইল বাহর, হাল তার-
 মিৎ~ ~ ফুতু- - - র। (৪) ছুম~ মারজি'ইল বাহর কাররতাইনি ইয়াৎ~ ~
 ক্বলিব ইলাইকাল বাহরু খ-সিইয়াও~ ওয়াহুওয়া হাসী- - - র। (৫) ওয়ালাক্বদ
 ঝাই ইয়ান~ নাস সামা- - - - আদ দুইয়া-বিমাছ-বি-হাঁ ওয়াজা 'আলনা-হা-
 রুজু-মাল্ লিশ্শাইয়া-ত্বি-নি ওয়া 'আতাদনা- লাহুম 'আযা-বাস সা'ই- - - র।
 (৬) ওয়ালিল্লাযী-না কাফারু- বিরব্বিহিম্ 'আযা-বু জাহান্~ নাম; ওয়া বি'সাল
 মাছী- - - র। (৭) ইয়া- - - উলক্ব-ফী-হা- সামি'উ-লাহা-শাহী-ক্বও~ ওয়াহিইয়া
 তাফু- - - র। (৮) তাকা-দু তামাইয়াবু মিনাল গইজি, কুল্লামা- - - উলক্বিইয়া
 ফী-হা- ফাওজুৎ~ ~ সাআলাহুম্ খব্বানাতুহা- - - আলাম ইয়া'তিকুম নাযি- - -
 র। (৯) ক্ব-লু- বালা- ক্বদজা- - - - আনা- নাযী-রুন, ফাকায্যাবনা- ওয়াক্বলনা-
 মা- নাব্বালা লু-হু মিৎ~~ শাইয়িন। ইন্ আৎ~~ তুম ইল্লা- ফী- দ্বলা-লিং~~
 কা-বী- - - র। (১০) ওয়া ক্ব-লু- লাওকুন~ না- নাসমা'উ আও না'ক্বিলু মা-কুন~
 না- ফী- - - আছহাঁ-বিস্ সা'ই- - - র। (১১) ফা'তারফু- বিযাম~ বিহিম,
 ফাসুহক্বল লিআছহাঁ-বিস্ সা'য়ি- - - র।

অর্থ : (১) অতীব মহান ও শ্রেষ্ঠ সেই সত্তা, যাঁর মুঠির মধ্যে রয়েছে (সমগ্র সৃষ্টিজগতের) কর্তৃত্ব- সার্বভৌম ক্ষমতা। তিনি প্রতিটি জিনিসের ওপরই তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগে সক্ষম। (২) তিনিই মৃত্যু ও জীবন দান করেছেন, যেন তোমাদেরকে পরখ করে দেখতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে? তিনি যেমন সর্বশক্তিমান, তেমনি ক্ষমাশীল। (৩) তিনিই স্তরে স্তরে সজ্জিত সাতটি আসমান নির্মাণ করেছেন। মহান আল্লাহর সৃষ্টিকর্মে তোমরা কোনো দোষত্রুটি পাবে না। দৃষ্টি আবার ফিরিয়ে দেখো, কোথাও কোনো দোষ-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় কি? (৪) বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, তোমাদের দৃষ্টি ক্লান্ত, শ্রান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে (তবু তুমি কোনো খুঁত খুঁজে পাবে না)। (৫) আমি তোমাদের কাছের আকাশকে (পৃথিবী থেকে যে আকাশ তোমরা দেখো) অসংখ্য প্রদীপ (তারা) দিয়ে সুসজ্জিত ও উদ্ভাসিত করে দিয়েছি। শয়তানগুলোকে মেরে তাড়াবার জন্য এগুলোকেই উপায় ও মাধ্যম বানিয়েছি। আমিই প্রস্তুত করে রেখেছি এ শয়তানগুলো জন্য জলন্ত অগ্নিকুণ্ড। (৬) যেসব লোক তাদের রব্বকে অস্বীকার ও অমান্য করেছে, তাদের জন্য জাহান্নামের আজাব রয়েছে। তা মূলতই অত্যন্ত খারাপ পরিণতির স্থান। (৭) তাকে যখন তাতে নিক্ষেপ করা হবে, তখন শুনতে পাবে এর ক্ষিপ্ত হওয়ার ভয়ঙ্কর ধ্বনি। (৮) উহা তখন উথাল-পাতল করতে থাকবে, ক্রোধ-আক্রোশের অতিশয় তীব্রতায় উহা দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবার উপক্রম হবে। প্রতিবারে যখনই তাতে কোন জনসমষ্টি তাতে নিক্ষিপ্ত হবে, তার প্রহরীরা সেই জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, কোন সাবধানকারী কি তোমাদের কাছে আসে নাই। (৯) তাহারা জবাবে বলবে : হ্যাঁ, সাবধানকারী আমাদের নিকট এসেছিল; কিন্তু আমরা তাঁকে অমান্য ও অবিশ্বাস করেছি এবং বলেছি যে, আল্লাহ কিছুই নাযিল করেন নাই। আসলে তোমরা খুব বেশী গুমরাহীতে নিমজ্জিত হইয়া আছ। (১০) আর তারা বলবে : হায়! আমরা যদি শুনতাম ও অনুধাবন করতাম তাহলে আজ আমাদের দাউ দাউ আগুনে জ্বলতে হত না। (১১) এভাবে তারা নিজেরাই নিজেদের অপরাধের কথা স্বীকার করে নিবে। এই দোজখীদের উপর অভিশাপ।

সূরা ইয়া-সীন : ১-১২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম

يَسَّ ١ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ٢ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ٣ عَلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ٤ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ٥ لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ
فَهُمْ غَافِلُونَ ٦ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧ إِنَّا
جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ٨ وَجَعَلْنَا
مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٩
وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ إِنَّمَا تُنْذِرُ
مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ، فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ
كَرِيمٍ ١١ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ١٢ وَ
كُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ١٣

উচ্চারণঃ (১) ইয়া- সী- - - ন। (২) ওয়াল কুরআ-নি-ল হাঁকী- - - ম। (৩) ইন~ নাকা লামিনাল মুরসালী- - - ন। (৪) 'আলা- ছির-ত্বিম ~ মুস্তাক্বী- - - ম। (৫) তাং ~ ~ ব্বী-লাল 'আব্বী-ঝির রহী- - - ম। (৬) লিতুং ~ ~ যির ক্বুওমাম ~ মা- - - উং ~ ~ যির আ-বা- - - - উহ্ম ফাহ্ম গ-ফিলু- - - ন। (৭) লাক্বদ হাঁক্বল ক্বওলু 'আলা- - - আক্বহারিহিম ফাহ্ম লা- ইয়ু'মিনু- - - ন। (৮) ইন্~ না- জা'আলনা- ফী- - - আ'না- ক্বিহিম্ আগলা-লাং ~ ~ ফাহিইয়া ইলাল আযক্ব-নি ফাহ্ম~ মুক্বমাহুঁ- - - ন। (৯) ওয়াজা'আলনা- মিম্ ~ বাইনি আইদী-হিম্ সাদ্দাও ~ ওয়ামিন খল্ফিহিম্ সাদ্দাং~ ~ ফাআগ্শাইনা-হুম্ ফাহ্ম লা-ইয়ুবছিরু- - - ন। (১০) ওয়াসাওয়া- - - - উন্ 'আলাইহিম্

আআং~ ~ যারতাহ্‌ আম লাম তুং~ ~ যিরহ্‌ম লা-ইয়ু'মিনু- - - ন।

(১১) ইন্- নামা- তুং~ ~ যিরু মানিতাবা'আয যিকর ওয়াখশিইয়ার রহ্‌মা-না
বিলগই-ব; ফাবাশশিরহ্‌ বিমাগ্‌ফিরতিও~ ওয়াআজরিং ~ ~ কারী- - - ম। (১২)

ইন্- না- নাহ্‌নু নুহ্‌ইল মাওতা- ওয়ানাকতুবু মা- কুদামু- ওয়া আ-ছা-রহ্‌ম; ওয়া
কুল্লা শাইয়িন্‌ আহ্‌ছইনা-হ্‌ ফী- - - ইমা-মিম ~ মুবী- - - ন।

অর্থ : (১) ইয়া-সীন। (২) বিজ্ঞানময় এই কুরআনের শপথ; (৩) নিঃসন্দেহে
তুমি (হে মুহাম্মাদ!) রাসূলদের একজন; (৪) সরল সঠিক পথের অনুসারী।
(৫) (এ কুরআন) প্রবল পরাক্রান্ত ও পরম করুণাময় সত্তার কাছ থেকে নাযিল
করা কিতাব, (৬) -যেন তুমি এমন এক জাতিকে সাবধান ও সতর্ক করতে
পারো যাদের বাপ-দাদাকে সাবধান ও সতর্ক করা হয়নি এবং এ কারণেই তারা
গাফিলতির (অসতর্ক-উদাসীনতার) মধ্যে পড়ে রয়েছে। (৭) ইতিমধ্যে সত্য
প্রমাণিত হয়েছে (আমাদের বলা আগাম) কথা ওদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই,
কাজেই ওরা এখন আর ঈমান আনতে পারবে না। (৮) আমরা তাদের গলায়
কণ্ঠবেড়ি পরিয়ে দিয়েছি, তাতে তাদের খুতনি পর্যন্ত জড়িয়ে গেছে। এজন্য
তারা চোখ বন্ধ করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। (৯) আমরা একটি প্রাচীর
তাদের সামনে দাঁড় করে দিয়েছি আর একটি প্রাচীর তাদের পেছনে, তদুপরি
আমরা তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি, তাই এখন তারা কিছুই দেখতে পায় না। (১০)
তুমি তাদেরকে ভয় দেখাও আর না-ই দেখাও, তাদের জন্য সমান; ওরা আর
তোমার কথা মেনে নিতে পারবে না। (১১) তুমি তো সাবধান করতে পারো সেই
ব্যক্তিকে, যে (তোমার মুখে উচ্চারিত কুরআন)-এর উপদেশ মেনে চলে এবং
অদেখা দয়াবান আল্লাহকে ভয় করে, তাকে মার্জনা ও সম্মানজনক পুরস্কারের
সুসংবাদ দিয়ে দাও। (১২) আমরা নিঃসন্দেহে একদিন মৃতদেরকে জীবন্ত করব,
তারা যেসব কাজ করছে, তা সবই আমরা লিখে যাচ্ছি। আর যা কিছু নিদর্শন
তারা পেছনে রেখে যাচ্ছে তাও আমরা সুরক্ষিত করে রাখছি। প্রতিটি জিনিসই
আমরা একটি উনুজ্জ্বল কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি।

সূরা আর রহমান (১-১৩)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম

الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝
 الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِكُسْبَانٍ ۝ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدْنَ ۝ وَالسَّمَاءُ
 رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ
 بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝ وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۝ فِيهَا فَاكِهَةٌ
 وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ ۝ وَالرِّيْحَانُ فَبَائٍ
 الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبُونَ ۝

উচ্চারণঃ (১) আর রহমা- - - ন। (২) 'আল্লামাল কুরআ- - - ন। (৩) খলাকুল ইং~সা- - - ন। (৪) 'আল্লামাহুল বাইয়া- - - ন। (৫) আশশামসু ওয়ালকুমারু বিহুঁসবা- - - ন। (৬) ওয়ান~ নাজমু ওয়াশ্ শাজারু ইয়াস জুদা- - - ন। (৭) ওয়াস সামা- - - আ রফা'আহা- ওয়াওয়াদ'আল মী-ঝা- - - ন। (৮) আল্লা- তাত্বগও ফীল মী-ঝা- - - ন। (৯) ওয়া আক্বী-মুল ওয়াঝনা বিলক্বিহুত্বি। ওয়ালা-তুখসিরুল মী-ঝা- - - ন। (১০) ওয়াল আরদ ওয়াদ'আহা- লিলআনা- - - ম। (১১) ফী-হা-ফা-কিহাতুও~ ওয়ান- নাখলু যা-তুল আক্বা- - - ম। (১২) ওয়াল হাঁবু যুল'আছফি ওয়ার রইহাঁ- - - ন। (১৩) ফাবিআইয়ি আ-লা- - - ই রব্বিকুমা- তুকাযযিবা- - - ন।

অর্থঃ (১-২) পরম দয়াময় (আল্লাহ) এ কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন। (৩) তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং (৪) তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন। (৫) সূর্য

ও চাঁদ একটা হিসেবের অনুসরণে বাধা (৬) এবং তারকারাজি ও গাছপালা সেজদায় অবনত। (৭) আকাশমণ্ডলীকে তিনি সুউচ্চ ও সমুন্নত করেছেন এবং সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিখুঁত ভারসাম্য। (৮) এর ঐকান্তিক দাবি এই যে, তোমরা ভরসাম্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। (৯) সুবিচারের সাথে যথাযথ ওজন করো এবং পাল্লার দাঁড়ি বাঁকা করো না। (১০) পৃথিবীকে তিনি সমস্ত সৃষ্টির জন্য বানিয়েছে। (১১) এখানে আছে সবধরনের অসংখ্য সুস্বাদু ফলমূল, আছে খেজুর গাছ, এর ফল নরম আবরণে আচ্ছাদিত। (১২) আছে নানা রকমের শস্য, তাতে ভূষিও হয়, দানাও হয়। (১৩) অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের আল্লাহর কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার (সৃষ্টিকর্তাপ্রতিপালক) করবে?

সূরা হাশর (২১-২৪)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، هُوَ
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَلَمْ يَكُنْ
الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۝
سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ
لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۝ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

উচ্চারণ : (২১) হুওয়ালা ল্লা-হু ল্লাযি- লা - - - ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া, 'আ-লিমু-ল
গইবি ওয়াশ শাহা-দাতি, হুওয়ার রহমা-নুর রহী- - - ম। (২২) হুওয়ালা ল্লা-হু
ল্লাযি- লা - - - ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া, আলমালিকুল কুদ্দু-সুস সালা-মুল মূ'মিনুল
মুহাইমিনুল 'আব্বী-বুল জাব্বা-রুল মুতাকাব্বির; সুবহা-না ল্লা-হি 'আম- মা-

ইয়ুশরিকু - - - ন। (২৪) হুওয়াল ল্ল-হুল খ-লিকুল বা-রিয়ুল মুছাওভিরু লাহুল আসমা - - - -উল হুসনা-; ইয়ুসাব্বিল্ লাহ্- মা- ফীস সামা-ওয়া-তি ওয়াল 'আরদ; ওয়াহুওয়াল 'আব্বি-বুল হাঁকি - - - ম।

অর্থ : (২২) তিনিই আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। (তিনি) গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তাঁর জানা। তিনিই রহমান ও রহীম। (২৩) তিনিই আল্লাহই যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তিনি মালিক- বাদশাহ; অতীব মহান ও পবিত্র। পুরোপুরি শান্তি, নিরাপত্তা দানকারী, সংরক্ষণকারী, সর্বজয়ী, নিজের নির্দেশাবলী শক্তি প্রয়োগে কার্যকরকারী এবং স্বয়ং বড়ত্ব গ্রহণকারী। পবিত্র ও মহান আল্লাহ সেই সব শিরক থেকে যা লোকেরা করেছে। (২৪) তিনি আল্লাহই, যিনি সৃষ্টি-পরিকল্পনা রচনাকারী ও এর বাস্তবায়নকারী এবং সে অনুযায়ী আকার-আকৃতি প্রদানকারী। তাঁরই জন্য অতীব উত্তম নামসমূহ। আকাশমণ্ডলী আর পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করেছে। আর তিনি প্রবল পরাক্রান্ত এবং সকল জ্ঞানে পূর্ণ।

সূরা ফাজর : আয়াত : ২৭-৩০

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتٍ ۖ

উচ্চারণ : ইয়া- - - আইইয়াতু হান্ ~ নাফসুল মুত্বমায়িন্ ~ নাহ্। (২৮) ইরজি 'ই - - - ইলা- রব্বিকি র-দ্বিয়াতাম্ ~ মারদ্বিইয়াহ্। (২৯) ফাদখুলী- ফী- 'ইবা-দী- - -। (৩০) ওয়াদ খুলী- জান্ ~ নাতি- - -।

অর্থ : (২৭) হে প্রশান্ত আত্মা। (২৮) তোমার রবের দিকে চলো! এরূপ অবস্থায় যে, তুমি সন্তুষ্ট এবং তার প্রিয়পাত্র। (২৯) আমার (নেক) বান্দাদের মধ্যে शामिल হও। (৩০) এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।

হায়েয নেফাছের বিবরণ

বয়ঃপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের জরায়ু হতে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে যে রক্তস্রাব হয়, তাকে হায়েয, ঋতু বা মাসিক বলে। এটা কমপক্ষে তিনদিন এবং উর্ধ্বে দশদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ঋতুর স্থায়ীত্বকাল সকল স্ত্রীলোকের সমান নয়। তবে তিন দিনের কম এবং দশ দিনের বেশি কারও স্রাব হয় না। যদি তিন দিনের কম হয় অথবা দশ দিনের বেশি হয়, তবে তাকে হায়েয বলে না রোগ বলে ধরতে হবে।

শুধু সাদ রংয়ের স্রাব ব্যতীত অন্য যে কোন রংয়ের স্রাবকেই হায়েযের স্রাব বলে ধরা যাবে।

সন্তান প্রসবের পর স্ত্রীলোকের জরায়ু হতে যে রক্তস্রাব হয়, উহাকে নেফাছ বলে। এর সময়ের কোন স্থিরতা নেই, তবে উর্ধ্বে ৪০ দিন পর্যন্ত স্রাব স্থায়ী হতে পারে। ৪০ দিনের বেশি কারও স্রাব হলে তখন তাকে নেফাছ বলে না ধরে রোগ বলে ধরতে হবে।

কোন স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হলে তাতে যদি সন্তানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণ হয়েছে বলে দেখা যায়, তবে গর্ভপাতের পরে যে কয়দিন রক্তস্রাব হবে, তাকে নেফাছ বলে ধরতে হবে।

হায়েয ও নেফাছের অবস্থায় স্ত্রীলোকদেরকে নিম্নলিখিত আদেশ ও নিষেধসমূহ অবশ্য মেনে চলতে হবে। যথা— (১) হায়েয ও নেফাছের স্রাব জারি থাকা অবস্থায় নামাজ পড়বে না এবং পরে তার ক্বাযাও পড়তে হবে না। (২) রোজা রাখবে না, কিন্তু পরে সময়মত তার ক্বাযা আদায় করতে হবে। (৩) কুরআন শরীফ পড়তে বা স্পর্শ করতে পারবে না। (৪) হায়েয ও নেফাছ জারী থাকা অবস্থায় সহবাস করা হারাম।

হায়েয ও নেফাছে রক্তস্রাব যথাসময়ে বন্ধ হলে অবিলম্বে গোসল করে নামাজ পড়বে। স্রাব বন্ধ হওয়ার পর কিছুতেই যেন নামাজ ক্বাযা না হয়।

হায়েযের নির্ধারিত সময়ের মাঝখানে দুইদিন কি একদিন স্রাব বন্ধ থাকলেও একে হায়েযের মধ্যেই ধরতে হবে।

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَكْحِضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ ۖ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَكْحِضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ

অর্থ : তারা আপনাকে নারীদের ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলে দিন তা হচ্ছে অশুচিত। অতএব তোমরা ঋতুকালে স্ত্রীদের নিকট যাবে না। এমনকি তারা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাসেও লিপ্ত হবে না। (সূরা আল বাকারা : আয়াত ২২২)

(১) ঋতু চলাকালে মহিলারা নামাজ পড়া ও রোজা রাখা বন্ধ রাখবে

রাসূল (স.) মহিলাদের ধার্মিকতায় ত্রুটি-বিচ্ছ্যতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ *

অর্থাৎ এমন নয় কি যে, মহিলাদের যখন ঋতুস্রাব হয় তখন তারা নামাজ-রোজা কিছুই আদায় করতে পারে না। (বুখারী, হাদীস ৩০৪ মুসলিম, হাদীস ৭৯)

হযরত ফাতিমা বিনত আবু হুবাইশ (রাডি) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি মুস্তাহাযা হলে রাসূল (স) আমাকে বললেন :

إِذَا كَانَ دَمُ الْكَيْفَةِ، فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرِفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ، فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ *

অর্থাৎ ঋতুস্রাবের রং কালো বলে পরিচিত। যখন তা দেখতে পাবে নামাজ পড়া বন্ধ রাখবে। তবে অন্য কোন রং দেখা গেলে ওযু করে নামাজ আদায় করবে। কারণ, তা হচ্ছে ব্যাধি। (আবু দাউদ, হাদীস ২৮৬)

(২) ঋতু শেষে মহিলারা রোজা কাযা করবে, নামাজ কাযা করতে হবে না

হযরত মুআয (রাডিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি হযরত আয়শা (রাডিঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম : ঋতুবতী মহিলারা শুধু রোজা কাযা করবে, নামাজ কাযা করবে না এমন হবে কেন? তিনি বললেন : তুমি কি হারুন্নী তথা খারেজী মহিলা? আমি বললাম : আপনার ধারণা ঠিক নয়। তবে আমার শুধু জানার ইচ্ছে হচ্ছে। তিনি বলেন :

كَانَ يُصِيبُنَا ذَٰلِكَ فَنُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ -

অর্থাৎ আমাদের ও এমন হতো। তবে আমাদেরকে রোজা কাযা করতে বলা হতো, নামাজ নয়। (মুসলিম, হাদীস ৩৩৫)

(৩) যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান এনেছে তারাই মসজিদ আবাদ করে

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ تَفَعَّيْ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ
الْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٧﴾

অর্থ : আল্লাহর ঘর মসজিদগুলি আবাদ করা তাদেরই কাজ, যারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনে এবং নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কাউকেও ভয় করে না। অতএব আশা করা যায় তারা, সৎপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা আত তওবা : আয়াত ১৮)

(৪) মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতে হবে হেকমত ও উত্তম উপদেশের সাথে

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ لِهْمَرٍ بِأَلَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٨﴾

অর্থ : লোকদিগকে আপনি ডাকুন, আপন প্রতিপালকের দিকে হেকমত এবং উত্তম উপদেশের সাথে। আর তাদের সাথে তর্ক এমনভাবে করবেন, যেন তা খুবই পছন্দনীয় হয়। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা, তার সম্পর্কে বিশেষভাবে জানেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, আর তিনি বিশেষভাবে জানেন, তাদের অবস্থা সম্পর্কেও, যারা সঠিক পথে রয়েছে। (সূরা আন নহল : আয়াত ১২৫)

৬ষ্ঠ অধ্যায়

বেহেশতের সুখ-শান্তি

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا
أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ *

অর্থ : হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেন : বেহেশতের মধ্যে আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এইরূপ নেয়ামতসমূহ তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি যাহা কোন চক্ষু কোন দিন দর্শন করে নাই বা কোন কণ্ঠ কোন দিন শ্রবণ করে নাই অথবা কাহারও কল্পনাতেও কোনদিন তাহা আসে নাই।

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ.

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা আপনার নিকট বেহেশত চাই এবং উহাও চাই যাহা আমাদেরকে বেহেশতের নিকটবর্তী করিয়া দেয় অর্থাৎ যে কথার দ্বারা অথবা যে কাজের দ্বারা।

হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন : যেই ব্যক্তি তিন বার আল্লাহ পাকের নিকট বেহেশত প্রার্থনা করিবে, তাহার জন্য বেহেশত আল্লাহর নিকট এই দোয়া করিবেঃ

اللَّهُمَّ ادْخُلْهُ الْجَنَّةَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইয়েন।

এক হাদীসে আছে, যেই ব্যক্তি এমনভাবে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ-এর সাক্ষ্য দিয়াছে যে, তাহার অন্তর তাহার জবানকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে সে বেহেশতের যে কোন দরজা দিয়া ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারিবে। (মুসনাদে আবু ইয়াল্লা)

কুরআনের বাণী :

১. যাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হইবে সেই পরিপূর্ণ সফলকাম হইবে

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحِرَ حَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾ (سورة آل عمران: ১৮৫)

অর্থ : প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে আর রোজ কেয়ামতে তোমাদিগকে পূর্ণ প্রতিফলই দেওয়া হইবে, সুতরাং যাহাকে দোজখ হইতে রক্ষা করা হইবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করানো হইবে সেই পরিপূর্ণ সফলকাম হইবে। দুনিয়ার জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কিছু নহে। (সূরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৮৫)

২. বেহেশতীরা থাকিবে আরামের উদ্যানে স্বর্ণখচিত সিংহাসনে

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿٥٠﴾ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿٥٢﴾ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأُولَىٰ ﴿٥٣﴾ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٥٤﴾ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿٥٥﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٦﴾ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخْلَدُونَ ﴿٥٧﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿٥٨﴾ لَا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ﴿٥٩﴾ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٦٠﴾ وَلَحْمٍ طَيِّرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٦١﴾ وَحُورٌ عِينٌ ﴿٦٢﴾ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٦٣﴾ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٦٥﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٦٦﴾

(سورة الواقعة: ১০-২৬)

অর্থ : অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। তাহারাই নৈকট্যশীল, আরামের উদ্যানসমূহে, তাহারা একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং অল্পসংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে, স্বর্ণখচিত সিংহাসনে। তাহারা (বেহেশ্তীরা) তাহাতে হেলান দিয়া বসিবে পরস্পর মুখোমুখি হইয়া। তাহাদের কাছে ঘুরাফিরা করিবে চির কিশোররা, পানপাত্র কুঁজা ও খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়া, যাহা পান করিলে তাহাদের মাথা ব্যথা হইবে না এবং তাহারা মাতালও হইবে না। আর তাহাদের পছন্দমত ফলমূল নিয়া এবং রুচিমত পাখীর মাংস নিয়া। তথায় থাকিবে আনতনয়না হুরগণ, আবরণে রক্ষিত মতির ন্যায়, তাহারা যাহা কিছু করিত তাহার পুরস্কারস্বরূপ। তাহারা তথায় কোন অবান্তর ও খারাপ কথা শুনিবে না। কিন্তু শুনিবে সালাম আর সালাম। (সূরা : আল ওয়াকিয়া, আয়াত : ১০-২৬)

৩. বেহেশ্তে থাকিবে কাঁটাবিহীন বাগান দীর্ঘ ছায়া আর চিরকুমারী রমণীগণ

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۖ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۖ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۖ^{১৮}
وَطَلِّعٍ مِّنْضُودٍ ۖ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ۖ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ۖ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۖ^{১৯}
لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۖ وَفُرْشٍ مَّرْفُوعَةٍ ۖ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً ۖ^{২০}
فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ۖ عُرُبًا أَتْرَابًا ۖ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ۖ ثَلَاثَةٌ مِّنَ
الْأُولَئِينَ ۖ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۖ (سورة الواقعة : ১৮-২০)

অর্থ : যাহারা ডান দিকে থাকিবে তাহারা (বেহেশ্তীরা) কত ভাগ্যবান। তাহারা থাকিবে কাঁটাবিহীন কুল বাগানে এবং কাঁদি কাঁদি কলায় এবং দীর্ঘ ছায়ায় এবং প্রবাহিত পানিতে ও প্রচুর ফলমূলে, যাহা শেষ হইবার নহে এবং নিষিদ্ধও নহে, আর থাকিবে সমুন্নত শয়্যায়। আমি বেহেশ্তী রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর তাহাদেরকে করিয়াছি চিরকুমারী, কামিনী, সমবয়স্কা, ডান

দিকের (বেহেশ্তী) লোকদের জন্য। তাহাদের একদল হইবে পূর্ববর্তীদের মধ্যে হইতে এবং একদল হইবে পরবর্তীদের মধ্য হইতে। (সূরা : আল ওয়াক্কেয়া, আয়াত : ২৭-৪০)

৪. বেহেশ্তীদের বলা হইবে সালাম, তোমরা সুখে থাক।

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا
جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ
فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٩٣﴾ (سورة الزمر : ৫৩)

অর্থ : যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করিত তাহাদিগকে দলে দলে বেহেশতের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। যখন তাহারা (বেহেশ্তীরা) উন্মুক্ত দরজা দিয়া বেহেশতে পৌঁছাইবে এবং বেহেশতের রক্ষীরা তাহাদেরকে বলিবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক। অতঃপর সদা-সর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা বেহেশতে প্রবেশ কর। (সূরা : জুমার, আয়াত : ৭৩)

৫. বেহেশ্তীদের অন্তরে কোন দুঃখ থাকিবে না

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَى
نَا اللَّهُ ۚ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ وَنُودُوا أَنْ تُلْكَمُ الْجَنَّةَ
أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾ (سورة الاعراف : ২৩)

অর্থ : তাহাদের (বেহেশ্তীদের) অন্তরে যাহা কিছু দুঃখ ছিল, আমি তাহা বাহির করিয়া দিব, তাহাদের পাদদেশে প্রবাহিত হইবে “নদীঃ। তাহারা বলিবে, আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদেরকে এই পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। আমরা কখনো পথ পাইতাম না, যদি আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করিতেন। আমাদের

পালনকর্তার রাসূল, আমাদের কাছে সত্য কথা নিয়া আসিয়াছিলেন। আওয়াজ আসবে, “ইহাই বেহেশ্ত”। তোমরা ইহার উত্তরাধিকারী হইলে তোমাদের কর্মের প্রতিদানে। (সূরা : আল আ'রাফ, আয়াত : ৪৩)

৬. বেহেশ্তে থাকিবে প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ

وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٨٧﴾
 ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٨٨﴾ فِيهِمَا عَيْنَاتٌ تَجْرِي فِي
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٨٩﴾ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٌ ۖ فَبِأَيِّ
 آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٩٠﴾ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۖ
 وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٩١﴾ فِيهِنَّ قُصُورٌ
 الْطَّرِيفُ ۖ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
 تُكَذِّبِينَ ﴿٩٢﴾ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
 تُكَذِّبِينَ ﴿٩٣﴾ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
 تُكَذِّبِينَ ﴿٩٤﴾ (سورة الرحمن: ১-২৬)

অর্থ : যেই ব্যক্তি তাহার পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হইবার ভয় রাখে তাহার জন্য রহিয়াছে দুইটি উদ্যান। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করিবে? উভয় উদ্যানই ঘন শাখা-পল্লব বিশিষ্ট। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করিবে? উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল বিভিন্ন রকমের হইবে। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করিবে? তাহারা তথায় (বেহেশ্তে) রেশমের আস্তুর বিশিষ্ট বিছানার উপর হেলান দিয়া বসিবে। উভয় উদ্যানের ফল তাহাদের নিকট ঝুলিবে। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের

পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করিবে? তথায় থাকিবে আনত নয়না রমণীগণ, কোন জ্বিন ও মানব পূর্বে যাহাদেরকে স্পর্শ করে নাই। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করিবে? প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করিবে? সৎকাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হইতে পারে? অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করবে? (সূরা : আর রহমান, আয়াত : ৪৬-৬১)

৭. যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎ কাজ করিয়াছে তাহাদের জন্য বেহেশত

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾ (سورة البقرة: ২৫)

অর্থ : (আর হে নবী!) যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎ কাজসমূহ করিয়াছে, আপনি তাহাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যাহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকিবে। যখনই তাহারা খাবার হিসাবে কোন ফল প্রাপ্ত হইবে, তখনই তাহারা বলিবে, এ তো অবিকল সেই ফলই, যাহা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তাহাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হইবে এবং সেইখানে তাহাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী থাকিবে। আর সেখানে তাহারা অনন্তকাল অবস্থান করিবে। (সূরা : আল বাক্বারা, আয়াত : ২৫)

৮. বেহেশতে থাকিবে দুধের নহর, মধুর নহর আর সুস্বাদু শরাবের নহর

مِثْلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ۖ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ۖ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ۖ

وَأَنْهَرٍ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ
مِّن رَّبِّهِمْ ۚ (সূরা মুহাম্মদ : ১৫)

অর্থ : পরহেযগার বান্দাদেরকে যেই বেহেশ্তের ওয়াদা করা হইয়াছে, তাহার অবস্থা হইল, সেইখানে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর, যাহার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় (বেহেশ্তে) তাহাদের জন্যে আছে রকমারি ফলমূল ও তাহাদের পালনকর্তার ক্ষমা। (সূরা : মুহাম্মদ, আয়াত : ১৫)

৯. বেহেশ্তীদের পান করানো হইবে কাফুর মিশ্রিত পানপাত্র হইতে

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِّنْ كَاسٍ كَانَتْ مَزَاجُهَا كَافُورًا ۚ عَيْنًا يَّشْرَبُ
بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۝ (সূরা الدهر : ৬-৫)

অর্থ : নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা (বেহেশ্তীরা) পান করিবে কাফুর মিশ্রিত পান পাত্র হইতে। ইহা একটি ঝরণা, যাহা হইতে আল্লাহর নেক বান্দাগণ পান করিবে তাহারা ইহাকে প্রবাহিত করিবে। (সূরা : দাহর, আয়াত : ৫-৬)

১০. বেহেশ্তীদের মুখমণ্ডলে থাকিবে স্বাচ্ছন্দ্য ও সজীবতা

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۚ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ۚ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ
نُضْرَةً مِّنَ النَّعِيمِ ۚ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُومٍ ۚ خَتْمُهُ مُسْكٌ ۚ

অর্থ : নিশ্চয়ই সৎ লোকগণ (বেহেশ্তে) থাকিবে পরম আরামে, তাহারা সিংহাসনে বসিয়া অবলোকন করিবে, আপনি তাহাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্য ও সজীবতা দেখিতে পাইবেন। তাহাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হইবে। তাহার মোহর হইবে কস্তুরী। (সূরা : মুতাফ্ফিফীন, আয়াত : ২২-২৫)

১১. বেহেশ্তীরা বেহেশতে চিরকাল থাকিবে

يُعْبَادُ لَأَخَوْفٍ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَكْزَنُونَ ۖ الَّذِينَ آمَنُوا
بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ۖ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
تُحَبَّرُونَ ۖ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَفَائٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا
مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ

(سورة الزخرف : ৬৮-৮১)

অর্থ : হে আমার বান্দাগণ আজ তোমাদের কোন ভয় নাই, এবং তোমরা দুঃখিত ও হইবে না। যাহারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করিয়াছিলে এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ সানন্দে বেহেশতে প্রবেশ কর। (বেহেশতে) তাহাদের কাছে পরিবেশন করা হইবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র, তথায় রহিয়াছে (তাহাদের) মন যাহা চায় এবং নয়ন যাহাতে তৃপ্ত হয়, তোমরা (বেহেশ্তীরা) তথায় চিরকাল থাকিবে। (সূরা : আয যুখরুফ, আয়াত : ৬৮-৭১)

১২. বেহেশ্তীদের অন্তরে কোন ক্রোধ থাকিবে না

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ غِلًّا إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۖ

(سورة الحجر : ৮৮)

অর্থ : তাহাদের (বেহেশ্তীদের) অন্তরে যে ক্রোধ ছিল আমি (আল্লাহ) তাহা দূর করিয়া দিব। তাহারা ভাই ভাইয়ের মত সামনাসামনি আসনে বসিবে। (সূরা : আল হিজর, আয়াত : ৮৭)

১৩. বেহেশতের তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ

(سورة محمد : ১৮)

অর্থ : যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাহাদেরকে দাখিল করিবেন (বেহেশ্তের) উদ্যান সমূহে, যাহার তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত হইবে। (সূরা : মুহাম্মাদ, আয়াত-১২)

১৪. বেহেশ্তে থাকিবে সৎ চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٩٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٩١﴾
 حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٩٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٩٣﴾
 لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴿٩٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٩٥﴾
 (سورة الرحمن : ৮৫-৮০)

অর্থ : সেখানে (বেহেশ্তে) থাকিবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ! অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করিবে? তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করিবে? কোন জ্বীন ও মানব পূর্বে তাহাদেরকে স্পর্শ করে নাই। (সূরা : আর রহমান, আয়াত : ৭০-৭৫)

১৫. বেহেশ্তীদের কখনও মৃত্যু হইবে না

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾ (سورة الدخان : ৫৮-৫৫)

অর্থ : তাহারা সেখানে (বেহেশ্তে) শান্ত মনে বিভিন্ন ফল-মূল আনিতে বলিবে। তাহারা সেখানে মৃত্যু আশ্বাদন করিবে না, প্রথম মৃত্যু ব্যতীত এবং আপনার পালনকর্তা তাহাদেরকে দোজখের আজাব থেকে রক্ষা করিবেন। আপনার পালনকর্তার কৃপায় ইহাই মহাসাফল্য। (সূরা : আদ দুখান, আয়াত : ৫৫-৫৭)

১৬. আল্লাহ তা'আলা বেহেশতীদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ①
 جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
 فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ②
 (سورة البينة : ৪-৮)

অর্থ : যাহারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, তাহারাই সৃষ্টির সেরা। তাহাদের পালনকর্তার কাছে রহিয়াছে তাহাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের বেহেশত, যাহার তলদেশ দিয়া নহর প্রবাহিত, তাহারা সেখানে থাকিবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। ইহা তাহার জন্যে, যে তাহার পালনকর্তাকে ভয় করে। (সূরা : বাইয়্যোনাহ, আয়াত : ৭-৮)

১৭. মতির মত চির কিশোরেরা বেহেশতীদের সেবা করিবে

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ۖ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا
 مَنثورًا ③ (سورة الدهر : ১৭)

অর্থ : (বেহেশতে) তাহাদের কাছে ঘোরাফেরা করিবে চির কিশোরগণ। আপনি তাহাদেরকে দেখে মনে করিবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা। (সূরা : আদ দাহর, আয়াত : ১৯)

১৮. নিশ্চয়ই খোদাভীরুগণ বেহেশতে থাকিবে

أَفْسِكِرْ هَذَا إِنَّمَا أَنْتُمْ لِاتَّبَعُونَ ④ إِنْ أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ
 عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑤ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ
 وَنَعِيمٍ ⑥ (سورة الطور : ১৮)

অর্থ : খুব মজার সহিত খাও এবং পান কর, তোমাদের (কৃত) আমলের বিনিময়ে। সারি সারি সাজানো আসন সমূহের উপর হেলান দিয়া, আর আমি তাহাদেরকে বড় বড় নয়ন বিশিষ্টা সুন্দরীগণের সহিত বিবাহ করাইয়া দিব। নিশ্চয়ই খোদাভীরুগণ থাকিবে বেহেশতে ও আরাম আয়েশে। (সূরা : আত তুর, আয়াত : ১৫-১৭)

১৯. বেহেশতীদের পোশাক হইবে সূক্ষ ও পুরু রেশমের বস্ত্র

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُكَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ نِعْمَ الثَّوَابُ ۖ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝ (سورة الكهف : ٣١)

অর্থ : উহাদেরই জন্য আছে স্থায়ী বেহেশত, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেইখানে উহাদিগকে স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হইবে, উহারা পরিধান করিবে সূক্ষ ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র এবং তথায় সমাসীন হইবে সুসজ্জিত আসনে। কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল। (সূরা : কাহাফ, আয়াত : ৩১)

২০. বেহেশতীদেরকে তাহাদের রবের পক্ষ হইতে বলা হইবে “সালাম”

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ۖ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ۝ (سورة يس : ٥٨-٥٩)

অর্থ : সেইখানে (বেহেশতে) থাকিবে তাহাদের জন্য ফলমূল এবং তাহাদের জন্য বাঞ্ছিত সমস্ত কিছু। (বলা হইবে) সালাম, পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হইত সম্ভাষণ (সূরা : ইয়াসীন, আয়াত : ৫৭-৫৮)

২১. বেহেশতীরা সেইখানে কোন অসার বাক্য শুনিবে না

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۖ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لِأَغْيَةٍ ۖ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۖ فِيهَا

سُرْمَرُفُوعَةٍ ۝ ۳۹ ۝ وَآكَوَابَ مَوْضُوعَةٍ ۝ ۴০ ۝ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٍ ۝ ۴১ ۝ وَزَرَابِيٍّ ۝ ۴২ ۝
 مَبْثُوثَةٍ ۝ ۴৩ ۝ (سورة الغاشية : ১৬-১০)

অর্থ : সুমহান (বেহেশতে), সেইখানে তাহারা কোন অসার বাক্য শুনিবে না। সেইখানে থাকিবে প্রবাহিত ঝর্ণা, উন্নত সুসজ্জিত আসন, প্রস্তুত থাকিবে সংরক্ষিত পানপাত্র, সারি সারি গালিচা এবং বিস্তৃত কার্পেট। (সূরা : গাশিয়া, আয়াত : ১০-১৬)

২২. বেহেশতীরা সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়া বসিবে

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ৫৪ ۝
 إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ ۝ ৫৫ ۝ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِئُونَ ۝ ৫৬ ۝ (سورة يس : ৫৬-৫২)

অর্থ : আজ কাহারও প্রতি কোন জুলুম করা হইবে না এবং তোমরা যাহা করিতে কেবল তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে। ঐদিন বেহেশতীরা আনন্দে মশগুল থাকিবে। তাহারা এবং তাহাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকিবে ছায়াময় পরিবেশে, আসনে হেলান দিয়া। (সূরা : ইয়াসীন, আয়াত : ৫৪-৫৬)

২৩. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃত কর্মের জন্য দায়ী

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ۝ ৫৭ ۝ وَامْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۝ ৫৮ ۝ يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ۝ ৫৯ ۝ (سورة الطور : ২৩-২১)

অর্থ : এবং যাহারা ঈমান আনে, আর তাহাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাহাদের অনুগামী হয়, তাহাদের সহিত মিলিত করিব (বেহেশতে) তাহাদের

সন্তান-সন্ততিকে এবং তাহাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করিব না, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। আমি (আল্লাহ) তাহাদিগকে দিব ফলমূল ও গোশত যাহা তাহারা পছন্দ করে। (আর) তথায় তাহারা পরস্পর (কৌতুক করিয়া) সরাব পান পাত্র লইয়া কাড়াকাড়িও করিবে, উহাতে না প্রলাপ হইবে আর না অন্য কোন বেহুদা কথা হইবে। (সূরা : তুর, আয়াত : ২১-২৩)

২৪. বেহেশতে থাকিবে আনত নয়না রমণীগণ

وَعِنْدَهُمْ قُصِرَتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ ۝ كَانَتْهُمْ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ۝ فَأَقْبَلَ
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي
قَرِينٌ ۝ يَقُولُ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُصْذِقِينَ ۝ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا
ءَاِنَّا لَمَدِينُونَ ۝ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّطْلِعُونَ ۝ فَاطْلَعُوا فِي سَوَاءٍ
الْجَحِيمِ ۝ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينَ ۝ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ
مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ (سورة الصفت : ৫৮-৮৮)

অর্থ : তাহাদের সঙ্গে থাকিবে আনত নয়না, আয়ত লোচনা হুরীগণ। তাহারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব। তাহারা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিবে। তাহাদের কেহ বলিবে, ‘আমার ছিল এক সংগী। সে বলিত, ‘তুমি কি ইহাতে বিশ্বাসী যে, আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইব তখনও কি আমাদিগকে প্রতিফল দেওয়া হইবে?’ আল্লাহ বলিবেন, ‘তোমরা কি তাহাকে দেখিতে চাও?’ অতঃপর সে ঝুঁকিয়া দেখিবে এবং উহাকে দেখিতে পাইবে দোজখের মধ্যস্থলে; বলিবে, ‘আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করিয়াছিলে, ‘আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকিলে আমিও তো হাযিরকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হইতাম। (সূরা : আস-সাফফাত, আয়াত : ৮৮-৫৯)

২৫. বেহেশতীদের সৎ কার্যশীল পিতামাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান সন্তুতীও বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

جَنَّتْ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ
وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝ (سورة الرعد : ২৩)

অর্থ : স্থায়ী বেহেশত, উহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্তুতীদের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহারাও এবং ফেরেশতাগণ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে প্রত্যেক দ্বার দিয়া। (সূরা : রাদ, আয়াত : ২৩)

২৬. আল্লাহর ও তাঁর রাসূল সা. এর পূর্ণ আনুগত্য করলে এমন জান্নাতসমূহ পাওয়া যাবে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

অর্থ : ১৩. এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে এরূপ জান্নাতসমূহে দাখিল করবেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে, তারা অনন্তকাল সেখানে অবস্থান করবে। আর এটা বিরাট সফলতা। (৪ সূরা আন-নিসা : আয়াত ১৩)

২৭. বেহেশতে থাকবে সৎ চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ
فِي الْخِيَامِ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ
وَلَا جَانٌ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝

অর্থ : ৭০. সেখানে (বেহেশতে) থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ! ৭১. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? ৭২. তাঁবুতে অবস্থানকারিনী হুরগণ। ৭৩. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদান অস্বীকার করবে? ৭৪. কোন জ্বীন ও মানব পূর্বে তাদেরকে স্পর্শ করে নাই। (৫৫ সূরা আর রহমান : আয়াত ৭০-৭৫)

২৮. আল্লাহ বলেন ‘আমার জান্নাতে প্রবেশ কর’

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتِي ۖ

অর্থ : ২৭. হে প্রশান্ত মন, ২৮. তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। ২৯. অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, ৩০. এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। (৮৯ সূরা আল ফজর : আয়াত ২৭-৩০)

২৯. তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে সালাম

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۖ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۖ
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۚ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ
غَرَامًا ۖ

অর্থ : ৬৩. রহমান এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম। ৬৪. এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে; ৬৫. এবং যারা বলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয়ই এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। (২৫ সূরা আল ফুরকান : আয়াত ৬৩-৬৫)

৩০. বেহেশতীদেরকে তাদের রবের পক্ষ হতে বলা হবে সালাম

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ۖ سَلَامٌ لِّقَوْلِ لَامِنَ رَبِّ رَحِيمٍ ۝

অর্থ : ৫৭. সেখানে বেহেশতে থাকবে তাদের জন্য ফলমূল এবং তাদের জন্য বাঞ্ছিত সমস্ত কিছু। ৫৮. বলা হবে সালাম, পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হত সম্ভাষণ। (৩৬ সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৫৭-৫৮)

৩১. জান্নাতে আছে সালসাবীল নামক ঝর্ণা

عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ۖ وَيَطْوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانِ مَخْلُودُونَ ۖ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا ۝

অর্থ : ১৮. এটা জান্নাতস্থিত সালসাবীল নামক একটি ঝর্ণা। তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। ১৯. আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা। (৭৬ সূরা আদ দাহর : আয়াত ১৮-১৯)

৩২. জান্নাতে থাকবে প্রবাহিত ঝর্ণা

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۖ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لِأَغْيَةٍ ۖ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۖ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۖ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۖ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۖ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ۖ

অর্থ : ১০. তারা থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে। ১১. তথায় শুনবে না কোন অসার কথাবার্তা। ১২. তথায় থাকবে প্রবাহিত ঝর্ণা। ১৩. তথায় থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন। ১৪. এবং সংরক্ষিত পানপাত্র। ১৫. এবং সারি সারি গালিচা। ১৬. এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট। (৮৮ সূরা গাশিয়াহ : আয়াত ১০-১৬)

৩৩. ঈমানদার ব্যক্তির কৃতকর্মের আপ্যায়ন স্বরূপ জান্নাত

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾ أَمَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ ذُنُوبُهُمْ أَسْفَلَ بَيْنَ
يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

অর্থ : ১৮. ঈমানদার ব্যক্তি কি অবাধ্যের অনুরূপ? তারা সমান নয়। ১৯. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়ন স্বরূপ বসবাসের জান্নাত। (৩২ সূরা সাজদাহ : আয়াত ১৮-১৯)

৩৪. জান্নাতে মন যা চাবে তাই পাওয়া যাবে

نَحْنُ أَوْ لِيُؤْكِرْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا مَا
تَشْتَهُ ۚ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٢٠﴾

অর্থ : ৩১. আমিই তোমাদের বন্ধু, দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। জান্নাতে তোমাদের জন্য, তোমাদের মন যা চাবে তাই দেওয়া হবে এবং তোমরা সেখানে যা দাবী করবে তাই পাবে। (৪১ সূরা হা-মীম সাজদা : আয়াত ৩১)

৩৫. যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য বেহেশত

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۖ قَالُوا هَٰذَا
الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ
مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١﴾

অর্থ : ২৫. আর হে নবী! যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ

প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এ তো অবিকল সে ফলই, যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুতঃ তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে এবং সেখানে তাদের জন্যে পবিত্র সঙ্গিনী থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। (২ সূরা আল বাক্বারা : আয়াত ২৫)

৩৬. বেহেশতীদের মুখমণ্ডলে থাকবে স্বাচ্ছন্দ্য ও সজীবতা

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۖ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ۖ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ۖ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ۖ

অর্থ : ২২. নিশ্চয়ই সৎ লোকগণ বেহেশতে থাকবে পরম আরামে, ২৩. তারা সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে, ২৪. আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্য ও সজীবতা দেখতে পাবেন ২৫. তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। (৮৩ সূরা মুতাফফিফীন : আয়াত ২২-২৫)

৩৭. মুত্তাকীদের জন্য আছে নিয়ামতের জান্নাত

كَذَلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۖ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ۖ

অর্থ : ৩৩. শাস্তি এভাবেই আসে এবং পরকালের শাস্তি আরও গুরুত্বপূর্ণ; যদি তারা জানত। ৩৪. মুত্তাকীদের জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে নিয়ামতের জান্নাত। (৬৮ সূরা আল কলম : আয়াত ৩৩-৩৪)

৩৮. আল্লাহ জান্নাতীদেরকে আয়তলোচনাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিবেন

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ مُتَكِّينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ

الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ
 بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ۝ وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۝
 يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيرٌ ۝ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ
 غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ۝

অর্থ : ১৯. তাদেরকে বলা হবে : তোমরা যা করতে তার প্রতিফলস্বরূপ তোমরা তৃপ্ত হয়ে পানাহার কর। ২০. তারা শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে আয়তলোচনা ছরদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেব। ২১. যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, ২২. আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্যে দায়ী। আমি তাদেরকে দেব ফল-মূল এবং গোশত যা তারা চাইবে। ২৩. সেখানে তারা একে অপরকে পানপাত্র দেবে; যাতে বকাবকি নেই এবং পাপকর্মও নেই। ২৪. সুরক্ষিত মতিসদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে। (৫২ সূরা আত তূর : আয়াত ১৯-২৪)

৩৯. নিশ্চই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ
 الْأَلِيمُ ۝ (سورة الحجر : ٣٩-٥٠)

অর্থ : (হে রসূল) আমার বান্দাদিগকে বলিয়া দিন যে, আমি (আল্লাহ) তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এবং আমার শাস্তি সে অতি মর্মভূদ শাস্তি। (সূরা : হিজর, আয়াত : ৪৯-৫০)

সপ্তম অধ্যায়

দোজখের দুঃখ কষ্ট

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, দোজখীদের মধ্যে সবচেয়ে কম আজাব যে ব্যক্তির হইবে, তাহাকে এক জোড়া আগুনের জুতা পরানো হইবে, যাহার ফিতাও আগুনের তৈয়ারী হইবে, যাহার দ্বারা তাহার মস্তিষ্ক উত্তপ্ত পাতিলের মতো টগ্‌বগ্‌ করিতে থাকিবে। সেই ব্যক্তি মনে করিবে, তাহাকে সবচেয়ে বেশী আজাব দেওয়া হইতেছে অথচ তাহাকেই সবচেয়ে কম আজাব দেওয়া হইতেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করিয়া অন্তরের সবটুকু আবেগ দিয়া অতীতের গোনাহ-খাতাসমূহের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া দোয়া করিতে হইবে। হাদীস শরীফে আছে- “গোনাহ্‌গার বান্দার চোখের পানি আল্লাহ্‌র ক্রোধের আগুনকে নিভাইয়া দেয়।” নবী করীম (সাঃ)-এর চেয়ে মরতবায় “শ্রেষ্ঠ” আর কাহাকেও আল্লাহ্‌ তা‘য়ালা সৃষ্টি করেন নাই। অথচ তিনিও মুনাজাতের মধ্যে ও নামাজের সেজদার হালতে এমনভাবে কাঁদিতেন যে, তাঁহার সীনা-মুবারকের ভিতর হইতে গোশ্‌ত রান্নার মতো গুড় গুড় শব্দ শোনা যাইত।

আল্লাহ্‌ তা‘য়ালা কুরআনে হুকুম করিয়াছে -

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ

অর্থ : তোমরা তোমাদের পরওয়ারদিগারকে ডাকিও কান্নাজড়িত কণ্ঠে আর নির্জনে। (সূরা : আরাফ আয়াত : ৫৫)

হাদীস শরীফে আছে - “যে ব্যক্তি নিশি-রাতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে আর তখন তাহার দুই গুণ বাহিয়া চোখের পানি গড়াইয়া পড়ে, কেয়ামতের দিন সে আল্লাহ্‌র আরশের ছায়াতলে স্থান লাভ করিবে। (বায়হাকী)

আরেক হাদীসে আছে-“আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়েও তাঁহার রহমত লাভের আশায় যে চক্ষু ক্রন্দন করে, উহার জন্য দোজখের আগুন হারাম। - (তিরমিযী)

দোযখ হইতে বাঁচিবার দোয়া :

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ.

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমরা আপনার নিকট দোজখ হইতে পানাহ চাই এবং উহা হইতেও আপনার পানাহ যাহা আমাদেরকে দোজখের নিকটবর্তী করিয়া দেয়, চাই কথার দ্বারা নিকট অথবা কাজের দ্বারা হোক।

হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন-যে ব্যক্তি তিনবার আল্লাহর নিকট দোজখ হইতে পানাহ চায়, তাহার জন্য দোযখ আল্লাহর নিকট দোয়া করে।

اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ.

“হে আল্লাহ তাহাকে দোজখ হইতে বাঁচাও।ঃ

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন এমনভাবে আসিবে যে, সে একমাত্র আল্লাহ তা’আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলিয়াছে আল্লাহ তা’আলা তাহার উপর দোজখের আগুন হারাম করিয়া দিবেন। (বুখারী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর রহমত ছাড়া কস্মিনকালেও কেহ বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। (এমনকি) আমিও বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিব না। (আততারগীব ওয়াততারহীব)

কুরআনের বাণী

১. দোজখ খুবই নিকৃষ্ট স্থান

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۝ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۝

(سورة المملك : ৮-৭)

অর্থ : এবং যাহারা আপন প্রতিপালককে অস্বীকার করে, তাহাদের জন্য দোজখের কঠিন শাস্তি রহিয়াছে এবং উহা খুবই নিকৃষ্ট স্থান। যখন তাহারা উক্ত দোজখে নিষ্ক্ষিপ্ত হইবে তখন তাহারা উহার ভীষণ হুঙ্কার শুনিতে পাইবে এবং উহা এ রকম টগবগ করিতে থাকিবে যেমন শীঘ্রই রাগে ফাটিয়া পড়িবে। (সূরা : মুল্ক, আয়াত : ৬-৮)

২. দোজখীরা শুধু মৃত্যুকে আহ্বান করিতে থাকিবে

إِذَا أَرَأْتَهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا ۝
وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنَيْنِ دَعَوْا هُنَا لِكَ تَبُورًا ۝
(سورة الفرقان : ১৩-১২)

অর্থ : যখন উক্ত দোজখ দূর হইতে জাহান্নামীদেরকে দেখিতে পাইবে তখন দোজখীরা উহার বিকট শব্দ ও হুঙ্কার শুনিতে পাইবে। অতঃপর যখন বন্ধনাবস্থায় দোজখের কোন সংকীর্ণ স্থানে তাহাদেরকে নিষ্ক্ষেপ করা হইবে তখন তাহারা সেইখানে শুধু মৃত্যুকে আহ্বান করিতে থাকিবে। (সূরা : ফুরকান, আয়াত : ১২-১৩)

৩. দোজখ ঐ সমস্ত লোকদিগকে আহ্বান করিবে, যাহারা আল্লাহর গোলামী হইতে মুখ ফিরাইয়াছে

تَدْعُوا مِّنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ۝ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ۝ (سورة المعارج : ১৮-১৭)

অর্থ : দোজখ ঐ সমস্ত লোকদিগকে নিজের দিকে আহ্বান করিবে, যাহারা হক্ক রাস্তাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে এবং আল্লাহ তা'আলার গোলামী হইতে মুখ ফিরাইয়াছে এবং অবৈধভাবে ধন-সম্পদকে জমা করিয়া সংরক্ষিত করিয়াছে। (সূরা : আল মা'আরিজ, আয়াত : ১৭-১৮)

৪. দোজখীদের মুখমণ্ডল আগুনে সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া যাইবে

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالْكُتُوبِ ۝ (سورة المؤمنون : ১০৪)

অর্থ : দোজখের অগ্নি তাহাদের মুখমণ্ডলকে এমনভাবে জ্বলাইয়া দিবে যে, উহা সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া যাইবে। (সূরা : আল মু'মিনুন, আয়াত : ১০৪)

৫. দোজখীদেরকে আগুনের কাটা খাওয়ানো হইবে

تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ أَنِيَّةٍ ۝ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ۝ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۝ (سورة الغاشية : ৫-৮)

অর্থ : দোজখীদেরকে উত্তপ্ত গরম পানির নহর হইতে পানি পান করানো হইবে এবং আগুনের কাটা ব্যতীত অন্য কিছুই তাহাদের খাদ্য হইবে না। উক্ত খাদ্য না তাহাদিগকে কোন শক্তি দান করিবে, না তাহাদের ক্ষুধা নিবারণ করিবে। (সূরা : আল গাশিয়া, আয়াত : ৫-৭)

৬. দোজখীরা গলিত পুঁজ ও গলিত রক্ত ছাড়া অন্য কোন খাদ্য খাইবে না

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ ۝ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسِيلِينَ ۝ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۝ (سورة الحاقة : ৩৮-৪০)

অর্থ : কাজেই অদ্য তাহার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকিবে না এবং ক্ষতস্থান হইতে নির্গত গলিত পুঁজ, রক্ত ব্যতীত অন্য কোন খাদ্যও থাকিবে না, ঐ খাদ্য যাহা একমাত্র দোজখের পাপীষ্ঠগণই ভক্ষণ করিবে। (সূরা : আল হাক্বাহ, আয়াত : ৩৫-৩৭)

৭. দোজখীরা কাটায়ুক্ত জাক্কুম বৃক্ষ হইতে খাদ্য গ্রহণ করিবে

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ۝ لَا تَكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقْوٍ ۝ فَمَا لَكُمْ مِنَ الْبُطُونِ ۝ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَمِيرِ ۝ فَشَرِبُونَ شُرَبَ الْهِيمِ ۝ هَذَا نَزْلُكُمْ يَوْمَ الدِّينِ ۝ (سورة الواقعة : ৫১-৫৬)

অর্থ : অতঃপর হে অবিশ্বাসী বিপথগামীগণ, নিশ্চয়ই তোমরা জাক্কুম বৃক্ষ হইতে খাদ্য গ্রহণ করিবে, যাহা দ্বারা তোমরা পেট ভর্তি করিয়া লইবে। তদুপরি পুনরায় উত্তপ্ত গরম পানি পান করিতে থাকিবে। যেমন পিপাসিত ও তৃষ্ণাগত উট

পানি পান করে। রোজ কেয়ামতে ইহাই হইবে তাহাদের মেহমানদারীর সামগ্রী।
(সূরা : আল ওয়াক্কেয়া, আয়াত : ৫১-৫৬)

৮. দোজখীদের খাদ্য জাক্কুম বৃক্ষের উৎপত্তি জাহান্নামের তলদেশে

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ۝ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيْطَانِ ۝ (سورة الصّفت : ৬৫-৬৬)

অর্থ : নিশ্চয়ই উক্ত জাক্কুম এমন একটি বৃক্ষ যাহার উৎপত্তি দোজখের তলদেশে আর উহার উপরিভাগ ঠিক যেন সর্পের ফণা। (সূরা : আছ ছফফাত, আয়াত : ৬৪-৬৫)

৯. দোজখীদেরকে পচা দুর্গন্ধময় ঠাণ্ডা গাচ্ছাক পান করিতে দেওয়া হইবে

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۝ (سورة النّبا : ২৪-২৫)

অর্থ : তাহারা উক্ত দোজখ সমূহে ভীষণ গরম পানি এবং গাচ্ছাক ব্যতীত অন্য কোন ঠাণ্ডা জিনিস অথবা পানীয় দ্রব্য পান করিতে পারিবে না। (সূরা : নাবা, আয়াত : ২৪-২৫)

১০. দোজখীদেরকে “মৃত্যুর বিভীষিকা” আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে

مَنْ وَرَأَاهُ جَهَنَّمَ وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۝ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۝ وَمَنْ وَرَأَاهُ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۝ (سورة ابرهيم : ১৬-১৭)

অর্থ : সেই দোজখবাসীদেরকে পুঁজ বিগলিত পানি পান করানো হইবে যাহা তাহারা ঘোট ঘোট করিয়া পান করিতে থাকিবে এবং ভীষণ কষ্টেই তাহাদের পেটের ভিতর প্রবেশ করিবে। আর চতুর্দিক হইতে মৃত্যুর বিভীষিকা তাহাদেরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে অথচ তাহাদের কোন মৃত্যু হইবে না। (সূরা : ইব্রাহীম, আয়াত : ১৬-১৭)

১১. উত্তপ্ত পানি দোজখীদের নাড়িভুড়িসমূহকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিবে

كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُمْ ۝

(سورة محمد : ১৫)

অর্থ : মুত্তাকীরা কি তাহাদের ন্যায়, যাহারা দোজখে স্থায়ী হইবে এবং তাহাদেরকে এইরূপ (ফুটন্ত) পানি পান করানো হইবে যাহা তাহাদের নাড়িভুড়ি সমূহকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিবে। (সূরা : মুহাম্মাদ, আয়াত : ১৫)

১২. দোজখীরা তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পানির জন্য ছটফট করিতে থাকিবে

وَأَن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ

الشَّرَابُ ۚ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝ (سورة الكهف : ২৭)

অর্থ : যখন তাহারা তৃষ্ণার্ত অবস্থায় অস্থির হইয়া ছটফট করিবে ও পানির জন্য আর্তনাদ করিতে থাকিবে তখন তাহাদেরকে এরকম গরম পানি দেওয়া হইবে যাহা তৈলের গাদের মত হইবে ও উহা তাহাদের মুখমণ্ডলকে জ্বলাইয়া ভস্ম করিয়া দিবে। ওহঃ উহা কত নিকৃষ্ট পানীয়। (সূরা : আল কাহাফ, আয়াত : ২৯)

১৩. উত্তপ্ত পানিতে দোজখীদের চর্মসমূহ গলিয়া যাইবে

يُصَّبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْكَمِيمُ ۝ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ

وَالْجُلُودُ ۝ (سورة الحج : ১৭-২০)

অর্থ : তাহাদের মাথার উপর ভীষণ উত্তপ্ত পানি ঢালিয়া দেওয়া হইবে যাহার দরুণ উহাদের পেটের ভিতরের যাবতীয় পদার্থ এবং শরীরের চর্মসমূহ গলিয়া যাইবে। (সূরা : আল হাজ্জ, আয়াত : ১৯-২০)

১৪. দোজখের ফেরেশতা উপহাস করিয়া বলিবে, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের স্বাদ গ্রহণ করিতে থাক

وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِّنْ حَدِيدٍ ۖ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا ۖ وَذُوقُوا عَذَابَ الْكَرِيحِ ۖ (سورة الحج : ২১-২২)

অর্থ : এবং দোজখীদেরকে শাস্তি দিবার জন্য লোহার গুর্জসমূহ রহিয়াছে। যখন তাহারা কঠিন আজাব হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিবে, তখন ফেরেশতাগণ তাহাদেরকে ধাক্কা দিয়া পুনরায় উক্ত আজাবের মধ্যে লিপ্ত করাইয়া দিবে এবং উপহাস করিয়া বলিতে থাকিবে, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের স্বাদ গ্রহণ করিতে থাক। (সূরা : আল হাজ্জ, আয়াত : ২১-২২)

১৫. দোজখীদের চর্মসমূহ খসিয়া পড়িলে সেইখানে নতুন চর্ম তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইবে

كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۖ (سورة النساء : ৫৬)

অর্থ : যখন তাহাদের (দোজখীদের) শরীরের চর্মসমূহ (আগুনে) জ্বলিয়া খসিয়া পড়িবে তখনই আমি (আল্লাহ) সেইখানে নতুন চর্ম তৈয়ার করিয়া দিব, এভাবেই বারংবার দোজখীরা শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। (সূরা : আন নিসা, আয়াত : ৫৬)

১৬. পাপীষ্ঠ শয়তান দোজখীদেরকে বলিবে তোমরা নিজেদের আত্মাকেই ধিক্কার দাও

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ

دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي ۚ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ۚ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾ (سورة ابرهيم)

অর্থ : হে পাপীষ্ঠগণ! আমার প্রতি কটুক্তি করা তোমাদের কিছুতেই সমীচীন নহে। কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সাথে সঠিক অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং আমিও তোমাদের সাথে কিছুটা অঙ্গীকার করিয়াছি। তবে আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছি, কিন্তু জানিয়া রাখিবে যে, তোমাদের উপর আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না। আমি শুধু মাত্র তোমাদিগকে অন্যায়ের পথে আহ্বান করিয়াছি। তোমরা তাহাতে সাড়া দিয়াছ। এখন আমাকে অভিশম্পাত করিয়া তোমাদের কি লাভ হইবে, তোমরা নিজেদের আত্মাকেই ধিক্কার দাও। আজ আমিও তোমাদের সাহায্যকারী নই। তোমরাও আমার সাহায্যকারী নও। (সূরা : ইব্রাহীম, আয়াত : ২২)

১৭. দোজখীরা, তাহাদেরকে বিপথে পরিচালনাকারীদেরকে প্রশ্ন করিবে

إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنَ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ (سورة ابرهيم : ২১)

অর্থ : নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে অনুসরণ করিয়াছিলাম। অদ্য কি তোমরা, আমাদের উপর হইতে আল্লাহ তা'আলার কঠিন আজাবকে বিন্দুমাত্র ও লাঘব করিতে সক্ষম? (সূরা : ইব্রাহীম, আয়াত : ২১)

১৮. দোজখীদেরকে বিপথে পরিচালনাকারীরা বলিবে, অদ্য আমাদের ও তোমাদের কাহারও কোন রক্ষা নাই

قَالُوا لَوْ أَهْدَيْنَا اللَّهَ لَهَدَيْنُكُمْ ۖ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ﴿٢١﴾ (سورة ابرهيم : ২১)

অর্থ : তাহারা বলিবে তোমাদিগকে আমরা কি রক্ষা করিব? আজ আমাদেরও উপায় নাই। যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে হেদায়েত করিতেন, আমরা তোমাদিগকে সরল পথে চালিত করিতাম। আজ আমরা ধৈর্যাবলম্বন করি অথবা অধৈর্য হইয়া ছটফট করিতে থাকি, সবই আমাদের পক্ষে সমান কারণ আমাদের কোন রক্ষা নাই। (সূরা : ইব্রাহীম, আয়াত : ২১)

১৯. দোজখীরা দোজখের প্রহরীদের প্রতি আবেদন করিবে

أَدْعُوا رَبَّكُمْ يَخْفَفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۖ (سورة المؤمن : ৯৭)

অর্থ : হে দোজখের প্রহরীগণ! আপনারা আপন প্রতিপালকের নিকট আবেদন করুন, তিনি যেন কোন একদিন আমাদের শাস্তিকে (একটু) হাল্কা করিয়া দেন। (সূরা : আল মু'মিন, আয়াত : ৪৯)

২০. দোজখের প্রহরীগণ বলিবে তোমার নিকট কি আল্লাহ তায়ালার নবীগণ অকাট্য প্রমাণাদি নিয়া আসেন নাই

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ (سورة المؤمن : ৫০)

অর্থ : (দোজখের প্রহরীগণ বলিবে) তোমাদের নিকট কি আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবীগণ অকাট্য প্রমাণাদি নিয়া আসেন নাই? এবং তাহারা কি তোমাদিগকে দোজখের আজাব হইতে মুক্তি পাইবার পথ দেখাইয়া দেন নাই? (সূরা : আল মু'মিন, আয়াত : ৫০)

২১. দোজখীরা, দোজখের প্রহরীদের সর্দার মালেক ফেরেশতাকে বলিবে

وَنَادُوا يَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ مَكِثُونَ ۖ (سورة

الزخرف : ৮৮)

অর্থ : হে মালেক ফেরেশতা! আপনি আপন প্রতিপালকের দরবারে প্রার্থনা করুন, তিনি যেন মৃত্যু দিয়া আমাদের শাস্তির অবসান করিয়া দেন। (সূরা : যুখরুফ, আয়াত : ৭৭)

২২. দোজখীরা শেষ পর্যন্ত সরাসরি আল্লাহকে বলিবে মেহেরবানী করিয়া আমাদেরকে দোজখের অগ্নি হইতে রক্ষা করুন

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۝ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۝ (سورة المؤمنون : ১০৮-১০৭)

অর্থ : হে আমাদের পরওয়ারদেগার! যথাযথই আমাদের দুর্ভাগ্য ও বদবখ্তি আমাদেরকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল এবং আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম। হে প্রতিপালক! আপনি মেহেরবানী করিয়া আমাদেরকে এই দোজখের ভীষণ অগ্নি হইতে রক্ষা করুন। অতঃপর যদি কখনও আমরা ঐরূপ গর্হিত কাজ করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা জালেম ও অত্যাচারী সাব্যস্ত হইব। (সূরা : মু'মিনুন, আয়াত : ১০৬, ১০৭)

২৩. আল্লাহ তায়ালা দোজখীদের বলিবেন অনন্তকাল এই অভিশাপে লিপ্ত থাক

إِخْسَؤْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ۝ (سورة المؤمنون : ১০৮)

অর্থ : অনন্তকাল যাবৎ এই অভিশাপে লিপ্ত থাক এবং আমার সহিত কোন বাক্যালাপ করিও না। (সূরা : মু'মিনুন, আয়াত : ১০৮)

২৪. তাহাদের অন্তর আছে অথচ তাহারা বুঝে না, চক্ষু আছে অথচ দেখে না, কর্ণ আছে অথচ শুনে না

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝ (سورة الاعراف : ১৮৭)

অর্থ : নিশ্চয়ই আমরা (আমি) দোজখের জন্য এইরূপ বহু সংখ্যক জ্বিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছি যাহাদের অন্তর আছে অথচ তাহারা বুঝে না এবং যাহাদের চক্ষু আছে অথচ তাহারা দেখে না এবং যাহাদের কর্ণ আছে অথচ তাহারা শুনে না, উহারা পশুর সমতুল্য বরং তার চেয়েও অধম! উহারাই প্রকৃত গাফেল। (সূরা : আরাফ, আয়াত : ১৭৯)

২৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝ (سورة آل عمران : ৭)

অর্থ : বলুন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি মানব জাতিকে একদিন একত্রে সমবেত করিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। (সূরা : আলে ইমরান, আয়াত : ৯)

২৬. জাহান্নামীদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না এবং তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۖ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ۝ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ۚ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ۝ (৩৬)

অর্থ : ৩৬. আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং

তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। ৩৭. সেখানে তারা আতঁ চীৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে, আমরা সৎকাজ করব পূর্বে যা করতাম, তা করব না। আল্লাহ বলবেন আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। অতএব আশ্বাদন কর। জালেমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই। (৩৫ সূরা আল ফাতির : আয়াত ৩৬-৩৭)

২৭. দোজখীদের ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۖ وَجُوهٌُ يُّومَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۖ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۖ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ۖ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ أَنِيَّةٍ ۖ لَيْسَ لَهْمٌ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ زُرِّيْعٍ ۖ

অর্থ : ১. আপনার কাছে আচ্ছন্নকারী কেয়ামতের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? ২. অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে বিনীত, অবনমিত ৩. ক্লিষ্ট ক্লান্ত। ৪. তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে। ৫. তাদেরকে ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে। ৬. কন্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্যে কোন খাদ্য নেই। (৮৮ সূরা গাশিয়াহ : আয়াত ১-৬)

২৮. জাহান্নামীরা বলবে, আমরা যদি শুনতাম বা বুদ্ধি খাটাতাম

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ۖ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ؕ
إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۖ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي
أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۖ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ ۖ فَسُكِّتَ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۖ

অর্থ : ৯. তারা বলবে : হাঁ আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম : আল্লাহ তাআলা

কোন কিছু নাযিল করেননি। তোমরা মহাবিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ। ১০. তারা আরও বলবে : যদি আমরা শুনতাম অথবা বুঝি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না। ১১. অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামীরা দূর হোক। (৬৭ সূরা আল মূলক : আয়াত ৯-১১)

২৯. যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٥﴾

অর্থ : ২০. পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের যে আযাবকে মিথ্যা বলতে, তার স্বাদ আশ্বাদন কর। (৩২ সূরা সাজদা : আয়াত ২০)

৩০. তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٧﴾ ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيرِ ﴿٨﴾

অর্থ : ৬. তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, ৭. অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিব্য-প্রত্যয়ে, ৮. এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (১০২ সূরা তাকাসুর : আয়াত ৬-৮)

৩১. পাপিষ্ঠ শয়তান দোজখীদেরকে বলবে তোমরা নিজেদের আত্মকেই ধিক্কার দাও

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ

وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَن
 دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۚ فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ ۖ مَا أَنَا
 بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي ۚ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن
 قَبْلُ ۚ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

অর্থ : ২২. যখন বিচার কার্য সম্পন্ন হবে, তখন শয়তান বলবে আল্লাহ তো তোমাদেরকে ওয়াদা করেছিলেন সত্য ওয়াদা। আমিও তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলাম কিন্তু তা ভংগ করেছি তোমাদের উপর আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না। আমি শুধু মাত্র তোমাদেরকে অন্যয়ের পথে আহ্বান করেছি। তোমরা তাতে সাড়া দিয়েছ। এখন আমাকে অীভশম্পাত করে তোমাদের কি লাভ হবে, তোমরা নিজেদের আত্মাকেই ধিক্কার দাও। আজ আমিও তোমাদের সাহায্যকারী নই। তোমরাও আমার সাহায্যকারী নও। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহর সহিত শরীক করেছিলে আমি তা অস্বীকার করছি। যালিমদের জন্যে তো ভয়ংকর শাস্তি রয়েছে। (১৪ সূরা ইবরাহীম : আয়াত ২২)

৩২. দোজখীদেরকে বিপথে পরিচালনাকারীরা বলবে, অদ্য আমাদের ও তোমাদের কারো কোন রক্ষা নেই

قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنُكُمْ ۖ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا
 لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ﴿٢٣﴾

অর্থ : ২১. তারা বলবে : যদি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেদায়েত করতেন, আমরা তোমাদেরকে সরল পথে চালিত করতাম। আজ আমরা ধৈর্যাবলম্বন করি অথবা অধৈর্য হয়ে ছটফট করতে থাকি, সবই আমাদের পক্ষে সমান। কারণ আমাদের কোন রক্ষা নাই। (১৪ সূরা ইবরাহীম : আয়াত ২১)

৩৩. তাদের অন্তর আছে অথচ তারা বুঝে? না, চক্ষু আছে অথচ দেখে না, কর্ণ আছে অথচ শুনে না

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ
بِهَا ۖ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ أُولَٰئِكَ
كَالْأَنْعَامِ بَلَّ هُمْ أَضَلُّ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٩﴾

অর্থ : ১৭৯. নিশ্চয়ই আমি দোজখের জন্যে এরূপ বহু সংখ্যক জ্বিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি যাদের অন্তর আছে অথচ তারা বুঝে না এবং যাদের চক্ষু আছে অথচ তারা দেখে না এবং যাদের কর্ণ আছে অথচ তারা শুনে না। তারা পশুর সমতুল্য বরং তার চেয়েও অধম! তারাই প্রকৃত গাফেল। (৭ সূরা আরাফ : আয়াত ১৭৯)

৩৪. বলা হবে বহন শাস্তি আশ্বাদন কর

يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُمْ مَّقَامِعٌ مِّنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾
كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا ۖ وَذُوقُوا عَذَابَ
الْكَرْثِيِّ ﴿٢٢﴾ إِنَّ اللَّهَ يَدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُكَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا
ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾

অর্থ : ২০. তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে। ২১. তাদের জন্যে আছে লোহার হাতুড়ি। ২২. তারা যখনই যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবে : দহনশাস্তি আশ্বাদন কর। ২৩. নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন উদ্যানসমূহে, যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিসমূহ

প্রবাহিত হবে। তাদেরকে তথায় স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমী। (২২ সূরা হাজ্জ : আয়াত ২০-২৩)

৩৫. বলা হবে “এই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে

يَوْمَ يَدْعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا ۖ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا
تُكَذِّبُونَ ۖ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ۖ ۝۱۫۫ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا
أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۱۫۬

অর্থ : ১৩. যেদিন তোমাদেরকে জাহান্নামের অগ্নির দিকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে। ১৪. এবং বলা হবে : এই সেই অগ্নি, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে, ১৫. এটা কি জাদু, না তোমরা চোখে দেখছ না? ১৬. এতে প্রবেশ কর অতঃপর তোমরা সবর কর অথনা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রভিল দেয়া হবে। (৫২ সূরা আত-তুর : আয়াত ১৩-১৬)

৩৬. আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেন

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۖ ۝۸ۯ سَرَابِيلُهُمْ
مِّنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ۖ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ
مَا كَسَبَتْ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۹০

অর্থ : ৪৯. তুমি ঐদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃংখলাবদ্ধ দেখবে। ৫০. তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে। ৫১. যাতে আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেন। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (১৪ সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৪৯-৫১)

অষ্টম অধ্যায় দোয়া

ক্ষমা করুন

১. হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ۖ وَأَرِنَا
مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾

অর্থ : ১২৮. পরওয়ারদেগার! আমাদের উভয়কে তোমর অনুগত, আত্মসমর্পিত কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হজ্জের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী, দয়ালু। (২ সূরা আল বাকারা : আয়াত ১২৮)

কল্যাণ দিন

২. হে আল্লাহ আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

অর্থ : ২০১. আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে- হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দুনিয়াতে এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও। (২ সূরা আল বাকারা : আয়াত ২০১)

দয়া করুন

৩. হে আল্লাহ! আমাদেরকে দয়া কর তুমিই মহান দাতা

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۖ إِنَّكَ
أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٢٠٢﴾

অর্থ : ৮. হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনে প্রবৃত্ত করোনা এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছুই দাতা। (৩ সূরা আল ইমরান : আয়াত ৮)

অপরাধী করবেন না

৪. হে আল্লাহ আমাদেরকে অপরাধী করো না

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ ﴿٥٦﴾

অর্থ : ২৮৬. হে আমাদের পালনকর্তা! যদি তোমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! আমাদের উপর ঐ বোঝা চাপিয়ে দিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু! সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। (২ সূরা আল বাকারা : আয়াত ২৮৬)

জাহান্নাম থেকে বাঁচান

৫. হে আল্লাহ! আমাদেরকে দোষখের আজাব থেকে রক্ষা কর

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَمْنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ ﴿٥٧﴾

অর্থ : ১৬. (যারা বলে) হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে দোষখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (৩ সূরা আল ইমরান : আয়াত ১৬)

৬. হে আল্লাহ আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা কর

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٧﴾

অর্থ : ১৭. যারা দাঁড়িয়ে বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টি বিষয়ে, তারা বলে, পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদেরকে তুমি দোষখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। (৩ সূরা আল ইমরান : আয়াত ১৭)

৭. হে আল্লাহ আমাদের জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿١٩﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۚ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٢٠﴾

অর্থ : ২০. রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে সালাম। ২১. এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে; ২২. এবং যারা বলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছে থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। (২৫ সূরা আল ফুরকান : আয়াত ২০-২২)

৮. হে আল্লাহ আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরীত কর

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۚ إِنَّ عَذَابَهَا
كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

অর্থ : ৬৫. (এবং যারা বলে), হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয়ই এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। (২৫ সূরা আল ফুরকান : আয়াত ৬৫)

মন্দকাজ থেকে বাঁচান

৯. হে আল্লাহ আমাদের থেকে মন্দ কার্যগুলি দূরীভূত কর

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا
رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

অর্থ : ১৯৩. হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা। অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ মাফ কর এবং আমাদের দোষত্রুটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে। (৩ সূরা আল ইমরান : আয়াত ১৯৩)

১০. হে আল্লাহ কিয়ামতের দিন আমাদেরকে অপমানিত করো না

رَبَّنَا وَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّكَ
لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٨﴾

অর্থ : ১৯৪. হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তুমি অপমানিত করো না। নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা খেলাফ কর না। (৩ সূরা আল ইমরান : আয়াত ১৯৪)

জীবিকা দান করুন

১১. হে আল্লাহ আমাদেরকে জীবিকা দান কর

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ
تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ
الْرَازِقِينَ ﴿١١٨﴾

অর্থ : ১১৪. ঈসা ইবনে মরিয়ম বললেন : হে আল্লাহ, আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করুন। তা আমাদের জন্যে অর্থাৎ আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্যে আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদেরকে রুখী দিন। আপনিই শ্রেষ্ঠ রুখীদাতা। (৫ সূরা আল মায়িদা : আয়াত ১১৪)

ধৈর্য দান করুন

১২. হে আল্লাহ আমাদের জন্য ধৈর্যের দ্বার খুলে দাও

وَمَا تَنْقِرُ مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَّا بِأَيْتِ رَبَّنَا لَمَّا جَاءَنَا رَبَّنَا أَفْرَغَ
عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾

অর্থ : ১২৬. (বস্তুতঃ আমাদের সাথে তোমার শত্রুতা তো এ কারণেই যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের পরওয়ারদেগারদের নিদর্শনসমূহের প্রতি যখন তা আমাদের নিকট পৌঁছেছে।) হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমাদের জন্য ধৈর্যের দ্বার খুলে দাও এবং আমাদেরকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দান কর। (৭ সূরা আল আরাফ : আয়াত ১২৬)

প্রার্থনা কবুল কর

১৩. হে আল্লাহ আমাদের প্রার্থনা কবুল কর

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دَعَاءِ ﴿٨٠﴾

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝۸۰

অর্থ : ৪০. হে আমার পালনকর্তা, আমাকে নামাজ কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা এবং কবুল করুন আমাদের দোয়া। ৪১. হে আমাদের পালনকর্তা আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে। (১৪ সূরা আল ইব্রাহীম : আয়াত ৪০-৪১)

সরল পথ দেখাও

১৪. হে আল্লাহ আমাদের সরল সঠিক পথে পরিচালিত কর

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۖ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

অর্থ : ৫. হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, ৬. সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। ৭. তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। (১ সূরা ফাতিহা : আয়াত ৫-৭)

তুমি শ্রেষ্ঠ দয়ালু

১৫. হে আল্লাহ তুমিতো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ۝

অর্থ : ১০৯. (আমার বান্দাদের এক দলে বলত) : হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (২৩ সূরা আল মুমিনুন : আয়াত ১০৯)

তওবা কবুল কর

১৬. হে আল্লাহ আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخُسِرِينَ ۝

অর্থ : ২৩. (তারা উভয়ে বলল) : হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। (৭ সূরা আল আরাফ : আয়াত ২৩)

১৭. হে আল্লাহ যারা তওবা করে তাদেরকে তুমি ক্ষমা কর

الَّذِينَ يَكْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ
بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا
فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝

অর্থ : ৭. (যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার সব প্রশংসা পবিত্রতা বর্ণনা করে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে) হে আমাদের পালনকর্তা, আপনা রহরমত ও জ্ঞান সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত। অতএব, যারা তওবা করে এবং আপনার সাথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (৪০ সূরা মু'মিন : আয়াত ৭)

জান্নাত দান কর

১৮. হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمِنْ صَلَاحٍ مِنْ أَبَائِهِمْ
وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ
وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

অর্থ : ৮. হে আমাদের পালনকর্তা! আর তাদেরকে দাখিল করুন চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৯. এবং আপনি তাদেরকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন। আপনি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি অনুগ্রহই করবেন। এটাই মহাসাফল্য। (৪০ সূরা আল মুমিন : আয়াত ৮-৯)

পরীক্ষা নিও না

১৯. হে আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষার পাত্র করো না

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ④

অর্থ : ৫. হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৬০ সূরা আল মুমতাহিনা : আয়াত ৫)

তুমি মিমাংসাকারী

২০. হে আল্লাহ তুমিই মিমাংসাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهُ
مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ
رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ
مِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ⑤

অর্থ : ৮৯. আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদকারী হয়ে যাব যদি আমরা তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি, অথচ তিনি আমাদেরকে এ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আমাদের কাজ নয় এ ধর্মে প্রত্যাবর্তন করা, কিন্তু আমাদের প্রতিপালক

আল্লাহ যদি চান। আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহর প্রতিই আমরা ভরসা করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন যথার্থ ফয়সালা। আপনিই শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী। (৭ সূরা আল আরাফ : আয়াত ৮৯)

২১. হে আল্লাহ তুমি তো জান যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٩٠﴾

অর্থ : ৩৮. হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি তো জানেন আমরা যা কিছু গোপনে করি এবং যা কিছু প্রকাশ্যে করি। আল্লাহর কাছে পৃথিবীতে ও আকাশে কোন কিছুই গোপন নয়। (১৪ সূরা আল ইবরাহীম : আয়াত ৩৮)

দোয়াকারীদের জন্য দোয়া

২২. আর তোমাদেরকে যদি কেউ দোয়া করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দোয়া কর

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ
لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴿٩١﴾ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ
فَكُونُوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٩٢﴾

অর্থ : ৮৫. যে লোক সৎকাজের জন্য কোন সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্যে সে তার বোঝারও একটি অংশ পাবে। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল। ৮৬. আর তোমাদেরকে যদি কেউ দোয়া করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দোয়া কর; তার চেয়ে উত্তম দোয়া অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী। (৪ সূরা আন নিসা : আয়াত ৮৫-৮৬)

নবম অধ্যায়

দোয়ার তাৎপর্য

পরকালে বিশ্বাসী মু'মিন তাহার জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সর্ব বিষয়ে আল্লাহর দরবারে মাথা নত করিবে। বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ব্যবসা-বাণিজ্য, মাল-দৌলত, মান-ইজ্জত, সন্তান-সন্তুতি, মোট কথা সে সর্ব বিষয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে। এটাই আল্লাহ রব্বুল আলামীন পছন্দ করিয়া থাকেন। এই জগতের কানুন হইল এই যে যদি কেহ কাহারো নিকট কিছু চায় তবে হয় অসন্তুষ্ট। আর মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর নিকট কিছু চাহিলে তিনি হন সন্তুষ্ট।

দোয়ার বরকতে মানুষ পাপ হইতে তাওবা করিয়া পাপমুক্ত হইয়া আল্লাহর মকবুল বান্দার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় এবং তাহার দরজা বুলন্দি হয়।

আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন—

فَاذْكُرُونِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاَشْكُرُوْٓلِىْ وَلَا تَكْفُرُوْٓنَ ﴿١٠﴾

উচ্চারণ : ফায কুরু-নী- আযকুরুকুম ওয়াশকুরু-লী- ওয়ালা- তাক ফুরু- - - ন।

অর্থ : হে আমার বান্দারা, তোমরা আমাকে স্মরণ করিও আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব। আর আমার নেয়ামতের শোকর আদায় করিও এবং নাফলমানী করিও না। অপর এক আয়াতে আল্লাহপাক এরশাদ করিয়াছেন—

اُدْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴿١١﴾

উচ্চারণ : উদ্ উ-নী - - - আসতাজিব লাকুম।

অর্থ : তোমরা আমাকে ডাকিও। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।

আল্লাহপাক আরও এরশাদ করিয়াছেন—

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ ﴿١٢﴾

উচ্চারণ : আল্লাযি-না ইয়াজ কুরু-নাল্ল-হা কিয়া-মাও~ ওয়াকু'উ- দাউ~ ওয়া 'আলা- জুন্-বিহিম।

অর্থ : যাহারা দাঁড়ানো এবং বসা অবস্থায় ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে তাহারাই জ্ঞানী।

দোয়ার শ্রেষ্ঠ সময়সমূহ

১. ফজর নামাজের পরক্ষণে। (তিরমিযী)
২. সেজদার হালাতে। (মিশকাত)
৩. শবে কদর, শবে বরাত ও দুই ঈদের রাত্রে। (আবু দাউদ)
৪. হজ্জের রাত্রে। (আবু দাউদ)
৫. আযানের সময় (আবু দাউদ, তিরমিযী)
৬. আযানের পর হইতে নামাজের মধ্যবর্তী সময়। (তিরমিযী)
৭. জুমআর খোৎবা হইতে নামাজের শেষ সময় পর্যন্ত। (মুসলিম)
৮. জুমআর দিন আসরের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। (তিরমিযী)
৯. জিহাদের ময়দানে ভীষণ লড়াই চলার সময়ে। (আবু দাউদ)
১০. শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ নামাজের পর। (মিশকাত)
১১. শেষ রাত্রে বিশেষত জুমআর রাত্রিতে। (তিরমিযী)

আল্লাহর দরবারে দোয়া কবুল হইবার শর্ত

ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, দোয়া একটি শ্রেষ্ঠ ইবাদত। হাদীসে দোয়াকে ইবাদতের মগজ বলা হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের অধিকাংশ দোয়া হয়ত বা এই জন্য আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না যে, দোয়া কবুলের যেই সমস্ত শর্তাবলী রহিয়াছে উহা আমরা না জানার কারণে এই রূপ হইয়া থাকে। তাই নিম্নে দোয়াসমূহ কবুল হইবার যেই সমস্ত শর্তাবলী রহিয়াছে উহা উল্লেখ করিতেছি।

মানুষ যত বড় গোনাহগার হউক না কেন আল্লাহর রহমত হইতে নৈরাশ হওয়ার কোন কারণ নাই। তাঁহার রহমত হইতে একমাত্র শয়তানই নৈরাশ হইয়া থাকে। দোয়ার সময় আল্লাহর রহমতের উপর অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া দোয়া আরম্ভ করিতে হইবে। যেই ব্যক্তির ঈমান যত দৃঢ় হইবে সেই ব্যক্তির দোয়াও ইনশাআল্লাহ তত দ্রুত কবুল হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আল্লাহপাক এরশাদ করিয়াছেন- لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ অর্থাৎ আল্লাহর রহমত হইতে নৈরাশ হইও না।

হালাল কামাই খাইতে হইবে নতুবা দোয়া কবুল হইবে না। প্রিয় নবী (সা.) এরশাদ করিয়াছেন, যে পর্যন্ত মানুষের খাদ্য হালাল না হইবে সেই পর্যন্ত তাহার দোয়া আল্লাহপাক কবুল করিবেন না। অর্থাৎ হারাম মালের ভোজনকারীর দোয়া কবুল করা হইবে না।

দোয়া করিবার সময় পরিপূর্ণ ইখলাস ও আন্তরিকতার সহিত দোয়া করিতে হইবে। ইহা বহু পরিশ্রিত যে, দোয়ার সময় তাওয়াজ্জুহের সহিত যেই দোয়া করা হইয়া থাকে উহা কবুল হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যেই দোয়া একাগ্রতা ও নম্রতার সহিত না হইয়া বরং লোক দেখানো দোয়া হয় উহা কবুল করা হয় না।

দোয়া সংক্রান্ত একটি ঘটনা উল্লেখ করার মত তাহা এই যে, কোন এক ব্যক্তি হযরত রাবেয়া বসরী (র.) কে জিজ্ঞাসা করিল যে, আমার জন্য রহমতের দরজা কখন খোলা হইবে? এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, “আমিত তোমাকে বড় জ্ঞানী-গুণী মনে করিতাম এখন দেখিতেছি তুমি বড় অজ্ঞ! আরে আল্লাহর রহমতের দরজা কখনই বন্ধ হয় নাই। উহা সর্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে।

দোয়া কবুলের আরেকটি শর্ত এই যে, “আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার হওয়া।” অর্থাৎ মানুষকে ন্যায়ের প্রতি আহ্বান করা ও অন্যায় হইতে বারণ করা। হাদীসে উল্লেখ আছে, মানুষ যখন ন্যায়ের প্রতি আহ্বান করা আর অন্যায় কাজ হইতে মানুষকে বারণ না করিবে তখন কাহারও দোয়া কবুল হইবে না।

দোয়া কবুল হইবার পথে বাধা

আমাদের মাঝে এমন কিছু পাপ কার্য রহিয়াছে যাহা করিতে থাকিলে দোয়া কবুল হইবে না। হারাম খাদ্য ভোজন করা, অবৈধ পথে উপার্জিত সম্পদ খাওয়া বা হারাম কোন বস্তু ভক্ষণ করা। দোয়া কবুল হওয়ার ব্যপারে সন্দিহান থাকা। দোয়া কবুলের ব্যপারে তাড়াহুড়া করা। অন্যমনস্ক হইয়া দোয়া করা। অতীত কৃত পাপ কার্যের জন্য আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত না হওয়া।

অহংকারমুক্ত না হইয়া দোয়া করা। ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় হইতে বিরত না থাকা। মদ্র-যাদু বান টোনা ইত্যাদি পেশা গ্রহণ করা। পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া ও তাদেরকে কষ্ট দেওয়া। কাহারও উপর অত্যাচার করা।

আল-কুরআনে বর্ণিত নবী (আ.) গণের দোয়া

হযরত আদম (আ.)-এর দোয়া

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ
مِنَ الْخُسِرَاءِ *

উচ্চারণ : রব্বানা- যলামনা - - - আৎ~ফুসানা- ওয়া ইললাম তাগফিরলানা-
ওয়া তারহামনা- লানা কূ-নান~~ না মিনাল্ খ-সিরী - - - ন।

অর্থ : হে আমাদের রব! আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি; এখন
তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর এবং রহমত না কর, তবে আমরা নিশ্চিত
ধ্বংস হয়ে যাব। (সূরা আরাফ, আয়াত : ২৩)

হযরত নূহ (আ.)-এর দোয়া

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا
تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنَ مِنَ الْخُسِرَاءِ *

উচ্চারণ : রব্বি ইন~ নি- আ'উ-যুবিকা আন্ আস্যালুকা মা- লাইসা লী-বিহী-
'ইলমুন~ ওয়া ইল্লা- তাগ্ফির লী- ওয়া তারহামনী- আকুম~ মিনাল্ খ-সিরী - - - ন।

অর্থ : হে আমার রব! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই সেই বিষয় তোমার
নিকট প্রার্থনা করা হতে, যে বিষয় আমার অজানা। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা ও
দয়া না কর, তবে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো। (সূরা হূদ, আয়াত : ৪৭)

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ *

উচ্চারণ : রব্বানা- 'আলাইকা তাওয়াক্কালনা- ওয়া ইলাইকা- আনাবনা-
ওয়া ইলাইকাল মাসী - - - র।

অর্থ : হে আমাদের প্রভু! তোমার উপরই আমরা নির্ভর করেছি, আর তোমার দিকেই আমরা প্রত্যাবর্তন করেছি এবং তোমার কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। (সূরা মুমতাহিনা)

সন্তান-সন্তুতি ও পিতা মাতার জন্য ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ *

উচ্চারণ : রব্বিজ্ 'আলনী- মুক্কী-মাছ্ ছলা-তি ওয়া মিৎ~ ~ যুররিয়াতী- রব্বানা- ওয়া তাক্ব্বাল দু'আ - - - ই।

অর্থ : হে আমার রব! আমাকে নামায ক্বায়েমকারী বানাও, আর আমার সন্তানদের মধ্য হতেও। হে আমার প্রভু! আমার দোয়া কবুল কর। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৪০)

হযরত আইয়ুব (আ.)-এর দোয়া

أَنِّي مَسْنِيَ الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ *

উচ্চারণ : আন~ নি মাসসানি আদদুররু ওয়া আৎ~~ তা আর হামুর রহিমী - - - - ন।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমি তো দুঃখ কষ্টে পড়ে গেছি, তুমি দয়াবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা আশ্বিয়া, আয়াত : ৮৩)

হযরত লূত (আ.)-এর দোয়া

رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ *

উচ্চারণ : রব্বিৎ~~ ছুরনী- 'আলা-ল ক্বওমিল মুফসিদী - - - ন।

অর্থ : হে আমার প্রভু! এই বিপর্যয়কারী লোকদের মোকাবিলায় তুমি আমাকে সাহায্য কর। (সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৩০)

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দোয়া

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٥﴾

উচ্চারণ : রব্বি আওযি'নী - - - আন্ আশকুর নি'মাতাকাল্লাতি - - -
আন'আমতা 'আলাইয়া ওয়া 'আলা- ওয়ালিদাইয়া ওয়া আন্ 'আমালা ছু-লিহাৎ-
তারদ-হু ওয়াআদখিলনী- বিরহ্মাতিকা ফী- 'ইবা-দিকাছ ছু-লিহী - - - ন।

অর্থ : হে আমার প্রভু! আমাকে শক্তি দান কর। যেন আমি তোমার সেই অনুগ্রহের জন্য শোকর করতে পারি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যেন তোমার পছন্দনীয় সৎকার্য করতে পারি। আর তুমি নিজ করুণায় আমাকে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত কর। (সূরা নামল, আয়াত : ১৯)

হযরত মুসা (আ.)-এর দোয়া

رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَرَّكًَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٢٠﴾

উচ্চারণ : রব্বি আং~~যিলনী- মুং~~যালাম্- মুবা-রাকাওঁ- ওয়া আং~~তা
খইরল্ল মুং~~যিলী - - - ন।

অর্থ : হে আমার রব! আমাকে বরকত পূর্ণ স্থানে অবতরণ করাও; তুমিই সর্বোত্তম স্থান দানকারী। (সূরা মুমিনুন, আয়াত : ২৯)

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দোয়া

مَعَذَ اللَّهُ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِكُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

উচ্চারণ : মা 'আযাল্ল-হি ইন- নাহ্- রব্বি - - - আই'সানা মাছ ওয়া-
আইন- নাহ্- লা- ইউফলি হুয্য- লিমু - - - ন।

অর্থ : আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেছি, তিনি আমার প্রভু! তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকতে দিয়েছেন, সীমালঙ্ঘনকারীগণ সফলকাম হয় না। (সূরা ইউসুফ, আয়াত : ২৩)

হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ *

উচ্চারণ : রব্বি হাবলী- মিল্লাদুনকা যুররিয়াতাং~ ~ ত্বই ইবাতান ইন্- নাকা সামী- 'উদ দু'আ - - - যি।

অর্থ : হে আমার রব! তোমার বিশেষ দয়ায় আমাকে সৎ সন্তান দান কর। প্রকৃতপক্ষে তুমিই দোয়া শ্রবণকারী। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ৩৮)

হযরত ঈসা (আ.)-এর দোয়া

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَالتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ *

উচ্চারণ : রব্বানা- - - আ-মান-না- বিমা - - - আং~~ যালতা ওয়াত্তাবা'নার রসূ-লা ফাকতুবনা- মা'আশ শা-হিদী - - - ন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা নাযিল করেছ আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং রাসূলের অনুসরণ করেছি। তুমি আমাদের নাম সাক্ষ্য দাতাদের সঙ্গে লিখে নাও। (সূরা আল ইমরান, আয়াত : ৫৩)

উত্তম চরিত্রের পুত্র পাওয়ার দোয়া

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ *

উচ্চারণ : রব্বি হাবলী- মিনাছ্ ছ-লিহী - - - ন।

অর্থ : হে আমার রব! আপনি আমাকে একটি সৎপুত্র বখশিশ করুন। (সূরা সফফাত, আয়াত : ১০০)

জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি হওয়ার দোয়া

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا *

উচ্চারণ : রব্বি বিদনী- 'ইলমা- ।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমার এলেম (বিদ্যা) বাড়িয়ে দাও ।
(সূরা ত্বা-হা, আয়াত : ১১৪)

উভয় জাহানে কল্যাণ লাভ করার দোয়া

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ *

উচ্চারণ : রব্বানা - - - আ-তিনা- ফিদ্দুনইয়া- হাসানাতাওঁ ~ ওয়া ফিল
আ-খিরতি হাসানাতাওঁ ~ ওয়াক্বিনা- 'আযাবান~ না - - - র ।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে ও পরকালে কল্যাণ দান কর ।
এবং জাহান্নামের আজাব হতে আমাদেরকে রক্ষা কর । (সূরা বাকারা, আয়াত : ২০১)

উদ্দেশ্য মঞ্জুর করানোর দোয়া

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ *

উচ্চারণ : রব্বানা- তাক্ব্বাল মিন~ না - - - ইন~ নাকা আং~ ~ তাস
সামী- 'উল 'আলী - - - ম ।

অর্থ : হে আমাদের প্রভু! আমাদের এই কাজ কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সমস্ত
কিছু শুনতে পাও এবং জান । (সূরা বাকারা, আয়াত : ১২৭)

কাফির সম্প্রদায়ের উপর বিজয় অর্জনের দোয়া

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ *

উচ্চারণ : রব্বানা - - - আফরিগ 'আলাইনা- ছবরাওঁ~ ওয়া ছাব্বিত
আক্বদা-মানা- ওয়াং~ ~ ছুরনা- 'আলাল ক্বওমিল কা-ফিরী - - - ন ।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদের
পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর আর কাফের দলের উপর আমাদেরকে বিজয় দান কর ।।
(সূরা বাকারা, আয়াত : ২৫০)

ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفِّرْ إِنَّكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٧﴾

উচ্চারণ : সামি'না- ওয়া আত্ব'না- গুফর-নাকা রব্বানা- ওয়া ইলাইকাল মাসী - - - র।

অর্থ : (হে আল্লাহ!) আমরা শ্রবণ করেছি এবং বাস্তবে মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমার কাছে পাপ মোচনের জন্য প্রার্থনা করি, আর আমাদেরকে তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে। (সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮৫)

কল্যাণকর সন্তান লাভের দোয়া

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٧﴾

উচ্চারণ : রব্বানা- ওয়াজ'আলনা- মুসলিমাইনি লাকা ওয়া মিৎ~ ~ যুররিয়াতিনা - - - উম্~ মাতাম~ মুসলিমাতাল্লাকা, ওয়া আরিনা- মানা-সিকানা- ওয়া তুব 'আলাইনা-, ইন্~ নাকা আৎ~ ~তাত তাওয়া-বুর রহী - - - ম।

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদেরকে তোমার অনুগত বানাও। আমাদের বংশ হতে এমনি একটি দল উত্থিত কর, যারা তোমার অনুগত হবে। আমাদেরকে তুমি তোমার ইবাদতের পন্থা বলে দাও এবং আমাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা কর। তুমি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (সূরা বাকারা, আয়াত : ১২৮)

মহা প্রভু আল্লাহর রহমত কামনার দোয়া

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۖ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۖ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا ۖ وَارْحَمْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٦﴾

উচ্চারণ : রব্বানা- লা-তুআখিযনা- - - ইন্-না সী-না - - - আও আখত্বনা,
রব্বানা- ওয়ালা- তাহমিল 'আলাইনা - - - ইছরৎ~ ~ কামা- হামালতাহু-
'আলাল্লাযী-না মিৎ~ক্বলিনা-, রব্বানা- ওয়ালা- তুহাম~মিলনা- মা-লা-ত্বক্বতা
লানা- বিহ্; ওয়া'ফু আন~না-, ওয়াগফিরলানা- ওয়ারহামনা- আৎ~তা মাওলা-
না-, ফাৎ~ছুরনা- 'আলাল ক্বওমিল কা-ফিরী - - - ন।

অর্থ : হে আমাদের রব! ভুল-ভ্রান্তি বশতঃ আমাদের যা কিছু ত্রুটি হয় তার জন্য আমাদেরকে শাস্তি দিয়ো না। হে আমাদের প্রভু! আমাদের প্রতি সেরূপ বোঝা চাপিয়েনা যেরূপ পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি চাপিয়েছিলে। হে আমাদের রব! যে বোঝা বহন করার শক্তি আমাদের নেই, তা আমাদের উপর চাপিয়ো না। আমাদের প্রতি (তোমার) উদারতা দেখাও; আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর; আমাদের প্রতি রহমত বর্ষন কর। তুমিই আমাদের মাওলা ও আশ্রয়দাতা, কাফেরদের বিরুদ্ধে তুমি আমাদের সাহায্য কর। (সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮৬)

আল্লাহর মহত্ত্ব ও শান উল্লেখ পূর্বক একটি মোনাজাত

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ
الْمِيعَادَ *

উচ্চারণ : রব্বানা - - - ইন্-নাকা জা-মি'উন-না-সি লিইয়াওমিল লা-রইবা
ফী-হি, ইন্-নাল্লা-হা-, লা- ইয়ুখলিফুল মী-আ' - - - দ।

অর্থ : হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই তুমি একদিন সমস্ত মানুষকে একত্র করবে, যেই দিনের আগমনে কোন রকম সন্দেহ নেই। তুমি কখনই ওয়াদা ভঙ্গ কর না। (সূরা আল-ইমরান ৯ আয়াত)

জাহান্নামের অগ্নি হতে বাঁচার দোয়া

رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ *

উচ্চারণ : রব্বানা - - - ইন্-না না- - - আ-মান্না- ফাগফিরলানা- যুনু-বানা- ওয়া
ক্বিনা- 'আযা-বান~না- - - র।

অর্থ : হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে দোষখের অগ্নি হতে বাঁচাও। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১৬)

ঈমানদারদের সাথে হাসর হওয়ার দোয়া

رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَالتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ *

উচ্চারণ : রব্বানা - - - আ-মান্- না বিমা - - - আং-~যালতা ওয়াত্তাবা'নার
রসূ-লা ফাকতুবনা- মা'আশ শা-হিদী - - - ন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা নাযিল করেছ আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং রাসূলের অনুসরণ করেছি। তুমি আমাদের নাম সাক্ষ্য দাতাদের সাথে লিখে নাও। (সূরা আল ইমরান, আয়াত ৫৩)

যে দোয়া পাঠ করলে অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি হবে না

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً
اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ *

উচ্চারণ : রব্বানা- লা-তুযিগ কুলু-বানা- বা'দা ইয হাদাইতানা- ওয়া
হাবলানা- মিল্লা দুং-~কা রহমাতান ইন- নাকা আং-~তাল ওয়াহ্হা - - - ব।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! যখন আমাদেরকে হেদায়াত দান করেছ, তখন আমাদের অন্তরে কোন প্রকার বক্রতা সৃষ্টি করিও না। আমাদেরকে তোমার তরফ হতে রহমত দান কর, যেহেতু প্রকৃত দাতা তুমিই। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ৮)

ইসলামের কাজে গাফলতি প্রকাশ পেলে দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْ اٰمِرِنَا وَتَّبِثْ اَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

উচ্চারণ : রব্বানা গফিরলানা- যুনু-বানা- ওয়া ইসর-ফানা- ফী - - -
আমরিনা- ওয়া ছাব্বিত আকুদা-মানা- ওয়াং- ~ ছুরনা- 'আলাল কুওমিল
কা-ফিরী - - - ন।

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদের ভুলত্রুটি ও অক্ষমতা ক্ষমা কর। আমাদের কাজে কর্মে তোমার নির্দিষ্ট সীমা যা কিছু লংঘন হয়েছে তা মাফ করে আমাদেরকে পদস্থিতি দাও এবং কাফেরদের মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য কর। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত ১৪৭)

কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা হতে বাঁচার দোয়া

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝
 رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا
 فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۝ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا
 وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۝ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

উচ্চারণ : রব্বানা - - - ইন~ নাকা মাং~ ~ তুদখিলিন্ না-র ফাক্বদ
 আখ্যাইতাহু- ওয়ামা- লিয়্য-লিমী-না মিন্ আন্হ-র। রব্বানা - - - ইন~ না
 না- সামি'না- মুনা-দিয়াই~ ইউনা-দী- লিল্ ইমা-নি আন্ আ-মিনু- বিরব্বিকুম
 ফাআ-মান~না-; রব্বানা- ফাগ্ফির লানা- যুনু-বানা- - - ওয়া কাফ্ফির 'আন~না
 সাইয়িআ-তিনা- ওয়া তাওয়াফ্ফানা- মা'আল আবর-র। রব্বানা- ওয়া আ-তিনা-
 মা- ওয়া আত্তানা-'আলা- রুসুলিকা ওয়ালা- তুখঝিনা- ইয়াওমাল কিয়ামা-মাতি ইন
 ~নাকা লা-তুখলিফুল মী-'আ - - - দ।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছ তাকে
 বাস্তবিকই বড়ই অপমান করেছ, আর এই যালেমদের কেউ সাহায্যকারী নেই।
 হে মাবুদ! আমরা একজন আহ্বানকারীর ঈমানের আহ্বান শুনেছি, যে, তোমাদের
 রবের প্রতি ঈমান আন। তাই আমরা ঈমান এনেছি। অতএব হে প্রভু! যে অপরাধ
 আমরা করেছি তা ক্ষমা করে দাও। আমাদের যা কিছু অন্যায় ও দোষ-ত্রুটি
 রয়েছে তা দূর করে দাও এবং নেক লোকদের সাথে আমাদেরকে মৃত্যু প্রদান
 কর। হে প্রভু! তুমি তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে যেই ওয়াদা
 করেছ তা পূর্ণ কর এবং কেয়ামতের দিন আমাদেরকে লাঞ্ছিত করিও না। নিশ্চয়ই
 তুমি ওয়াদা ভঙ্গকারী নও। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত ১৯২-১৯৪)

যেই দোয়ায় আল্লাহর নেয়ামতের কথা প্রকাশ পায়

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

উচ্চারণ : রব্বানা- মা- খলাক্বতা হা-যা-বা-তিলাং~ সুবহা- নাকা ফাক্বিনা-
 'আযা-বান~ না - - - র।

অর্থ : হে প্রভু! এ (দুনিয়ার) সমস্ত কিছু তুমি উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করনি। তুমি উদ্দেশ্যহীন কার্য হতে পবিত্র। অতএব হে প্রভু! জাহান্নামের আযাব হতে আমাদেরকে বাঁচাও। (সূরা আল ইমরান, আয়াত : ১৯১)

অত্যাচারি লোকদের জুলুম হতে বাঁচার দোয়া

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٩٥﴾

উচ্চারণ : রব্বানা - - - আখরিজনা- মিন্ হা-যিহিল ক্বরিয়াতিয য-লিমি আহলুহা- ওয়াজ্'আল লানা- মিল্লাদুং ~ কা ওয়ালিয়া-। ওয়াজ্'আল লানা- মিল্লাদুং ~ কা নাহী-র-।

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই জনপদ হতে বাহির করে নাও; যার অধিবাসীরা অত্যাচারী এবং তোমার তরফ হতে আমাদের জন্য কোন দরদী সাহায্যকারী পাঠাও। (সূরা নিসা, আয়াত : ৭৫)

মুমিনদের তালিকায় নাম লিখানোর জন্য দোয়া

رَبَّنَا أَمَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ *

উচ্চারণ : রব্বানা - - - আ-মান্না- ফাকতুবনা- মা'আশ শাহিদী - - - ন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। আমাদের নাম সাক্ষ্যদাতাদের সঙ্গে লিখে নাও। (সূরা মায়িদা, আয়াত : ৮৩)

যালেমদের অন্তর্ভুক্ত না হইবার দোয়া

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الظَّالِمِينَ *

উচ্চারণ : রব্বানা - - - লা-তাজ্'আলনা- মা'আল ক্বওমিয যলিমী - - - ন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যালেম লোকদের মধ্যে शामिल করিও না। (সূরা আরাফ, আয়াত ৪৭)

শ্রেষ্ঠ ফায়সালা পাওয়ার জন্য দোয়া

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ *

উচ্চারণ : রব্বানা - - - ফতাহ্ বাইনানা- ওয়া বাইনা ক্বুওমিনা- বিল হাক্কি
ওয়া আং~তা খইরুল ফা-তিহী- - - ন।

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের জাতির লোকদের মাঝে সঠিক ফায়সালা করে দাও; আর তুমিই সর্বোত্তম ফায়সালাকারী। (সূরা আরাফ ৮৯ আয়াত)

ধৈর্য্য ধারণের ক্ষমতা লাভের দোয়া

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنا مُسْلِمِينَ *

উচ্চারণ : রব্বানা - - - আফরিগ 'আলাইনা- ছবরওঁ~ ওয়া তাওয়াফফানা-
মুসলিমী - - - ন।

অর্থ : হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ধৈর্য্য ধারণের ক্ষমতা দাও। আর আমাদেরকে দুনিয়া হতে এমনি অবস্থায় উঠিয়ে নাও, যখন আমরা তোমারই অনুগত। (সূরা আরাফ, আয়াত ১২৬)

সকল বিষয় আল্লাহর নিকট সমর্পণ করিবার দোয়া

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ *

উচ্চারণ : রব্বানা - - - ইন্-নাকা তা'লামু মা-নুখফী- ওয়া মা-নু'লিন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যা গোপন করি, আর প্রকাশ করি, তুমি সবই জান। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৩৮)

কিয়ামতের দিন পিতা মাতা ও সকল মুমিনের মাগফিরাত কামনার জন্য দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ *

উচ্চারণ : রব্বানা- - - গফিরলী- ওয়ালি ওয়া-লিদাইয়া ওয়া লিল মু'মিনী-না
ইয়াওমা ইয়াকু-মুল হিসা - - - ব।

অর্থ : হে আমাদের প্রভু! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনদিগকে সেই দিবসে ক্ষমা করে দিও, যে দিন হিসাব কার্যকরী হবে। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৪১)

সমস্ত বিষয় সুষ্ঠু ও সঠিকরূপে পাওয়ার দোয়া

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا *

উচ্চারণ : রব্বানা - - - আতিনা- মিল্লাদুং~ কা রহমাতাওঁ~ ওয়া হাইয়ি-
লানা- মিন আমরিনা- রশাদা-।

অর্থ : হে আমাদের পরোয়ারদিগার! আমাদিগকে তোমার বিশেষ রহমতের দ্বারা ধন্য কর এবং আমাদের সমস্ত বিষয় সুষ্ঠু ও সঠিকরূপে গড়ে দাও। (সূরা কাহাফ, আয়াত ১০)

ঈমান আনয়নের পর ক্ষমা চাওয়ার দোয়া

رَبَّنَا أَمَّنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ *

উচ্চারণ : রব্বানা - - - আ-মান~ না- ফাগফিরলানা- ওয়ারহাম্না- ওয়া
আং~তা খইরুর র-হিমী - - - ন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদিগকে ক্ষমা করে দাও, আমাদের উপর রহম কর, তুমি সমস্ত রহমকারীদের হতে অতি উত্তম মেহেরবান। (সূরা মুমিনুন, আয়াত : ১০৯)

জাহান্নামের অগ্নী থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া

رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا *

উচ্চারণ : রব্বানা - - - ছরিফ 'আন~ না- 'আযা-বা জাহান্নাম~ নামা ইন্~ না
'আযা-বাহা- কা-না গর-মা-।

অর্থ : হে আমাদের রক্ষক! জাহান্নামের আযাব হতে আমাদিগকে রক্ষা কর। তার আযাব তো বড়ই প্রানান্তকরভাবে লেগে থাকে। (সূরা ফুরকান, আয়াত : ৬৫)

স্ত্রী পুত্র ও কন্যাদের জন্য দোয়া

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا *

উচ্চারণ : রব্বানা - - - হাব্বলানা- মিন আযুওয়া-জিনা- ওয়া যুররিয়াতিনা-
কুররতা 'আযুনিওঁ~ ওয়াজ 'আলনা- লিল মুত্তাকী-না ইমা-মা- ।

অর্থ : হে আমাদের পালনেওয়ালা । আমাদের স্ত্রীগণের দ্বারা ও আমাদের
সন্তানদের দ্বারা আমাদের চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদের মুত্তাকীদের
ইমাম বানাও । (সূরা ফুরকান, আয়াত : ৭৪)

মুমিনদের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي
قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ *

উচ্চারণ : রব্বানা - - - গফির লানা- ওয়ালি ইখওয়া-নিনাল্লাযী-না সাবাকু-না
বিল ইমা-নি ওয়ালা- তাজ'আল ফী-কুল-বিনা- গিল্লাল লিল্লাযী-না আ-মানু-
রব্বানা - - - ইন~ নাকা রউ-ফুর রহী - - - ম ।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ও আমাদের সেই সকল ভ্রাতাকে
ক্ষমা কর যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে । আর আমাদের অন্তরে মুমিনদের
জন্য কোন হিংসা-শত্রুতা রাখিও না । হে আমাদের প্রভু! তুমি অতি অনুগ্রহশীল
এবং করুণাময় । (সূরা হাশর, আয়াত : ১০)

কাফের কর্তৃক উৎপীড়িত না হওয়ার দোয়া

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاجْعَلْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْكَاسِمُ *

উচ্চারণ : রব্বানা - - - লা- তাজ'আলনা- ফিতনাতাল্ লিল্লাযী-না কাফারু-
ওয়াজগফিরলানা- রব্বানা - - - ইন~ নাকা আৎ~ তাল 'আযী-যুল হাকী - - - ম ।

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদেরকে কাফেরদের জন্য ফেতনা বানিও না। হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। নিঃসন্দেহে তুমি মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ। (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত : ৫)

স্বীয় ভ্রাতা ও নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ *

উচ্চারণ : রব্বিগফিরলী- ওয়ালিআখী- ওয়া আদখিল্না-ফী- রহ্মাতিকা ওয়া অং~তা আর হামুর্ রহিমী- - - ন।

অর্থ : হে আমার প্রভু! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল কর। তুমিই সবচেয়ে দয়ালব। (সূরা আরাফ, আয়াত ১৫১)

অজ্ঞাত সকল অনিষ্ট হতে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য দোয়া

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنَ مِنَ الْخُسْرَىٰ *

উচ্চারণ : রব্বি ইন্-নি- - - আ'উ-যুবিকা আন্ আস্যালুকা মা- লাইসা লী-বিহী- 'ইলমু- ওয়া ইল্লা- তাগফির লী- ওয়া তারহাম্নী - - - আকুম- মিনাল্ খ-সিরী- - - ন।

অর্থ : হে আমার রব! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই সেই বিষয় তোমার নিকট প্রার্থনা করা হতে, যে বিষয় আমার অজানা। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা ও দয়া না কর, তবে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো। (সূরা হূদ, আয়াত : ৪৭)

পিতা মাতার জন্য দোয়া

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا *

উচ্চারণ : রব্বিরহামহুমা- কামা- রব্বাইয়া-নী- ছগী-র-।

অর্থ : হে আমার প্রভু! তাদের (পিতা-মাতার) প্রতি রহমত কর, যেমনিভাবে তারা আমাকে বাল্যকালে লালন-পালন করেছেন। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ২৪)

সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দোয়া

رَبِّ ادْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ
مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا *

উচ্চারণ : রব্বি আদখিলনী- মুদখলা ছিদক্বিওঁ- ওয়া আখরিজ্‌নী- মুখরজা
ছিদক্বিওঁ- ওয়াজ্‌আল্লী- মিল্লাদুৎ-~কা সুলত্ব-নান- নাছী-র- ।

অর্থ : হে আমার প্রভু! আমাকে যেখানেই নিয়ে যাবে সত্যসহকারে নিয়ে যাও;
আর যে স্থান হতে তুমি আমাকে বের করবে, সত্যের সাথেই বের করবে। আর
তোমার তরফ হতে একটি শক্তিকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। (সূরা বনী
ইসরাঈল, আয়াত : ৮০)

সুস্পষ্ট ভাষী হওয়ার দোয়া

رَبِّ اَشْرَحْ لِيْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْ لِّيْ اَمْرِىْ وَاَحْلِلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ
يَفْقَهُوا قَوْلِيْ *

উচ্চারণ : রব্বিশ্রহলী- ছদরী- ওয়া ইয়াসসির লী - - - আমরী- ওয়াহ্লুল
'উক্বদাতাম- মিল্লিসা-নী- ইয়াফক্বহ- ক্বওলী- ।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমার অন্তর খুলে দাও, আমার কাজ আমার
জন্য সহজ করে দাও এবং আমার জবানের জড়তা দূর করে দাও, যেন মানুষেরা
আমার কথা বুঝতে পারে। (সূরা ত্বা-হা, আয়াত ২৫-২৮)

সদা সর্বদা আল্লাহর সাহায্য লাভের দোয়া

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ *

উচ্চারণ : রব্বি লা- তযারনী- ফারদাওঁ- ওয়া আৎ-~তা খইরুল ওয়া-রিছী - - - ন।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি একাকী অবস্থায় পরিত্যাগ করিও
না তুমিই তো শ্রেষ্ঠতম উত্তরাধিকারী প্রদাতা। (সূরা আশ্বিয়া, আয়াত : ৮৯)

ভাল আবাসস্থল পাওয়ার দোয়া

رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبْرَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ *

উচ্চারণ : রব্বি আং~ যিল্নী- মুং~ য়ালাম্- মুবা-রকাওঁ- ওয়া আং~ তা
খইরুল মুং~ য়িলী - - - ন।

অর্থ : হে আমার রব! আমাকে বরকত পূর্ণ স্থানে অবতরণ করাও; তুমিই সর্বোত্তম স্থান দানকারী। (সূরা মুমিনুন, আয়াত : ২৯)

শয়তানের কু-মন্ত্রণা হতে বাঁচার দোয়া

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَكْضُرُونِ *

উচ্চারণ : রব্বি আ'উ-যুবিকা মিন্ হামাযা-তিশ শাইয়া-ত্বী-নি ওয়া আ'উ-
যুবিকা রব্বি আই~ ইয়াহ দুর্- - - ন।

অর্থ : হে আমার প্রভু! আমি তোমার নিকট শয়তানের কু-মন্ত্রণা হতে পানাহ প্রার্থনা করছি। আর আমার নিকট তাদের উপস্থিতি হতেও পানাহ চাচ্ছি। (সূরা মুমিনুন, আয়াত : ৯৭-৯৮)

চল্লিশ হাদীস

عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَرْبَعِينَ حَدِيثًا أَلْتِي قَالَ مَنْ حَفِظَهَا مِنْ أُمَّتِي دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدَرِ خَيْرٌ وَشَرٌّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ بِوُضوءٍ سَابِغٍ كَامِلٍ لَوْقَتِهَا وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ كَانَ لَكَ مَالٌ

وَتُصَلِّيْ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَالْوُتْرَ لَا تَتْرُكُهَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ وَلَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا تَعُقَّ وَالِدَيْكَ وَلَا تَأْكُلْ مَالَ الْيَتِيْمِ ظُلْمًا وَلَا تَشْرِبْ الْخَمْرَ وَلَا تَزْنِ وَلَا تَحْلِفْ بِاللّٰهِ كَاذِبًا وَلَا تَشْهَدْ شَهَادَةً زُورٍ وَلَا تَعْمَلْ بِالْهُوَى وَلَا تَغْتَبَّ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ وَلَا تَقْدِفَ الْمُحَصَّنَةَ وَلَا تَغْلُ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ وَلَا تَلْعَبَ وَلَا تَلْهَعْ مَعَ الْلَاهِيْنَ وَلَا تَقُلْ لِقَصِيْرٍ يَّا قَصِيْرُ تُرِيْدُ بَذَا لِكَ عَيْبِهِ وَلَا تَسْخَرْ بِأَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ وَلَا تَمْشِ بِالْغِيْمَةِ بَيْنَ الْإِخْوَيْنِ وَاشْكُرِ اللّٰهَ تَعَالٰى عَلَى نِعْمَتِهِ وَاصْبِرْ عَلَى الْبَلَاءِ وَالْمُصِيبَةِ وَلَا تَأْمَنَ مِنْ عِقَابِ اللّٰهِ وَلَا تَقْطَعْ أَقْرَبًا إِلَيْكَ وَصِلُهُمْ وَلَا تَلْعَنَ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِ اللّٰهِ وَكَثْرَ مِنَ التَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّهْلِيلِ وَلَا تَدْعَ حُضُورَ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَا تَدْعَ قِرْآنَ الْقُرْآنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ - (كنز العمال)

হযরত (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে ঐ চল্লিশটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যেগুলোর ব্যপারে তিনি বলেছেন যে, কেউ এগুলো মুখস্ত করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এগুলো কি? হুযুর (সা.) উত্তরে বললেন : (১) আল্লাহর উপর ঈমান আনবে। (২) পরকালকে বিশ্বাস করবে। (৩) ফিরিশতাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। (৪) আল্লাহর কিতাবসমূহের উপর ঈমান রাখবে। (৫) সকল নবী ও রাসূলের উপর ঈমান রাখবে। (৬) মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর ঈমান রাখবে। (৭) ভাল ও মন্দ সব কিছু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়, এই তাকদীরের উপর বিশ্বাস রাখবে। (৮) আর এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। (৯) পরিপূর্ণ ওয়ূসহ সময়মত (ফরয) নামায আদায় করবে। (১০) যাকাত আদায়

করবে। (১১) রমযানে রোযা রাখবে। (১২) মাল-সম্পদ থাকলে বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে। (১৩) দিবা রাত্রিতে ১২ রাকআত সুন্নত নামায আদায় করবে। (১৪) কোন রাতেই বিতরের নামায ছাড়বে না। (১৫) আল্লাহর সাথে কোন কিছুকেই শরীক করবে না। (১৬) পিতা-মাতার অবাধ্যতা করবে না। (১৭) অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল গ্রাস করবে না। (১৮) শরাব পান করবে না। (১৯) ব্যভিচার করবে না। (২০) আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করবে না। (২১) মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না। (২২) প্রবৃত্তির অনুসরণে কোন কাজ করবে না। (২৩) আপন মুসলমান ভাইয়ের গীবত করবে না। (২৪) সতী নারীর প্রতি যিনার অপবাদ দিবে না। (২৫) আপন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না। (২৬) খেলাধূলায় লিপ্ত হবে না। (২৭) কৌতুক ও তামাশায় শরীক হবে না। (২৮) বামন ব্যক্তির দোষ প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাকে হে বামন বলে ডাকবে না। (২৯) কোন মানুষের সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে না। (৩০) দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একের কথা অপরের কাছে নিয়ে যাবে না। (৩১) আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে। (৩২) বিপদ-মুসীবতের সময় ধৈর্যধারণ করবে। (৩৩) আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভয় হয়ে থাকবে না। (৩৪) নিজের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। (৩৫) তাদের সাথে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখবে। (৩৬) আল্লাহর কোন সৃষ্টজীবকে অভিশাপ দিবে না। (৩৭) বেশী করে সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে। (৩৮) জুমুআ ও দুই ঈদের নামায পরিত্যাগ করবে না। (৩৯) জেনে রেখো, তোমার জীবনে (ভাল-মন্দ) যা কিছু এসেছে তা কখনও না আসার নয়। আর যা হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে তা কখনও ধরা দেবার নয়। (৪০) যে কোন অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত ছাড়বে না। (কানযুল উম্মাল)

মুমিনদের জন্য জরুরী পাঁচটি অর্থবোধক বাক্য

কালেমা সাধারণত : চারটি, যথা- (১) কালেমায়ে তাইয়েব, (২) কালেমায়ে শাহাদাত, (৩) কালেমায়ে তামজীদ ও (৪) কালেমায়ে তাওহীদ।

কালিমায়ে তাইয়েব

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ *

উচ্চারণ : লা- - - ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্ম-মাদুর রসূ-লুল্লা-হ।

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।

কালিমায়ে শাহাদাত

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ *

উচ্চারণ : আশ্হাদু আল্লা - - - ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্দাহু লা-শারী-কালাহু ওয়া আশহাদু আন্-না মুহাম্-মাদান 'আবদুহু- ওয়া রসূ-লুহু- ।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহই উপাস্য নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন শরীক নেই, এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল ।

কালিমায়ে তাওহীদ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَاحِدًا لَا تَأْتِيكَ لَكَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ إِمَامُ الْمُتَّقِينَ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ *

উচ্চারণ : লা- - - ইলা-হা ইল্লা- আৎ- ~ তা ওয়াহিদাল্লা-ছা-নিআলাকা মুহাম্-মাদুর রসূ-লুল্ল-হি ইমা-মুল মুত্তাকী-না রসূলু রব্বিল 'আ-লামী - - - ন ।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেহই নেই, তুমি এক ও শরীকবিহীন । হযরত মুহাম্মদ (সা.) মুত্তাকীগণের নেতা ও বিশ্বপ্রতিপালকের রাসূল ।

কালিমায়ে তামজীদ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نُورًا يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ إِمَامُ الْمُرْسَلِينَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ *

উচ্চারণ : লা- - - ইলা-হা ইল্লা- আৎ- ~ তা নূ-রই- ইয়াহ দিয়াল্ল-হু লিনূ-রিহী- । মাই- যাশা-উ মুহাম্-মাদুর রসূ-লুল্ল-হি ইমা-মুল মুরসালি-না খ-তামুন-না বিই - - - ন ।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য অন্য কেহই নেই । তুমি জ্যোতির্ময় আল্লাহ, তুমি যাহাকে ইচ্ছা তোমার স্বীয় জ্যোতি দ্বারা পথ প্রদর্শন করে থাক, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) রাসূলগণের নেতা ও আখেরী নবী ।

দশম অধ্যায়

হজুর (স.)-এর প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করিবার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

দরুদ শরীফ পাঠ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা পবিত্র কালাম মজীদ কুরআন শরীফে এরশাদ করিয়াছেন-

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿١٣﴾

উচ্চারণ : ইন্-নাঈ-হা ওয়া মালা - - - যিকাতাহ্ ইয়ুছললু-না 'আলান- নাবিই ইয়া - - - আইয়ুহাল্লাযী-না আ-মানু- ছল্লু 'আলাইহি ওয়া সাল্লিমু- তাসলী-মা- ।

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁহার ফেরেশতা মন্ডলী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করেন, অতএব হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁহার প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ কর । (অর্থাৎ তোমরা দরুদ শরীফ পাঠ কর ।)

দরুদ শরীফের মহত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করিয়াছেন-

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَوةٍ وَاحِدَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ - وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيَّاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ - (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

উচ্চারণ : আন আনাসিন (রা.) ক্ব-লা, ক্ব-লা রসূ-লুল্ল-হি (স.) মান ছল্লা 'আলাইয়া ছল্লা-তাও ওয়াহিদাতাং-~ ছল্লাল্লহ্ 'আলাইহি 'আশারু মারর-তিন । ওয়া হুত্ভাতি 'আনহ্ 'আশারু খতিইয়া-তিউ- ওয়ারুফি'আত লাহ্ 'আশারু দারজা-তিন । (রাওয়াহুন নাসায়ী)

অর্থ : হযরত আনাস (রা.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করিয়াছেন- যে ব্যক্তি আমার প্রতি এবার দরুদ শরীফ পাঠ করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহার প্রতি দশটি রহমত বর্ষণ করিবেন এবং তার আমলনামা হইতে দশটি গুনাহ মিটাইয়া দিবেন, আর তাহার দশটি মর্যাদা বাড়াইয়া দিবেন । (নাসায়ী শরীফ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হইতে বর্ণিত আছে, তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ফরমাইয়াছেন—

أَوَّلَى النَّاسِ بِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلَوةٍ *

উচ্চারণ : আওলা-ন্না-সি বি- ইয়াওমাল কিয়া-মাতি আকসারুহুম 'আলা- ছলা-তিন ।

অর্থ : রোজ কেয়ামত ঐ ব্যক্তি আমার প্রতি নিকটবর্তী হইবে, যে ব্যক্তি (দুনিয়ায়) আমার প্রতি বেশি পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ করিবে ।

উক্ত নাসায়ী শরীফে আর একটি হাদীস বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ফরমাইয়াছেন—

إِنَّ اللَّهَ مَلَكَ سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونَ مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ *

উচ্চারণ : ইন-নালিল্ল-হি মালা- - - -য়িকাতাৎ-~সাইয়া-হী-না ফিল আরদি ইয়ুবাল্লিগু-না মিন উম-মাতিস সালা-ম ।

অর্থ : আল্লাহ তাআলা কর্তৃক দুনিয়ার সর্বত্র একদল ভ্রমণকারী ফেরেশতা রহিয়াছে, যাহারা আমার কোন উম্মাৎ আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করিলে উহা আমার কাছে পৌছাইয়া দেয় ।

বায়হাকী শরীফে হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ফরমাইয়াছেন—

مَنْ صَلَّى عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِى سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَىَّ نَائِبًا أَبْلَغْتُهُ *

উচ্চারণ : মান ছল্লা- 'আলাইয়া 'ইনদা কুবরী-, সামি'তুহ- ওয়ামাৎ- ~ ছল্লা 'আলাইয়া না-য়িবান উবলিগতুহ- ।

অর্থ : যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট স্বশরীরে হাযির হইয়া আমার প্রতি সালাম পাঠ করিবে, আমি উহা শ্রবণ করিব । আর যে ব্যক্তি দূরে থাকিয়া আমার প্রতি দরুদ পাঠ করিবে উহা আমার কাছে (ফেরেশতার মাধ্যমে) পৌছাইয়া দেওয়া হইবে ।

আহমদ শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ফরমাইয়াছেন—

مَنْ صَلَّى عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِائَةً مَرَّةً غُفِرَتْ لَهُ خَطِيئَتُهُ
ثَمَانِينَ سَنَةً *

উচ্চারণ : মাং~ ~ ছল্লা- 'আলাইয়া ইয়াওমাল জুমু'আতি মিয়াতা মাররতিন
গুফিরত লাহ্ খতী-য়াতাহ্- ছামা-নী-না সানাতান ।

অর্থ : যে ব্যক্তি আমার প্রতি জুমুআর দিবসে ১০০ বার দরুদ পাঠ করিবে,
তাহার ৮০ বৎসরের গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে ।

দালায়েলুল খায়রাত কিতাবে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)
ফরমাইয়াছেন-

لِلْمُصَلِّي عَلَى نُورٍ عَلَى الصِّرَاطِ وَمَنْ كَانَ عَلَى الصِّرَاطِ مِنْ أَهْلِ
النُّورِ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ *

উচ্চারণ : লিল মুছল্লী- 'আলাইয়া নূ-রুন 'আলা-ছছিরতি, ওয়ামাং~ কা-না
'আলা-ছছিরতি মিন আহলিননু-রি লাম ইয়াকুম~ মিন আহলিন-না- -র ।

অর্থ : যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করিবে, সে কাল কেয়ামতে
পুলসিরাত অতিক্রমের সময় নূর প্রাপ্ত হইবে। আর যে ব্যক্তি পুলসিরাত
অতিক্রমকালে নূর প্রাপ্ত হইবে, সে কখনো দোযখবাসী হইবে না ।

উক্ত দালায়েলুল খায়রাত কিতাবে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)
ফরমাইয়াছেন-

مَنْ عَسَرَتْ عَلَيْهِ حَاجَةٌ فَلْيُكْثِرْ بِالصَّلَاةِ عَلَى فَإِنَّهَا تَكْشِفُ الْهُمُومَ
وَالْغُمُومَ وَالْكُرُوبَ وَتُكْثِرُ الْأَرْزَاقَ وَتَقْضِي الْكَوَائِبَ *

উচ্চারণ : মান্ 'আসুরত 'আলাইহি হা-জা-তুং~ ~ ফালকছির বিছছালাতি
'আলাইয়া ফাইন্~ নাহা- তাকশিফুল হুমু-মা ওয়াল গুমু-মা ওয়াল কুরু-বা, ওয়া
তুকছিরল আরযা-ক্ব ওয়া তাক্বদীল হাঁওয়া-ইজ ।

অর্থ : যদি কোন ব্যক্তি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়, তবে সে ব্যক্তি যেন আমার প্রতিবেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ করে। কেননা দরুদ শরীফের উসিলায় চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-দুর্দশা বিদূরীত হয় এবং রিযিক বৃদ্ধি পায় এবং প্রয়োজন পূরা হয়।

প্রকাশ থাকে যে, আমরা শেষ যামানার গুনাহগার উম্মাত। আমরা সর্বদা গুনাহের কার্যে লিপ্ত থাকি। তাই আখেরাতে নাজাত লাভের উদ্দেশ্যে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল ইবাদতের পাশাপাশি সর্বদা দরুদ শরীফ পাঠ করা আমাদের জন্য কর্তব্য। আসুন আমরা বেশী বেশী দরুদ শরীফ পাঠ করিয়া দুনিয়া ও আখেরাতের নাজাতের উসীলা সঞ্চয় করি।

দরুদ শরীফ পাঠ না করিবার অপকারিতা

হাদীস : হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরুদ পড়িতে ভুলিয়া যায়, স্মরণ রাখিও সে ব্যক্তি জান্নাতের পথ ভুলিয়া যাইবে।

হাদীস : অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) ফরমাইয়াছেন— যে ব্যক্তি পিতা-মাতার অবাধ্যকারী ও আমার সুন্নাত ত্যাগকারী এবং আমার নাম শ্রবণ করতঃ দরুদ পাঠ ত্যাগকারী, ইহারা ক্বিয়ামতের ময়দানে আমার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে সক্ষম হইবে না।

অন্য এক হাদীসে আছে,

عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّ الدُّعَاءَ
مَوْقُوفَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ *

উচ্চারণ : আন 'উমারবনিল খাত্তাব-বি রদিয়াল্ল-হু তা'আ-লা- আনহু ক্ব-লা ইন্- নাদ দু'আ-আ মাওকু-ফুম- বাইনাস সামা-য়ি ওয়াল আরদ্বি হাত্তা- তুহল্লী- 'আলা নাবিয়িকা।

অর্থ : হযরত ওমর রাঃদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলিয়াছেন— মু'মিনের দোয়া আসমান ও যমীনের মধ্যস্থলে বুলন্ত অবস্থায় থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত উহাতে নবী করীম (সা.)-এর নামে দরুদ পাঠ করা না হয়।

শ্রেষ্ঠ দরুদ শরীফ

আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি দরুদ পাঠ করিবার আয়াত নাযিল হইবার পর সাহাবায়ে কেরামগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! আমরা আপনার প্রতি কি প্রকারে দরুদ পাঠ করিব? তখন রাসূলে করীম (সা.) সাহাবীগণকে এই দরুদ শরীফ শিক্ষা দিয়াছেন। যেই দরুদ শরীফ আমরা নামাযের বৈঠকে তাশাহুদের পরে পাঠ করিয়া থাকি। এই দরুদ শরীফ সমস্ত দরুদ হইতে উত্তম।

দরুদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ۝ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ
وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ ۝ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى
مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ۝ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ
اِبْرَاهِيْمَ ۝ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝

উচ্চারণ : আল্ল-হুম~ মা ছল্লি 'আলা-মুহাম~মাদিওঁ ~ ওয়া 'আলা - - -
আ-লি মুহাম~মাদ। কামা-ছল্লাইতা 'আলা - - - ইবর-হী-মা ওয়া 'আলা - - -
আ-লি ইবর-হী-মা ইন্-নাকা হামি-দুম্ ~ মাজি - - - দ। আল্ল-হুম~মা বা-রিক
'আলা-মুহাম~মাদিওঁ ~ ওয়া 'আলা - - - আ-লি মুহাম~মাদ। কামা-বারকতা
'আলা - - - ইবর-হী-মা ওয়া 'আলা - - - আ-লি ইবর-হী-মা, ইন্-নাকা
হামি-দুম্ ~ মাজি - - - দ।

অর্থ : হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি সেইরূপ
শান্তি বর্ষণ করুন, যেইরূপ আপনি ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর বংশধরগণের
প্রতি বর্ষণ করিয়াছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত। হে আল্লাহ্!
মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন, যেইরূপ আপনি
ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াছেন। নিশ্চয়ই
আপনি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।

আশি বৎসরের গুনাহ মাফীর দরুদ

ফযীলত : নুযহাতুল মাজালেছ কিতাবে উল্লেখ আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ ফরমাইয়াছেন— যে ব্যক্তি জুমুআর দিবসে আছর নামাজের পরে এই দরুদ শরীফ ৮০ বার পাঠ করিবে, তাহার ৮০ বৎসরের গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ *

উচ্চারণ : আল্ল-হুম-মা ছল্লি 'আলা- মুহাম-মাদিনিন-নাবিয়িল উম-মিই ওয়া 'আলা- আ-লিহী- ওয়া আছহাঁ-বিহী- ওয়া বা-রিক ওয়া সাল্লিম।

স্বপ্নের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.)কে দেখিবার দরুদ শরীফ

যেই ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ নিয়মিত পাঠ করিবে, সে ব্যক্তি স্বপ্নের মধ্যে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) কে স্বপ্নে দর্শন লাভ করিবে। আর যেই মুমিন ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) কে স্বপ্নের মধ্যে দর্শন লাভ করিবে সে রোজ কেয়ামতে তাঁহার শাফায়াত লাভ করিবে এবং দোযখ তাহার জন্য হারাম হইয়া যাইবে।

দরুদ শরীফ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوحِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْوَاحِ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَجْسَادِ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُورِ -

উচ্চারণ : আল্ল-হুম-মা ছল্লি 'আলা- মুহাম-মাদিং-~ কামা- আমারতানা- আন- নুছল্লিয়া 'আলাইহি, আল্ল-হুম-মা ছল্লি 'আলা- মুহাম-মাদিং-~ কামা-

হওয়া- আহলুহ, আল্ল-হুম~মা ছল্লি 'আলা- মুহাম~ মাদিং~~ কামা- তুহিবু ওয়া
তারদ-, আল্ল-হুম~মা ছল্লি 'আলা- রু-হি মুহাম~ মাদিং~ ~ ফিল আরওয়া-হি,
আল্ল-হুম~মা~ছল্লি 'আলা- জাসাদি মুহাম~ মাদিং~~ ফিল আজসা-দি আল্ল-হুম~মা
ছল্লি 'আলা- ক্বরি মুহাম~ মাদিং~~ ফিল কুব- - - র।

দৈনন্দিন জীবনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দোয়া

প্রত্যহ ফজরের পরে এবং মাগরিবের পরে এই দোয়া তিনবার পাঠ করিবে-

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ *

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহিল্লাযী- লা-ইয়াদুররু মায়া' ইসমিহী- শাইউং~ ~ ফিল
আরদি ওয়া লা-ফিছামা-য়ি ওয়া হওয়াস সামী-'উল 'আলী - - - ম।

অর্থ : ঐ আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি, যাহার নামের সঙ্গে কোন কিছুই ক্ষতি
করিতে পারে না, যমীন ও আসমানের কোথায়ও না এবং তিনি সমস্তই শ্রবণ
করেন ও জানেন।

উপকারিতা : যে ব্যক্তি ফরজ ও মাগরিবের পরে এই দোয়া তিনবার পাঠ
করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহাকে আকস্মিক মুছিবত হইতে রক্ষা করিবেন।

অতঃপর সূরা হাশরের এই তিন আয়াত পাঠ করিবে :

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ ٢٩ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلَمْ يَكُنْ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ
الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣٠
هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٣١

উচ্চারণ : (২২) হুওয়া ল্ল-হু ল্লাযি- লা - - - ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া, 'আ-লিমুল গইবি ওয়াশ শাহা-দাতি, হুওয়ার রহমা-নু-র রহী- - - ম। (২৩) হুওয়া ল্ল-হু ল্লাযি- লা - - - ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া, আলমালিকুল কুদ্দু-সুস সালা-মুল মূ'মিনুল মুহাইমিনুল 'আযী-যুল জাব্বা-রুল মুতাকাব্বির; সুবহাঁ-না ল্ল-হি 'আম- মা- ইয়ুশরিকু - - - ন। (২৪) হুওয়া ল্ল-হুল খ-লিকুল বা-রিয়ুল মুছওভিরু লাহুল আসমা - - - -যুল হুসনা-; ইয়ুসাঝিহু লাহু- মা- ফীস সামা-ওয়া-তি ওয়াল 'আরদ; ওয়াহুওয়াল 'আযি-যুল হাঁকি - - - ম।

অর্থ : (২২) তিনিই আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। (তিনি) গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তাঁর জানা। তিনিই রহমান ও রহীম। (২৩) তিনিই আল্লাহই যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তিনি মালিক- বাদশাহ; অতীব মহান ও পবিত্র। পুরোপুরি শান্তি, নিরাপত্তা দানকারী, সংরক্ষণকারী, সর্বজয়ী, নিজের নির্দেশাবলী শক্তি প্রয়োগে কার্যকরকারী এবং স্বয়ং বড়ত্ব গ্রহণকারী। পবিত্র ও মহান আল্লাহ সেই সব শিরক থেকে যা লোকেরা করেছে। (২৪) তিনি আল্লাহই, যিনি সৃষ্টি- পরিকল্পনা রচনাকারী ও এর বাস্তবায়নকারী এবং সে অনুযায়ী আকার-আকৃতি প্রদানকারী। তাঁরই জন্য অতীব উত্তম নামসমূহ। আকাশমণ্ডলী আর পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করেছে। আর তিনি প্রবল পরাক্রান্ত এবং সকল জ্ঞানে পূর্ণ।

উপকারিতা : হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করিয়াছেন : যে ব্যক্তি উপরোক্ত দোয়া সকালে পাঠ করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া দেন, যাহারা তাহার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত রহমতের প্রার্থনা করিতে থাকেন। আর যদি ঐ ব্যক্তি সেই দিন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সে শহীদী মৃত্যু লাভ করিবে। এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এই দোয়া পাঠ করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া দেন, যাহারা, তাহার জন্য ফজর পর্যন্ত রহমতের প্রার্থনা করিতে থাকে, আর যদি সে ঐ রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করে, তবে শহীদী মৃত্যু লাভ করিবে।

আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি সকালবেলা আয়াতুল কুরসী পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি ইহার বরকতে সন্ধ্যা পর্যন্ত

যাবতীয় বিপদাপদ ও অশ্রীতিকর অবস্থা হইতে মাহফুজ থাকিবে। এবং যে ব্যক্তি ইহা সন্ধ্যায় পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি সকাল পর্যন্ত নিরাপদে শান্তিতে থাকিবে।
আয়াতুল কুরসী-

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

উচ্চারণ : আল্লা-হু লা - - - ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল হাঁইয়ুল কইয়ু- - -ম;
লা-তা'খুযুহ- সিনাতুও- ওয়ালা- নাউ-ম। লাহু- মা- ফিছ্ছমা-ওয়া-তি ওয়ামা-
ফিলআরদ। মাৎ~ যাল্লাযী- ইয়াশফা'উ 'ইন্দাহু - - - ইল্লা- বিইযনিহী-। ইয়া'লামু
মা-বাইনা আইদী-হিম ওয়া মা-খলফাহুম; ওয়া লা-ইয়ুহী-তু-না বিশাইয়িম~ মিন
'ইলমিহী - - - ইল্লা- বিমা-শা - - - যা। ওয়াসিয়া' কুরসিয়ুহুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল
আরদ। ওয়ালা- ইয়াউ-দুহু- হিফযুহুমা-, ওয়া হুওয়াল 'আলিয়ুল 'আযী - - - ম।

অর্থ : আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর
ধারক। তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে
যা কিছু আছে, সব তারই। কে আছে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ
করবে? দৃষ্টির সামনে ও পশ্চাতে যা কিছু রয়েছে সবকিছু সম্পর্কে তিনি অবগত
আছেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে কোন কিছুকেই তারা পরিবেষ্টিত করতে পারে
না; কিন্তু তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে
পরিবেষ্টিত করে আছে। আর এতদুভয়কে সংরক্ষণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়।
তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বমহান। (সূরা বাকারা, আয়াত : ২৫৫)

শয়নকালের দোয়া

হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) ফরমাইয়াছেন, শয়নের পূর্বে অজু না থাকিলে অজু করতঃ শয়ন করিবে। শুইবার পূর্বে যেকোন কাপড় দ্বারা বিছানা তিনবার ঝাড়িয়া লইবে। অতঃপর এই দোয়া পাঠ করিয়া বিছানায় শয়ন করিবে।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْكَرَمُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْكَرَمُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ *

উচ্চারণ : লা- - - ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহু লা-শারী-কা লাহু। লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইই~~ ক্বদী-র। লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ। সুবহা-নাল্ল-হি ওয়াল হামদু লিল্লা-হি ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্ল-হু আকবার।

শয়নের পূর্বে ইস্তিগফার

রাত্রিবেলা শয়নের পূর্বে নিম্নের ইস্তিগফার তিনবার পড়িয়া শয়ন করিবে।

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ *

উচ্চারণ : আস্তাগফিরুল্ল-হুল্লাযী- লা- - - ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল হাইয়ুল ক্বইয়ুমু ওয়া আতু-বু ইলাইহি।

অর্থ : আমি আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী এবং আমি তাহার নিকট তওবা করিতেছি।

ঈমানের সহিত মৃত্যু হইবার দোয়া

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ -

وَفَوْضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ - وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ - رَغْبَةً وَرَهْبَةً
إِلَيْكَ - لَأَمْلُجَأَ وَلَا مَنَجَاءَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ - أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ
الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ *

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি আল্লহুম~ মা আসলামতু নাফসী- ইলাইকা ওয়া
ওয়াজজাহতু ওয়াজহী- ইলাইকা, ওয়া ফাওয়াদতু আমরী- ইলাইকা। ওয়া
আলজা-তু যাহরী- ইলাইকা, রগবাতাও~ ওয়া রহবাতীন ইলাইকা।
লা-মালজা-য়া ওয়া লা-মাং~ জা-য়া মিং~ কা ইল্লা- ইলাইকা। আ-মাং~তু
বিকিতা-বিকাল্লাযী- আং~ যালতা ওয়া নাবিয়িকাল্লাযী- আরসালতা।

খারাপ স্বপ্ন দেখিয়া পড়িবার দোয়া

বর্ণিত আছে, খারাপ স্বপ্ন দেখিয়া বাম পার্শে তিনবার থু থু ফেলিবে এবং যেই
পার্শে শোয়া ছিলে ঐ পার্শ পরিবর্তন করিয়া শুইবে আর এই দোয়া তিনবার পাঠ
করিবে এবং কাহারো নিকট বলিবে না।

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَشَرِّ هَذِهِ الرَّؤْيَا *

উচ্চারণ : আ'উযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্ব-নির রজী-মি ওয়া শাররি হা-যিহির
রু-ইয়া-।

খারাপ স্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইলে পড়িবার দোয়া

হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আস (রা.) এর অভ্যাস
ছিল তিনি এই দোয়াটি তাঁহার বয়স্ক সন্তানদিগকে শিখাইতেন এবং নাবালেগ
সন্তানদের জন্য ইহা লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া দিতেন।

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ
هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ *

উচ্চারণ : আ'উ-যু বিকালিমা-তিল্লাহিত তাম~ মাতি মিন গদাবিহী ওয়া
'ইক্ব-বিহী ওয়া শাররি 'ইবা-দিহী ওয়ামিন হামাযা-তিশ শাইয়াত্বী-নি ওয়া
আই~ যাহদুর- - - -ন।

নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া পড়িবার দোয়া

اَلْكَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَاَنَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ *

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী- আহইয়া-না- বা'দা মা- আমা-তানা- ওয়া ইলাইহিন-নুশু- - -র ।

প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে পড়িবার দোয়া

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যেই ব্যক্তি প্রত্যেক ওয়াক্ত ফরজ নামাযের পরে
 اَلْكَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদুলিল্লাহ) ৩৩ বার (সুবহানাল্লাহ) ৩৩ বার
 اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) ৩৪ বার পাঠ করিবে এবং নিম্নের দোয়া
 একবার পাঠ করিবে, তাহার সমস্ত পাপ মার্জনা করিয়া দেওয়া হইবে, যদিও উহা
 সমুদ্রের ফেনার পরিমাণ হইয়া থাকে ।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْكَمْدُ وَهُوَ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ *

উচ্চারণ : লা- - - ইলাহা ইল্লাল্লাহু-হু ওয়াহদাহু লা-শারী-কা লাহু । লাহুল মুলকু
 ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িং~~ ক্বদী- - -র । (এই দোয়াটি
 মাগরিব নামাযের পরেও পড়া যায়)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, যেই ব্যক্তি سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহানাল্লাহি)
 তাসবীহ ১০০ বার এবং اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) তাওবাকারী ১০০ বার
 এবং لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু) তাহলীল ১০০ বার এবং اَلْكَمْدُ لِلّٰهِ
 (আলহামদুলিল্লাহ) তাহমীদ ১০০ বার পাঠ করিবে, তাহার সমস্ত গুনাহ মাফ
 করিয়া দেওয়া হইবে যদিও উহা সমুদ্রের ফেনার ন্যায় অসংখ্য হইয়া থাকে ।

খানা খাওয়ার পরের দোয়া

اَلْكَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ *

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী- আত্ব'আমানা- ওয়া সাক্ব-না- ওয়া
জা'য়ালানা- মিনাল মুসলিমী- - -ন।

দাওয়াত খাইবার পরে দোয়া

اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي *

উচ্চারণ : আল্ল-হুম~মা আত্ব'য়িম~মান আত্ব'য়ামানী-, ওয়াসক্বি মাৎ~সাক্ব-নী-।

যানবাহনে আরোহণকালে পড়িবার দোয়া

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا
لَمُنْقَلِبُونَ *

উচ্চারণ : সুবহাঁ-নাল্লাযী- সাখখর লানা- হা-যা- ওয়া মা-কুন~না- লাহু
মুক্বুরিনী-না ওয়া ইন~না- - - ইলা- রব্বিনা- লামুৎ~ক্বলি বূ- - -ন।

সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পড়িবার দোয়া

اَيُّوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ *

উচ্চারণ : আয়িবু-না তা-য়িবু-না 'আবিদু-না লিরব্বিনা- হাঁ-মিদু- - -ন।

সফরে থাকাবস্থায় পড়িবার দোয়া

اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ - اللَّهُمَّ
أَصْبَحْنَا فِي سَفَرٍ نَا وَآخُلَفْنَا فِي أَهْلِنَا *

উচ্চারণ : আল্ল-হুম~মা~ আৎ~তাহু ছহিবু ফিস সাফারি ওয়াল খলী-ফাতু ফিল
আহলি; আল্ল-হুম~মা ছবাহঁনা-ফী- সাফারিনা- ওয়াখলুফনা- ফী- আহলিনা-।

নৌকা বা জাহাজে আরোহণের সময় দোয়া

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ - وَمَا قَدَرُ

اللَّهُ حَقٌّ قَدَرُهُ - وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ
مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ - سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ *

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি মাজরেহা ওয়া মুরসাহা-ইন~ না রব্বী- লাগফু-রুর
রহী- - - ম। ওয়া মা-ক্বদারুল্লাহা হাঁকা ক্বদরিহী, ওয়াল আরদু জামী-'আৎ~
ক্বদতুহ ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি ওয়াসসামা-ওয়া-তু মাতভিইয়া-তুম~ বিইয়ামী-
নিহী; সুবহাঁ-নাল্ল-হি ওয়া তা'আ-লা- 'আম~মা ইয়ুশরিকু- - -ন।

গৃহে প্রবেশের সময় পড়িবার দোয়া

تَوْبًا تَوْبًا - لِرَبِّنَا أَوْبًا - لَا يَغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا *

উচ্চারণ : তাওবা-ন, তাওবা-ন, লিরব্বিনা- আওবা-ন, লা-ইয়ুগাদিরু
'আলাইনা- হাওবা-ন।

দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীর সময় এই দোয়া পড়িবে

বর্ণিত আছে, ইবনে আবী আসেম তাহার লিখিত কিতাবুদদোয়া নামক গ্রন্থে
উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই দোয়া পড়িলে পেরেশানী ও দুশ্চিন্তা দূর হইয়া যায়।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَلِيمُ الْكَرِيمُ - سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ
السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ - أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ عِبَادِكَ *

উচ্চারণ : লা- - - ইলাহা ইল্লাল্ল-হুল হালী-মুল কারী- - -ম। সুবহাঁ-নাল্ল-হি
রবিস্সামা- ওয়া-তিস সাব'য়ি ওয়া রব্বিল 'আরশিল 'আযী- - -ম। আলহামদু
লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামী- - -ন। আল্ল-হুম~মা ইন্~নি- আ'উ-যুবিকা মিৎ~
শাররি 'ইবা-দিক।

প্রবল বৃষ্টির সময় পড়িবার দোয়া

অতিরিক্ত বৃষ্টি হইতে থাকিলে এবং উহাতে ক্ষতির আশংকা দেখা দিলে এই
দোয়া পাঠ করিবে। ইনশাআল্লাহ অতি বৃষ্টি কমিয়া যাইবে।

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا - اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالْأَجَامِ وَالظُّرَابِ
وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ *

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্-মা হাওয়া-লাইনা- ওয়া লা-'আলাইনা-; আল্ল-হুম্-মা
'আলা-ল আকা-মি ওয়াল আজা-মি ওয়াযযির-বি ওয়াল আওদিইয়াতি ওয়া
মানা-বিতিশ শাজারি ।

প্রবল ঝড়-তুফানের সময় পড়িবার দোয়া

যে সময় প্রবল ঝড় তুফান হইতে থাকে, তখন উহার দিকে মুখ করিয়া নামাজের
কায়দায় দুইজানু হইয়া বসিয়া হাটুর উপর হাত রাখিয়া এই দোয়া পাঠ করিবে-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ - وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ *

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্-মা ইন্-নি আসয়ালুকা খইরহা- ওয়া খইর- মা-উরসিলাত
বিহী- । ওয়া আ'উযুবিকা মিৎ-~ শাররিহা- ওয়া শাররি মা-ফী-হা- ওয়া শাররি মা-
উরসিলাত বিহী- ।

ক্বদরের রাত্রিতে পড়িবার দোয়া

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي *

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্-মা ইন্-নাকা 'আফুওউৎ-~তুহিববুল 'আফওয়া ফা'য়ফু
আন্-নি ।

আয়নায় মুখ দেখিবারকালে পড়িবার দোয়া

اللَّهُمَّ أَنْتَ حَسَنَتْ خَلْقِي فَكَسِّنْ خُلُقِي *

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্-মা আৎ-~তা হাসসাৎ-~তা খলক্বী- ফাহাসসিন খলুক্বী- ।

মুসলমান ভাইকে সালাম দেওয়া

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ *

উচ্চারণ : আসসা লা-মু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্ল-হি ওয়া বারকা-তুহ ।

সালামের জওয়াব দেওয়া

وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ *

উচ্চারণ : ওয়া 'আলাইকুমুস সালা-মু ওয়া রহমাতুল্ল-হি ওয়া বারকা-তুহ।

হাঁচির দোয়া

কেহ হাঁচি দিলে বলিবে اللَّهُ أَكْبَدُ لِلَّهِ (আলহামদু লিল্লাহ)

হাঁচি শুনিয়া বলিবে اللَّهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ (ইয়ারহামুকাল্ল-হ)

মাল-সম্পদ বর্ধিত হইবার দোয়া

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ - وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ *

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্-মা ছল্লি 'আলা- মুহাম-মাদিন 'আবদিকা ওয়া রসূ-লিকা ওয়া 'আলা-ল মু'মিনী-না ওয়াল মু'মিনা-তি, ওয়াল মুসলিমী-না ওয়াল মুসলিমা-তি।

ঋণ পরিশোধের দোয়া

কোন লোক ঋণগ্রস্ত হইয়া আদায়ের ব্যবস্থা না থাকিলে এই দোয়া পড়িতে থাকিলে আল্লাহ তাআলা ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِكَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَنْ سَوَاكَ *

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্-মাকফিনী- বিহাঁলা-লিকা 'আন হার-মিকা ওয়াআগনিনী-বিফাদলিকা 'আম্মাং-~সিওয়া-কা।

ক্রোধ সংবরণ করিবার দোয়া

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যদি কাহারো শরীরে অতিরিক্ত ক্রোধ আসিয়া যায়, তখন নিম্নের তায়াজ পাঠ করিলে, তাহার ক্রোধ দমন হইয়া যাইবে।

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ *

উচ্চারণ : আ'উযুবিল্লা-হি মিনাশ শাইত্ব-নির রজী- - -ম ।

বাজারে যাইবার সময় পড়িবার দোয়া

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ - وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ - وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *

উচ্চারণ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা-শারী-কা লাহু; লাহুল মুলকু ওয়া লাহু-ল হামদু ইয়ুহয়ী- ওয়া ইয়ুমী-তু, ওয়া হুওয়া হাইয়ুল্লা-ইয়ামু-তু বিইয়াদিহিল খইরু, ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িং~~ক্বদী- - -র ।

রোগাক্রান্ত দেখিলে পড়িবার দোয়া

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ - وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا *

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী- 'আ-ফা-নী- মিম্-মাব তালা-কা বিহী; ওয়া ফাদ্দালানী- 'আলা কাছী-রিম-মিম-মান খলাক্ব তাফদ্বী-লা- ।

ইন্তেকালের পূর্বে পড়িবার দোয়া

মৃত্যু-পথযাত্রী ব্যক্তি পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া এই দোয়া পড়িতে থাকিবে ।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَالْحَقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى *

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্-মাগফিরলী- ওয়ার হামনী- ওয়ালহিক্বনী- বিররফী-ক্বিল 'আলা- ।

মুমূর্ষ ব্যক্তির জন্য দোয়া

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ *

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্- মা আ'য়িন্নী- 'আলা- গমার-তিল মাওতি ওয়া সাকার-তিল মাওতি ।

বিপদ মুক্তির একটি পরিক্ষিত দোয়া

বর্ণিত আছে, বিপদ দেখা দিলে, তখন সিজদায় যাইয়া নিম্নের দোয়াটি পাঠ করিলে বিশেষ উপকার হইবে । হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বদরের যুদ্ধের সময় এই দোয়া সিজদার মধ্যে পাঠ করিয়াছিলেন । এবং এই দোয়ার বরকতে আল্লাহপাক তাহাকে বদর যুদ্ধে বিজয় প্রদান করিয়াছিলেন ।

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ - أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةً عَيْنٍ *

উচ্চারণ : ইয়া- হাইয়ু ইয়া- ক্বইয়ু-মু বিরহমাতিকা আসতাগি-ছু; আছলিহ লী-শা-নী- কুল্লাহু- ওয়ালা-তাকিলনী- ইলা-নাফসী- ত্বরফাত 'আইনিন্ ।

অর্থ : হে চির জীবন্ত! হে চির প্রতিষ্ঠিত! তোমার রহমতের ভিক্ষা চাহিয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার সকল অবস্থাকে ঠিক করিয়া দাও এবং সংশোধন করিয়া দাও । এবং মুহর্তের জন্যও আমাকে আমার নফসের নিকট সোপর্দ করিও না ।

গুনাহ্ মাফ হইবার দোয়া

বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি এই দোয়া সকালে ও সন্ধ্যায় ১০ বার করিয়া পাঠ করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহার আমল নামায় ১০০ নেকী লিখিবেন, এবং ১০০ বদী মিটাইয়া দিবেন আর একটি গোলাম আযাদ করিবার পূণ্য লাভ করিবে । আর উক্ত দিবসে ও রাত্রিতে সমস্ত বিপদাপদ হইতে নিরাপদে থাকিবে ।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْكَمَدُ - وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ *

উচ্চারণ : লা- - -ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা-শারী-কা লাহু; লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু; ওয়া হুওয়া 'আলা-কুল্লি শাইইৎ~ ~ক্বদী- - -র ।

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত কেহ মাবুদ নাই, তিনি একক তাঁহার কোন শরীক নাই; সমস্ত রাজত্ব তাহারই জন্য এবং তাঁহার জন্যই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সর্বশক্তিমান।

ঋণ পরিশোধ হইবার দোয়া

বর্ণিত আছে, এই দোয়া রীতিমত পাঠ করিলে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ হইবার ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করিয়া দিবেন এবং সকল দুশ্চিন্তা দূর করিয়া নিশ্চিন্ত করিয়া দিবেন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْكَزَنِ - وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ
وَالْكَسَلِ - وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ
الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ *

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্-মা ইন্-নি- আ'উ-যুবিকা মিনাল হাম্-মি ওয়াল হুঁয়নি;
ওয়া আ'উ-যুবিকা মিনাল 'আজযি ওয়াল কাসলি, ওয়া আ'উ-যুবিকা মিনাল জুবনি
ওয়াল বুখলি ওয়া আ'উ-যুবিকা মিন গলাবাতিদ দাইনি ওয়া কহরির রজা-লি।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি সর্বপ্রকার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী হইতে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি; এবং অক্ষমতা ও অলসতা হইতে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি। এবং কাপুরুষতা ও বখিলী হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি এবং ঋণের বোঝা ও মানুষের অত্যাচার হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। (ইহা হইতে আমাদের রক্ষা কর)

বিশ লাখ নেকীর দোয়া

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ - أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
يُولَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ *

উচ্চারণ : লা- - ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহু লা-শারী-কা লাহু; আহাদাৎ-
ছমাদাল লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউ-লাদ, ওয়ালাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

শ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজ সংক্রান্ত সূক্ষ্ম আলোচনা

ফারসিতে বলা হয় নামাজ আর আরবীতে সালাত। ইহার শব্দগত অর্থ হইতেছে : প্রার্থনা, অনুগ্রহ, পবিত্রতা বর্ণনা করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর উর্দু ভাষায় সালাতকে নামাজ বলা হয়। ইসলামী পরিভাষায় এমনি একটি নির্দিষ্ট উপাসনা বা ইবাদতকে বলা হয় যাহা নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট নিয়মে মুসলমানগণ আদায় করিয়া থাকে।

ইসলামের পঞ্চ বেনা বা পাঁচটি মূল ভিত্তির দ্বিতীয় ভিত্তি হইতেছে নামাজ। ইহা ইবাদত সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবার মাধ্যম হইতেছে এই নামাজ। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ফরমাইয়াছেন :

الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ *

উচ্চারণ : আছছলা-তু মি'র-জুল মু'মিনী- - -ন

অর্থ : নামাজ হইতেছে মুমিনদের জন্য মিরাজ স্বরূপ।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও ফরমাইয়াছেন :

الصَّلَاةُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ *

উচ্চারণ : আছ ছলা-তু মিফতা-হুল জান্-নাহ।

অর্থ : নামাজ হইতেছে বেহেশতের চাবিকাঠি।

নামাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ফরমাইয়াছেন :

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ - مَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ - وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ *

উচ্চারণ : আছ ছলা-তু 'ইমা-দুদ্দীন, মান আক্ব-মাহা- ফাক্বদ আক্ব-মাদ্দী-না, ওয়া মাং~তারকাহা- ফাকদ হাদামাদ্দী- - -ন।

অর্থ : নামাজ ইসলাম ধর্মের ভিত্তি বা স্তম্ভ। যে ব্যক্তি নামাজকে কায়েম (প্রতিষ্ঠিত) করিল সে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিল। আর যে ব্যক্তি নামাজকে ত্যাগ করিল সে ধর্মকেই নষ্ট করিয়া দিল।

কবর যিয়ারতের দোয়া

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ
وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ أَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّا
إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ *

উচ্চারণ : আস্ সালা-মু 'আলাইকুম ইয়া- আহলাল কুবু-রি মিনাল মুসলিমী-না
ওয়াল মুসলিমা-তি ওয়াল মু'মিনী-না ওয়াল মু'মিনা-তি, আৎ~ ~ তুম লানা-
সালাফুওঁ~ওয়া নাহনু লাকুম তাবা'উ~ওয়া ইন্-না ইৎ~শা- - -আল্লা-হু বিকুম
লা-হিকু- - -ন।

অর্থ : হে কবরবাসী মুসলমান নর-নারী ও মুমিন নর-নারীগণ! তোমাদের প্রতি
শান্তি বর্ষিত হউক, তোমরা পরকালে আমাদের অগ্রগামী আর আমরা তোমাদের
অনুগামী। ইনশাআল্লাহ নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সহিত মিলিত হইব।

এই দোয়া পাঠ করিবার পরে সূরা ফাতিহা, সূরা কাফিরুন, আয়াতুল কুরসী
একবার করিয়া পাঠ করিবে। অতঃপর ১১ বার দরুদ শরীফ পাঠ করিয়া ইহার
সওয়াব কবরস্থানের মূর্দারগণের রুহের প্রতি পৌঁছাইবে।

মিসওয়াক করিবার তাকীদ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ
وَبِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ * (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)
বলিয়াছেন, আমি যদি আমার উম্মতের উপর কষ্টের আশংকা না করিতাম, তাহা
হইলে তাহাদেরকে ইশার নামাজ (রাতের তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত) দেরি করিয়া
আদায় করিতে এবং প্রত্যেক নামাজের (ওযূর) সময় মিসওয়াক করিয়া লইতে
(ওয়াজিব পর্যায়ের) নির্দেশ দিয়া দিতাম। (বুখারী মুসলিম)

অর্থাৎ উম্মতের কষ্টের কথা বিবেচনা করিয়া তিনি এই দুইটি কাজকে ওয়াজিব পর্যায়ে রাখিলেন না। কিন্তু সুন্নত অবশ্যই রহিয়া গিয়াছে।

নামাজের পূর্বে মিসওয়াক করিবার ফযীলত

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَفْضُلُ الصَّلَاةُ الَّتِي يَسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يَسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا * (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

আয়েশা (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলিয়াছেন, যে নামাজের পূর্বে মিসওয়াক করিয়া লওয়া হয় সেই নামাজ বিনা মিসওয়াকে আদায়কৃত নামাজের উপর সত্তর গুণ মর্যাদা রাখে। (বায়হাকী)

যে ব্যক্তি দুনিয়াকেই আপন
লক্ষ্যবস্তু রূপে গ্রহণ করে,
সে নানাবিধ পেরেশানীতে
শ্রেফতার হয়। - আল হাদীস

নামাজ রোজার চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার

মাস	তারিখ	সাহুরীর শেষ সময়	ফজরের আরম্ভ	সূর্যোদয় ও ফজরের শেষ সময়	জোহরের সময় আরম্ভ	আসরের সময় আরম্ভ	মাগরিব ও ইকতারের সময়	এশার সময় আরম্ভ
জামাদী	১	৫-১৪	৫-১৯	৬-৪১	১২-০৩	৩-৪৯	৫-৩০	৬-৪৬
	৫	৫-১৫	৫-২০	৬-৪২	১২-০৫	৩-৫২	৫-৩৩	৬-৪৯
	১০	৫-১৬	৫-২১	৬-৪৩	১২-০৭	৩-৫২	৫-৩৬	৬-৫২
	১৫	৫-১৮	৫-২৩	৬-৪৫	১২-০৯	৩-৫৭	৫-৩৮	৬-৫৪
	২০	৫-১৮	৫-২৩	৬-৪৪	১২-১১	৪-০৩	৫-৪৩	৬-৫৮
	২৫	৫-১৭	৫-২২	৬-৪৩	১২-১২	৪-০৬	৫-৪৬	৭-০১
ফেব্রুয়ারী	১	৫-১৭	৫-২২	৬-৪১	১২-১৪	৪-১১	৫-৫২	৭-০৫
	৫	৫-১৫	৫-২০	৬-৩৯	১২-১৪	৪-১৩	৫-৫৪	৭-০৭
	১০	৫-১২	৫-১৭	৬-৩৬	১২-১৪	৪-১৬	৫-৫৭	৭-১০
	১৫	৫-১০	৫-১৫	৬-৩৩	১২-১৪	৪-১৮	৬-০০	৭-১২
	২০	৫-০৮	৫-১৩	৬-৩০	১২-১৪	৪-২০	৬-০৩	৭-১৪
	২৫	৫-০৪	৫-০৯	৬-২৬	১২-১৩	৪-২৩	৬-০৫	৭-১৬
মার্চ	১	৪-৫৮	৫-০৩	৬-২০	১২-১২	৪-২৫	৬-০৭	৭-১৮
	৫	৪-৫৭	৫-০২	৬-১৯	১২-১১	৪-২৭	৬-১০	৭-২১
	১০	৪-৫৩	৪-৫৮	৬-১৫	১২-১১	৪-২৮	৬-১২	৭-২৩
	১৫	৪-৪৮	৪-৫৩	৬-০৯	১২-০৯	৪-২৮	৬-১৪	৭-২৪
	২০	৪-৪৩	৪-৪৮	৬-০৫	১২-০৮	৪-৩০	৬-১৬	৭-২৭
	২৫	৪-৩৮	৪-৪৩	৫-৫৬	১২-০৬	৪-৩০	৬-২০	৭-২৮
এপ্রিল	১	৪-৩০	৪-৩৫	৫-৫৩	১২-০৫	৪-৩১	৬-২১	৭-৩২
	৫	৪-২৬	৪-৩১	৫-৪৯	১২-০৩	৪-৩১	৬-২২	৭-৩৪
	১০	৪-২১	৪-২৬	৫-৪৫	১২-০২	৪-৩১	৬-২৪	৭-৩৭
	১৫	৪-১৫	৪-২০	৫-৪০	১২-০০	৪-৩১	৬-২৫	৭-৩৯
	২০	৪-১১	৪-১৬	৫-৩৬	১১-৫৯	৪-৩২	৬-২৭	৭-৪১
	২৫	৪-০৬	৪-১১	৫-২৯	১১-৫৭	৪-৩২	৬-২৯	৭-৪৪
মে	১	৪-০১	৪-০৬	৫-২৮	১১-৫৭	৪-৩২	৬-৩১	৭-৪৭
	৫	৩-৫৭	৪-০২	৫-২৫	১১-৫৭	৪-৩৩	৬-৩৪	৭-৫১
	১০	৩-৫২	৩-৫৭	৫-২১	১১-৫৬	৪-৩৩	৬-৩৬	৭-৫৪
	১৫	৩-৫০	৩-৫৫	৫-১৯	১১-৫৬	৪-৩৩	৬-৩৮	৭-৫৬
	২০	৩-৪৬	৩-৫১	৫-১৭	১১-৫৬	৪-৩৪	৬-৪০	৮-০০
	২৫	৩-৪৪	৩-৪৯	৫-১৬	১১-৫৭	৪-৩৫	৬-৪৩	৮-০৪

মাস	তারিখ	সাহুযীর শেষ সময়	ফজর আরম্ভ	সূর্যোদয়ের ও ফজরের শেষ সময়	জোহরের সময় আরম্ভ	আসরের সময় আরম্ভ	মাগরিব ও ইকতারের সময়	এশার সময় আরম্ভ
জ্যৈষ্ঠ	১	৩-৪২	৩-৪৭	৫-১৪	১১-৫৭	৪-৩৭	৬-৪৫	৮-০৮
	৫	৩-৪০	৩-৪৫	৫-১৩	১১-৫৮	৪-৩৭	৬-৪৮	৮-১০
	১০	৩-৪০	৩-৪৫	৫-১৩	১১-৫৯	৪-৩৮	৬-৫০	৮-১২
	১৫	৩-৪১	৩-৪৬	৫-১৩	১২-০০	৪-৩৯	৬-৫২	৮-১৩
	২০	৩-৪১	৩-৪৬	৫-১৪	১২-০১	৪-৪০	৬-৫৩	৮-১৬
	২৫	৩-৪১	৩-৪৬	৫-১৫	১২-০২	৪-৪০	৬-৫৪	৮-১৭
শ্রাবণ	১	৩-৪৩	৩-৪৮	৫-১৭	১২-০৪	৪-৪১	৬-৫৫	৮-১৭
	৫	৩-৪৫	৩-৫০	৫-১৯	১২-০৫	৪-৪৩	৬-৫৫	৮-১৭
	১০	৩-৪৭	৩-৫২	৫-২১	১২-০৫	৪-৪৫	৬-৫৪	৮-১৬
	১৫	৩-৫১	৩-৫৬	৫-২৩	১২-০৬	৪-৪৪	৬-৫৪	৮-১৫
	২০	৩-৫৩	৩-৫৮	৫-২৫	১২-০৬	৪-৪৪	৬-৫২	৮-১৩
	২৫	৩-৫৬	৪-০১	৫-২৭	১২-০৬	৪-৪৪	৬-৫০	৮-১০
ভাদ্র	১	৪-০১	৪-০৬	৫-৩০	১২-০৬	৪-৪৩	৬-৪৭	৮-০৫
	৫	৪-০৩	৪-০৮	৫-৩২	১২-০৬	৪-৪২	৬-৪৫	৮-০৩
	১০	৪-০৬	৪-১১	৫-৩৪	১২-০৫	৪-৪১	৬-৪১	৭-৫৮
	১৫	৪-০৯	৪-১৪	৫-৩৫	১২-০৪	৪-৩৯	৬-৩৮	৭-৫৩
	২০	৪-১১	৪-১৬	৫-৩৭	১২-০৩	৪-৩৭	৬-৩৪	৭-৪৯
	২৫	৪-১৫	৪-২০	৫-৪০	১২-০২	৪-৩৪	৬-২৯	৭-৪৩
আশ্বিন	১	৪-১৮	৪-২৩	৫-৪২	১২-০০	৪-৩১	৬-২৩	৭-৩৬
	৫	৪-২২	৪-২৭	৫-৪৩	১১-৫৯	৪-২৯	৬-২০	৭-৩২
	১০	৪-২২	৪-২৭	৫-৪৫	১১-৫৭	৪-২৫	৬-১৪	৭-২৬
	১৫	৪-২৩	৪-২৮	৫-৪৬	১১-৫৫	৪-২১	৬-০৯	৭-২১
	২০	৪-২৬	৪-৩১	৫-৪৮	১১-৫৪	৪-১৮	৬-০৫	৭-১৬
	২৫	৪-২৭	৪-৩২	৫-৪৯	১১-৫২	৪-১৪	৬-০০	৭-১১
কৃষ্ণ	১	৪-৩০	৪-৩৫	৫-৫২	১১-৫০	৪-০৯	৫-৫৩	৭-০৪
	৫	৪-৩১	৪-৩৬	৫-৫৩	১১-৪৯	৪-০৪	৫-৫০	৭-০১
	১০	৪-৩৪	৪-৩৯	৫-৫৫	১১-৪৮	৪-০৪	৫-৪৬	৬-৫৬
	১৫	৪-৩৪	৪-৩৯	৫-৫৭	১১-৪৬	৩-৫৮	৫-৩৯	৬-৫১
	২০	৪-৩৬	৪-৪১	৫-৫৯	১১-৪৫	৩-৫৪	৫-৩৬	৬-৪৮
	২৫	৪-৩৮	৪-৪৩	৬-০১	১১-৪৪	৩-৫০	৫-৩২	৬-৪৪

মাস	তারিখ	সাতুরীর শেষ সময়	ফজর আরম্ভ	সূর্যোদয় ও ফজরের শেষ সময়	জোহরের সময় আরম্ভ	আসরের সময় আরম্ভ	মাগরিব ও ইকতারের সময়	এশার সময় আরম্ভ
-----	-------	---------------------	--------------	----------------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------

নভেম্বর	১	৪-৪২	৪-৪৭	৬-০৩	১১-৪৪	৩-৪৭	৫-৩০	৬-৪০
	৫	৪-৪৪	৪-৪৯	৬-০৮	১১-৪৪	৩-৪৫	৫-২৫	৬-৩৮
	১০	৪-৪৬	৪-৫১	৬-১০	১১-৪৪	৩-৪২	৫-২৩	৬-৩৬
	১৫	৪-৪৯	৪-৫৪	৬-১৪	১১-৪৫	৩-৪১	৫-২১	৬-৩৫
	২০	৪-৫২	৪-৫৭	৬-১৭	১১-৪৬	৩-৩৯	৫-২০	৬-৩৪
	২৫	৪-৫৪	৪-৫৯	৬-২০	১১-৪৭	৩-৩৮	৫-১৯	৬-৩৪

ডিসেম্বর	১	৪-৫৮	৫-০৩	৬-২৪	১১-৪৯	৩-৩৮	৫-১৯	৬-৩৪
	৫	৫-০৩	৫-০৮	৬-২৭	১১-৫১	৩-৩৮	৫-১৯	৬-৩৫
	১০	৫-০৩	৫-০৮	৬-৩০	১১-৫৩	৩-৩৯	৫-২১	৬-৩৭
	১৫	৫-০৬	৫-১১	৬-৩৩	১১-৫৫	৩-৪১	৫-২২	৬-৩৮
	২০	৫-০৮	৫-১৩	৬-৩৫	১১-৫৭	৩-৪৩	৫-২৪	৬-৪০
	২৫	৫-১১	৫-১৬	৬-৩৮	১২-০০	৩-৪৬	৫-২৭	৬-৪৩

স্থানভেদে সময়ের পার্থক্য

ঢাকার সময় হতে বাড়তে হবে : * পটুয়াখালী, মাদারীপুর, কালকাঠি ১মি. * বরগুনা, রাজবাড়ি, শেরপুর, মানিকগঞ্জ, পিরোজপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল ২মি. * ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট, সিরাজগঞ্জ, কুড়িগ্রাম ৩মি. * গাইবান্ধা, খুলনা, নড়াইল, লালমনিরহাট, মাগুরা ৪মি. * বগুড়া, পাবনা, রংপুর, ঝিনাইদহ, যশোর, কুষ্টিয়া ৫মি. * সাতক্ষীরা, জয়পুরহাট, নাটোর, নওগাঁ ৬মি. * চুয়াডাঙ্গা, নীলফামারী, রাজশাহী, দিনাজপুর ৭মি. * মেহেরপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও ৮মি. * চাঁপাইনবাবগঞ্জ ৯মি.

ঢাকার সময় হতে কমাতে হবে : * ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ১মি. * ভোলা, চাঁদপুর, নরসিংদী, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর ২মি. * নোয়াখালী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩মি. * কুমিল্লা, সুনামগঞ্জ ৪মি. * হবিগঞ্জ, ফেনী ৫মি. * মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম, সিলেট ৬মি. * কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি ৭মি. * রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ৮মি.



Cell: 01675506913, 01918765150.

E-main: info@sinaninfo.com

Website: www.sinaninfo.com

WRITER

Engineer Moinul Hossain

B.Sc. Engg. (Civil), MIEB.

Mobile Number: 01922-161780.